প্রথম পত্র
অধ্যায় ১

অর্থায়নের সূচনা

Part 1

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

অর্থায়ন (Finance) :

বিনিয়োগের পরিকল্পনা থেকে শুরু করে মূলধন সংগ্রহ, বিনিয়োগ, মূলধনের রক্ষণাবেক্ষণ, মুনাফা অর্জন ও বিতরণ সংক্রান্ত কাজকে অর্থায়ন বলে। সহজ কথায়, "The Art of managing money efficiently."

- বাংলা অর্থায়ন শব্দটি - ইংরেজি Finance শব্দের পারিভাষিক শব্দ।
- ব্যবসায় অর্থায়ন হলো নগদ অর্থের পরিকল্পনা, সংগ্রহ, ব্যবহার, সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত আর্থিক কর্মকাণ্ডের সমষ্টি।
- অর্থায়ন বিষয়টিকে তিনটি প্রধান শিরোনামের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায়। ১. আর্থিক ব্যবস্থাপনা, ২. বিনিয়োগ এবং ৩. মুদ্রাবাজার ও মূলধন বাজার।
- ব্যবসায়ে তহবিল সংগ্রহ কাজে অর্থ সংক্রান্ত কার্যাবলির দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিকে বলা হয় - আর্থিক ব্যবস্থাপক (Financial Manager)।
- আর্থিক ব্যবস্থাপনা (Financial Management) একটি কোম্পানির সীমিত আর্থিক সম্পদসমূহকে বিকল্প ব্যবহারের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়ার সাথে সম্পর্কিত।

অর্থায়নের কার্যাবলি (Functions of Finance) :

০১. তহবিল সংগ্রহ
০২. মূলধন বাজেটিং সিদ্ধান্ত গ্রহণ
০৩. স্বল্পমেয়াদি সম্পদের ব্যবস্থাপনা
০৪. তহবিলের বণ্টন

অর্থায়নকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হতে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। যথা : পারিবারিক অর্থায়ন, সরকারি অর্থায়ন, অব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের অর্থায়ন, ব্যবসায় অর্থায়ন, আন্তর্জাতিক অর্থায়ন ইত্যাদি।

ব্যক্তিগত অর্থায়ন (Personal Financing)	■ কোনো ব্যক্তি তার নিজের জন্য যে অর্থায়ন করে তাকে ব্যক্তিগত অর্থায়ন (Personal Finance) বলে। ■ ব্যক্তিগত অর্থায়ন সাধারণত ব্যক্তির নিজের আয়, আত্মীয় স্বজনের নিকট থেকে বা কোনো ব্যাংক থেকে সংগৃহীত হতে পারে।
পারিবারিক অর্থায়ন (Family Financing)	■ পরিবারের আয়ের উৎস ও পরিমাণ নির্ধারণ করা এবং সেই আয় কীভাবে ব্যয় করলে পরিবারের সদস্যদের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল হয় তা নির্ধারণ করাকে বলে- পারিবারিক অর্থায়ন (Family Finance)। ■ ব্যক্তি সাধারণত দৈনন্দিন কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য পারিবারিক অর্থায়ন করে।
সরকারি অর্থায়ন (Govt. Financing)	■ সরকারের বার্ষিক ব্যয় কোন খাতে কী পরিমাণে হবে এবং সেই অর্থ কোন কোন উৎস হতে সংগ্রহ করা হবে তা নির্ধারণ করাকে - সরকারি অর্থায়ন (Govt. Finance) বলে। ■ প্রথমে ব্যয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করে সে অনুযায়ী তহবিল সংগ্রহ করা হয়- সরকারি অর্থায়নে।
ব্যবসায় অর্থায়ন (Business Financing)	■ ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে পরিচালিত কোনো প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নকে- ব্যবসায় অর্থায়ন (Business Finance) বলে। ■ ব্যবসায় অর্থায়নের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো মুনাফা অর্জন। ■ ব্যবসায় অর্থায়নকে তিনভাগে ভাগ করা হয়। যথা : ১. ব্যক্তিগত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অর্থায়ন ২. সরকারি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অর্থায়ন ৩. স্বায়ত্তশাসিত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অর্থায়ন ■ উৎস: আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ, শেয়ার, বন্ড ইত্যাদি।
অব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অর্থায়ন (Non-Business Institution Financing)	■ মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত নয় এমন কোনো প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নকে- অব্যবসায় অর্থায়ন বলে। যেমন : শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, উপাসনালয় ইত্যাদি। ■ অব্যবসায় অর্থায়নের উদ্দেশ্য হলো- সেবা প্রদান করা। ■ উৎস: সরকারি অনুদান, সদস্যদের চাঁদা ইত্যাদি।
আন্তর্জাতিক অর্থায়ন (International Financing)	■ আন্তর্জাতিক অর্থায়ন বলতে একটি দেশের আমদানি ও রপ্তানি, বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় ইত্যাদি নিয়ে আলোচনাকে বুঝায়।

অর্থায়নের নীতিমালা (Principles of Finance):

একজন আর্থিক ব্যবস্থাপককে বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত এবং অর্থায়নের অন্যান্য কাজ সম্পাদনের সময় অর্থায়নের যে নীতিমালাগুলো বিবেচনা করতে হয় তা হলো :

ক. ঝুঁকি ও মুনাফা নীতি : ঝুঁকি নীতি অনুযায়ী বিনিয়োগ যত ঝুঁকিপূর্ণ হবে প্রত্যাশিত মুনাফার হার তত বেশি হবে। ঝুঁকি এবং মুনাফার মধ্যে ধনাত্মক সম্পর্ক বিদ্যমান। অর্থাৎ ঝুঁকি বেশি হলে মুনাফা বেশি হয়, ঝুঁকি কম হলে মুনাফাও কম হয়। সরকারি বন্ডে বিনিয়োগ হলো ঝুঁকিমুক্ত বিনিয়োগ। সরকারি বন্ডে সুদের হার নির্দিষ্ট থাকে।

খ. তারল্য ও মুনাফা নীতি : কোনো দ্রব্য, সম্পদ বা সিকিউরিটি বিক্রি করে কত দ্রুত নগদ অর্থ পাওয়া যায় তা অর্থায়নে তারল্য নামে পরিচিত। চলতি সম্পদে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেলে- তারল্য বৃদ্ধি পায়। প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে তরল সম্পদ- নগদ অর্থ। প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত তারল্য ধরে রাখলে ব্যবসায় বিনিয়োগের সুযোগ কম গ্রহণ করতে পারে, ফলে মুনাফার্জন ক্ষমতা কমে যায়। আবার, প্রয়োজনের তুলনায় কম তারল্য ধরে রাখলে, বিনিয়োগের সুযোগ বেড়ে যায়, যা অধিক মুনাফা নিশ্চিত করে।

গ. বৈচিত্র্যায়ন নীতি : বিনিয়োগকারী তার সকল অর্থ একটি সম্পদে বিনিয়োগ না করে একাধিক সম্পদে বিনিয়োগ করবে যাতে ঝুঁকি হ্রাস পায়, এটি হলো - বৈচিত্র্যায়ন বা বহুমুখীকরণ নীতির (Principle of Diversification) মূল কথা। অর্থাৎ Don't put all your eggs in one busket প্রবাদটি এ নীতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। বৈচিত্র্যায়নের নীতি অনুসরণের ফলে ব্যবসায়ে ঝুঁকি হ্রাস পায়।

CamScanner

ঘ. **লভ্যাংশ নীতি :** মুনাফার যে অংশ শেয়ারহোল্ডারদের/মালিকদের মধ্যে বণ্টন করা হয় তাকে -লভ্যাংশ বলা হয়। যে অংশ কোম্পানির ভবিষ্যৎ বিনিয়োগ বা ব্যবসায় সম্প্রসারণের জন্য রেখে দেওয়া হয় - তাকে সংরক্ষিত মুনাফা বলে। মুনাফার কত অংশ লভ্যাংশ আকারে বণ্টন করা হবে এবং কত অংশ সংরক্ষণ করা হবে তা ঠিক করাকে- লভ্যাংশ নীতি বলে।

ঙ. **উপযুক্ততার নীতি :** ব্যবসায়ের চলতি সম্পত্তি স্বল্পমেয়াদি উৎস থেকে এবং স্থায়ী সম্পত্তি দীর্ঘ ও মধ্যমেয়াদি উৎস থেকে সংস্থান করা উচিত-এটিই উপযুক্ততার নীতি (Hedging Principle).

❑ **অর্থায়নের লক্ষ্য (Goals of Finance) :**

ফার্মের বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত ও অর্থসংস্থান সিদ্ধান্ত একটি চলমান প্রক্রিয়া। যৌক্তিকভাবে এ দুটি সিদ্ধান্ত নিতে হলে, ফার্মের একটি সুস্পষ্ট লক্ষ্য থাকতে হবে। একটি ফার্মের এরকম দুটি লক্ষ্য থাকতে পারে, ১. মুনাফা সর্বোচ্চকরণ, ২. সম্পদ সর্বাধিকরণ। মুনাফা সর্বাধিকরণ এর ধারণা এসেছে মূলত অর্থনীতি (Economics) থেকে।

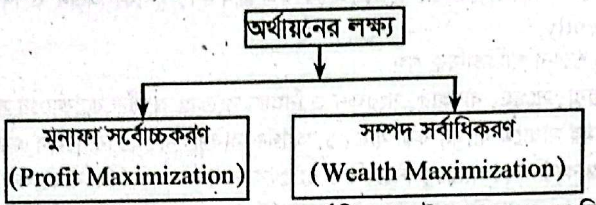

মুনাফা সর্বোচ্চকরণের কিছু সীমাবদ্ধতা থাকায় একটি প্রতিষ্ঠান সাধারণত সম্পদ সর্বাধিকরণকেই তার মূল লক্ষ্য হিসাবে বিবেচনা করে। নিম্নে এ বিষয়টি আলোচনা করা হলো-

❑ **মুনাফা সর্বোচ্চকরণ (Profit Maximization) :**

মুনাফা সাধারণত মোট আয় ও মোট ব্যয়ের পার্থক্য থেকে নির্ণীত হয়। এক্ষেত্রে মুনাফা আয় ও ব্যয়ের ধনাত্মক পার্থক্যকে নির্দেশ করে। কোনো ফার্ম বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মুনাফা বৃদ্ধি করাকেও এর অধীনে নিয়ে আসা যায়। 'Less Input, More Output' এটিই মুনাফা সর্বোচ্চকরণের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। অর্থাৎ কম খরচে সর্বোচ্চ উৎপাদন নিশ্চিত করলে মুনাফা সর্বাধিক হয়। মুনাফা সর্বোচ্চকরণ সম্পদের দক্ষ বণ্টন নিশ্চিত করে। সাধারণত কোম্পানিগুলো মুনাফা পরিমাপ করে EPS বা শেয়ারে প্রতি আয় নির্ণয়ের মাধ্যমে। একটি উদাহরণের মাধ্যমে দেখা যাক-

বিনিয়োগের বিকল্পসমূহ	Earnings Per Share (EPS)			
	বছর ১	বছর২	বছর৩	মোট
X	১.৪০	২	০.৮০	৪.২০
Y	০.৭৫	১.৪০	১.১০	৩.২৫

জনাব হাসান একটি কোম্পানির আর্থিক ব্যবস্থাপক। তিনি কোম্পানি X অথবা কোম্পানি Y এর শেয়ারে বিনিয়োগের চিন্তা করছেন। দুটি কোম্পানি আগামী ৩ বছরে কত টাকা শেয়ার প্রতি আয় দিবে, তার একটা অনুমান করা হলো। সেক্ষেত্রে জনাব হাসান অবশ্যই কোম্পানি X কে বেছে নিবেন মুনাফা সর্বোচ্চকরণ ধারণা অনুসারে, কেননা এর শেয়ার প্রতি আয় কোম্পানি Y অপেক্ষা বেশি। নিম্নে শেয়ার প্রতি আয় নির্ণয়ের সূত্রটি প্রদত্ত হলো :

$$\text{শেয়ার প্রতি আয়} = \frac{\text{কর পরবর্তী আয়}}{\text{সাধারণ শেয়ারের সংখ্যা}}$$

➤ **সীমাবদ্ধতা:**

১. **মুনাফা ধারণার অস্পষ্টতা বিদ্যমান:** শুধু মুনাফা শব্দটি খুবই অস্পষ্ট। এটি দ্বারা টাকার অংকে মুনাফা বুঝাচ্ছে নাকি মুনাফার হার বুঝাচ্ছে, তা নিশ্চিত নয়। যদি মুনাফার হার বুঝানো হয়, সেক্ষেত্রেও প্রশ্ন আসে যে কোন সূত্র ব্যবহার করে মুনাফার হার নির্ণয় করা হয়েছে। এই মুনাফা কি স্বল্পমেয়াদি না দীর্ঘমেয়াদি তাও বলা যায় না। অনেক কোম্পানিই স্বল্পমেয়াদে মুনাফা সর্বোচ্চকরণ নিয়ে এতটা মত্ত থাকে যে, কোম্পানির দীর্ঘমেয়াদি মুনাফার্জন ক্ষমতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

২. **নগদ প্রবাহের সময়মূল্য বিবেচনা করে না।**

৩. **নগদ প্রবাহ বিবেচনা করে না (বকেয়া ভিত্তির কারণে)।**

৪. **ঝুঁকিকে বিবেচনা করে না।**

৫. **শেয়ার মূল্যের ওপর কম গুরুত্বারোপ করা হয়।**

❑ **সম্পদ সর্বাধিকরণ (Wealth Maximization) :**

একটি ফার্মের সম্পদ সর্বাধিকরণ বলতে ঐ ফার্মের শেয়ারের মূল্য সর্বাধিকরণ বা নিট বর্তমান মূল্য সর্বাধিকরণকে বুঝায়। এটিই একটি ফার্মের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য লক্ষ্য। মুনাফা সর্বাধিকরণ লক্ষ্যের দুর্বলতাগুলো দূর করে সঠিকভাবে সম্পদের পরিমাপ করতে সম্ভব হয় বলে এ লক্ষ্যটি একটি সুষ্ঠু ও যুক্তিসঙ্গত লক্ষ্য হিসেবে সার্বজনীনভাবে গৃহীত। কোনো বিনিয়োগের নিট বর্তমান মূল্য বলতে মুনাফার বর্তমান মূল্যের সমষ্টি ও বিনিয়োগের বর্তমান মূল্যের পার্থক্যকে বুঝায়।

$$NPV = CF_0 + \frac{CF_1}{(1+r)^1} + \frac{CF_2}{(1+r)^2} + \ldots + \frac{CF_n}{(1+r)^n} = \sum_{t=0}^{n} \frac{CF_t}{(1+r)^t}$$

যেখানে, $CF_{1 \ldots n}$ = নিট নগদ আন্তঃপ্রবাহ

r = প্রত্যাশিত আয়ের হার/বাট্টার হার

CF_0 = প্রাথমিক বিনিয়োগ

মুনাফা সর্বোচ্চকরণের সীমাবদ্ধতা	সম্পদ সর্বাধিকরণ কেন ফার্মের লক্ষ্য হওয়া উচিত
১। মুনাফার ধারণা অস্পষ্ট।	১। এটি স্পষ্ট ধারণা।
২। এটি ঝুঁকি বিবেচনা করে না।	২। এটিতে ঝুঁকি বিবেচনা করা হয়।
৩। এটি অর্থের সময়মূল্য বিবেচনা করে না।	৩। এটিতে অর্থের সময়মূল্য বিবেচনা করা হয়।
৪। এটি নগদ প্রবাহ বিবেচনা করে না (বকেয়া ভিত্তির কারণে)।	৪। এটি নগদ প্রবাহ বিবেচনা করা হয়।
৫। এটি শেয়ার মূল্যের ওপর কম গুরুত্ব প্রদান করে।	৫। এটি শেয়ার মূল্যের ওপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করে।

CamScanner

Part 2 At a glance [Most Important Information]

- অর্থায়ন বলতে সম্পদ সর্বাধিকরণের লক্ষ্যে তহবিলের সম্ভাব্য উৎসসমূহ শনাক্তকরণ, সবচেয়ে সুবিধাজনক এক বা একাধিক উৎস হতে তহবিল সংগ্রহকরণ, সংগৃহীত তহবিলের সার্বিক ও সঠিক বিনিয়োগ, সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়াকে বুঝায়।
- একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা পরিমাপের মূল হাতিয়ার- মুনাফা।
- মুনাফার যে অংশ শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে বণ্টন করা হয় তাকে লভ্যাংশ বলে এবং যে অংশ বণ্টন করা হয় না তাকে সংরক্ষিত মুনাফা বলে। এটি মূলধনের একটি অভ্যন্তরীণ উৎস।
- মূলধন বাজেটিং স্থায়ী সম্পদে বিনিয়োগের সাথে সম্পর্কিত। এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত।
- একটি প্রতিষ্ঠানের নগদ অর্থ, মজুতপণ্য, প্রাপ্য বিল ইত্যাদির ব্যবস্থাপনাকে বলে- স্বল্পমেয়াদি সম্পদ ব্যবস্থাপনা।
- মূলধন কাঠামো = দীর্ঘমেয়াদি ঋণ + শেয়ার মূলধন।
- স্থায়ী মূলধনে বিনিয়োগ করতে হবে কাম্য মাত্রায়।
- কোম্পানিকে লভ্যাংশ বণ্টন করতে হবে- কাম্য মাত্রায় (Optimum Level), অর্থাৎ কমও নয়, বেশিও নয়।
- 'কর্পোরেশন ফিন্যান্স' গ্রন্থের লেখক - থমাস এল গ্রীন।
- কোনো ব্যক্তি তার নিজের জন্য যে অর্থায়ন করে তাকে ব্যক্তিগত অর্থায়ন বলে।
- ব্যক্তি সাধারণত দৈনন্দিন কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য পারিবারিক অর্থায়ন করে।
- প্রথমে ব্যয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করে সে অনুযায়ী তহবিল সংগ্রহ করা হয়- সরকারি অর্থায়নে।
- ব্যবসায় অর্থায়নের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো মুনাফা অর্জন।
- অব্যবসায় অর্থায়নের উদ্দেশ্য হলো- সেবা প্রদান করা।
- ঝুঁকি এবং মুনাফার মধ্যে ধনাত্মক সম্পর্ক বিদ্যমান।
- তারল্য এবং মুনাফার মধ্যে ঋণাত্মক সম্পর্ক বিদ্যমান।
- বৈচিত্র্যায়নের নীতি অনুসরণের ফলে ব্যবসায়ে ঝুঁকি হ্রাস পায়।
- মুনাফার কত অংশ লভ্যাংশ আকারে বণ্টন করা হবে এবং কত অংশ সংরক্ষণ করা হবে তা ঠিক করা- লভ্যাংশ নীতি।
- সম্পদ সর্বাধিকরণ আয় সময় ও অর্থের সময়মূল্যকে বিবেচনা করে।
- সম্পদ সর্বাধিকরণ নগদ প্রবাহ বিবেচনা করে।
- সম্পদ সর্বাধিকরণ ঝুঁকি বিবেচনা করে।
- মুনাফা সর্বাধিকরণে সময় বিবেচনা করা হয় না।
- মুনাফা সর্বাধিকরণে নগদ প্রবাহ বিবেচনা করা হয় না।
- মুনাফা সর্বাধিকরণে ঝুঁকি বিবেচনা করা হয় না।

Part 3 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. অর্থায়নের মূল বিষয়বস্তু কী?
Ⓐ শ্রম Ⓑ পরিকল্পনা Ⓒ তহবিল Ⓓ উৎপাদন Ans C

02. নিট আয়ের যে অংশ শেয়ারমালিকদের মধ্যে বণ্টন করা হয় না তাকে কী বলে?
Ⓐ লভ্যাংশ তহবিল Ⓑ সংরক্ষিত তহবিল
Ⓒ মোট মুনাফা Ⓓ নিট মুনাফা Ans B

03. অর্থায়নের প্রথম কাজ কোনটি?
Ⓐ তহবিল সংগ্রহ Ⓑ তহবিল বণ্টন
Ⓒ মূলধন সংগ্রহ Ⓓ সম্পদ ব্যবস্থাপনা Ans A

04. নিচের কোন কাজটি অর্থায়নের সাথে জড়িত?
Ⓐ অর্থ সংরক্ষণ Ⓑ ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ
Ⓒ তথ্য সরবরাহ Ⓓ ব্যাংক হিসাব খোলা Ans A

05. সাধারণ অর্থে অর্থায়ন হলো-
Ⓐ অর্থ সংগ্রহ Ⓑ অর্থের ব্যবহার
Ⓒ অর্থের নিয়ন্ত্রণ Ⓓ অর্থের বিনিয়োগ Ans A

06. কোনটি অর্থায়ন কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত নয়?
Ⓐ আর্থিক পরিকল্পনা Ⓑ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত
Ⓒ বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত Ⓓ মূল্য নির্ধারণ Ans B

07. ব্যবসায়ের জীবনী শক্তি কোনটি?
Ⓐ পরিচালক Ⓑ শ্রমিক Ⓒ পুঁজি Ⓓ ব্যবস্থাপনা Ans C

08. মুনাফার যে অংশ শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে বণ্টিত হয় তাকে বলে —
Ⓐ সংরক্ষিত মুনাফা Ⓑ মোট মুনাফা
Ⓒ লভ্যাংশ Ⓓ নিট মুনাফা Ans C

09. মুনাফার যে অংশ শেয়ারহোল্ডারদের মাঝে বণ্টন করা হয় না, তাকে বলে—
Ⓐ সংরক্ষিত মুনাফা Ⓑ মোট মুনাফা
Ⓒ লভ্যাংশ Ⓓ নিট মুনাফা Ans A

10. What is dealt by Finance?(অর্থায়নের দ্বারা কোনটি করা হয়?)
Ⓐ ব্যবস্থাপনা Ⓑ বাজারজাতকরণ
Ⓒ হিসাববিজ্ঞান) Ⓓ তহবিল ব্যবস্থাপনা Ans D

11. অর্থ সংগ্রহ ও ব্যবহারের প্রক্রিয়াকে কী বলে?
Ⓐ ব্যাংকিং Ⓑ বাজারজাতকরণ
Ⓒ অর্থায়ন Ⓓ ব্যবস্থাপনা Ans C

12. কোনো ব্যক্তির আয়-ব্যয় নিয়ে যে অর্থায়নে আলোচনা করা হয় তাকে কী বলা হয়?
Ⓐ অব্যবসায় অর্থায়ন Ⓑ ব্যক্তিগত অর্থায়ন
Ⓒ সরকারি অর্থায়ন Ⓓ আন্তর্জাতিক অর্থায়ন Ans B

13. মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে যে অর্থায়ন পরিচালিত হয় তাকে কী বলে?
Ⓐ ব্যবসায় অর্থায়ন Ⓑ অব্যবসায় অর্থায়ন
Ⓒ সরকারি অর্থায়ন Ⓓ ব্যক্তিগত অর্থায়ন Ans A

14. অব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অর্থায়নের উদ্দেশ্য কী?
Ⓐ বিনিয়োগ Ⓑ মুনাফা অর্জন
Ⓒ মুনাফা বণ্টন Ⓓ সামাজিক কল্যাণ Ans D

15. ব্যবসায় অর্থায়নের প্রধান লক্ষ্য কী?
Ⓐ ব্যবসায় অর্থ সরবরাহ Ⓑ ব্যবসায়ের ঝুঁকি কমানো
Ⓒ ব্যবসায়ের সম্পদ সর্বাধিকরণ
Ⓓ ব্যবসায়ে অর্থের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা Ans C

16. সরকারি অর্থায়নের মূল লক্ষ্য কোনটি?
Ⓐ মুনাফা সর্বাধিকরণ Ⓑ ব্যয় নিয়ন্ত্রণ
Ⓒ জনকল্যাণ Ⓓ সম্পদ সর্বাধিকরণ Ans C

17. আয়ের পূর্বে ব্যয়ের পরিকল্পনা করা হয় কোন অর্থায়নে?
Ⓐ সরকারি অর্থায়ন Ⓑ বেসরকারি অর্থায়ন
Ⓒ ব্যক্তিগত অর্থায়ন Ⓓ ব্যষ্টিক অর্থায়ন Ans A

18. সরকারি অর্থায়নের মূল উদ্দেশ্য কোনটি?
Ⓐ জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি Ⓑ সম্পদ সর্বাধিকরণ
Ⓒ মুনাফা অর্জন Ⓓ সামাজিক কল্যাণ সাধন Ans D

19. সরকারি অর্থায়নে সর্বাগ্রে বিবেচনার বিষয় কোনটি?
Ⓐ আয় Ⓑ ব্যয় Ⓒ সঞ্চয় Ⓓ বিনিয়োগ Ans B

20. বিদেশি উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ করা যায়–
Ⓐ সরকারি অর্থায়নে Ⓑ ব্যক্তিগত অর্থায়নে
Ⓒ ব্যবসায় অর্থায়নে Ⓓ অব্যবসায় অর্থায়নে Ans A

CamScanner

প্রথম পত্র
অধ্যায় ২

আর্থিক বাজারের আইনগত দিকসমূহ

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

❑ আর্থিক বাজার (Financial Market) :

- আর্থিক বাজার হচ্ছে এমন একটি স্থান বা নেটওয়ার্ক যেখানে বা যার মাধ্যমে তহবিল প্রত্যাশী এবং তহবিলের যোগানদাতা আর্থিক সম্পত্তি কেনা-বেচা করে এবং মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ।
- আর্থিক বাজারের প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে : মূলধন সংগ্রহ, তারল্য ও ঝুঁকি স্থানান্তর এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মূল্য নির্ধারণ।

ঘাটতি একক (Deficit Unit) তহবিলের চাহিদাকারীগণ (তহবিলের উৎস সন্ধান করে)	⇄	আর্থিক প্রতিষ্ঠান (Financial Institution)	⇄	উদ্বৃত্ত একক (Surplus unit) তহবিলের যোগানদাতা (বিনিয়োগের সুযোগ খোঁজে)

❑ আর্থিক বাজারের আইনগত দিকসমূহ (Legal Aspects of Financial Market) :

১. **সিকিউরিটিজ (Securities) :** স্বল্পমেয়াদি সিকিউরিটিজ হলো ট্রেজারি বিল, বাণিজ্যিক পত্র, ব্যাংকের স্বীকৃতিপত্র, হস্তান্তরযোগ্য আমানত সার্টিফিকেট, পুনঃক্রয় চুক্তি ইত্যাদি। **(১ বছর পর্যন্ত).**

২. **সিকিউরিটিজ ইস্যুয়ার (Issuer of Securities) :** যে সমস্ত কোম্পানি সিকিউরিটিজ ইস্যু করে মূলধন বাজার থেকে অর্থ সংগ্রহ করে, তাদেরকে সিকিউরিটিজ ইস্যুয়ার বলে।

৩. **বিনিয়োগকারী (Investors) :** আর্থিক বাজারে বিনিয়োগকারী হলো অর্থের যোগানদাতা। আর্থিক বাজারে বিনিয়োগকারী দুই ধরনের। যথা: ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী।

৪. **মার্চেন্ট ব্যাংকার (Merchant Bank) :** যে সকল প্রতিষ্ঠান কোনো কোম্পানির শেয়ার ইস্যু ও বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ইস্যু ম্যানেজার ও অবলেখকের ভূমিকা পালন করে, তাদেরকে মার্চেন্ট ব্যাংকার বলে। যেমন : AAA Consultant, ICB (Investment Corporation Bangladesh).

৫. **ক্রেডিট রেটিং কোম্পানি (Credit Rating Company) :** যে সকল কোম্পানি বাজারে নতুন শেয়ার বা বন্ড ইস্যু করতে চায় তাদের আর্থিক অবস্থা, ব্যবস্থাপকদের দক্ষতা ইত্যাদি বিবেচনা করে একটি রেটিং বা মান নির্ধারণ করে থাকে- ক্রেডিট রেটিং কোম্পানি। **(মোট ৮টি)**

৬. **স্টক এক্সচেঞ্জ (Stock Exchange) :** কোম্পানির ইস্যুকৃত সিকিউরিটিজ ক্রয়-বিক্রয়ের সুসংগঠিত স্থান বা নেটওয়ার্ক হলো স্টক এক্সচেঞ্জ।

৭. **স্টক ব্রোকার (Stock Broker) :** যে সকল প্রতিষ্ঠান বিনিয়োগকারীর পক্ষে সিকিউরিটিজ ক্রয়-বিক্রয় করে থাকে এবং বিনিময়ে কমিশন পায়, তাদেরকে স্টক ব্রোকার বলে। Broker দের BSEC এর অনুমোদন লাগে। তারা কোনো ঝুঁকি নেয় না।

৮. **স্টক ডিলার (Stock Dealer) :** স্টক ডিলার বলতে এমন প্রতিষ্ঠানকে বুঝায় যারা নিজের জন্য সিকিউরিটিজ ক্রয়-বিক্রয় করে থাকে। তারা ঝুঁকি নেয়।

৯. **ডিপোজিটারি (Depository) :** যে সকল প্রতিষ্ঠান ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয়ভাবে সিকিউরিটিজ সংরক্ষণ করে এবং হস্তান্তর করে, তাদের ডিপোজিটারি বলে। যেমন : CDS (Central Depository System).

১০. **বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংক (Bangladesh Bank & Commercial Bank) :** বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারের পক্ষে ট্রেজারি বিল, ট্রেজারি নোট ও ট্রেজারি বন্ড ইস্যু করে। বাণিজ্যিক ব্যাংক বিভিন্ন মেয়াদে ঋণ দিয়ে থাকে।

১১. **বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (BSEC) :** স্টক এক্সচেঞ্জ নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা হলো বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন।

আর্থিক বাজারের প্রকারভেদ

আর্থিক বাজার (Financial Market)
- মুদ্রা বাজার (Money Market)
- মূলধন বাজার (Capital Market)

	অর্থ বা মুদ্রা বাজার (Money Market)	পুঁজি বা মূলধন বাজার (Capital Market)
সংজ্ঞা (Definition)	আর্থিক বাজারের যে অংশে স্বল্পমেয়াদি (১ বছর বা তার চেয়ে কম সময়) আর্থিক সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয় করা হয় তাকে- অর্থ বা মুদ্রা বাজার বলে।	আর্থিক বাজারের যে অংশে দীর্ঘমেয়াদের (১ বছরের বেশি সময়) জন্য অর্থ ও আর্থিক সম্পদের লেনদেন হয় তাকে- পুঁজি বা মূলধন বাজার বলে।
হাতিয়ার (Instruments)	▪ ট্রেজারি বিল (Treasury Bill) ▪ বাণিজ্যিক কাগজ (Commercial Paper) ▪ ব্যাংকের স্বীকৃতিপত্র (Banker's Acceptance) ▪ পুনঃক্রয় চুক্তি (Repurchase Agreement) ▪ হস্তান্তরযোগ্য আমানত সার্টিফিকেট (Negotiable Certificate of Deposit) ▪ কল মানি বাজার থেকে সংগৃহীত ঋণ (Debt from Call Money Market)	▪ সাধারণ শেয়ার (Ordinary share) ▪ অগ্রাধিকার শেয়ার (Preferred share) ▪ বন্ড (Bond) ▪ ডিবেঞ্চার (Debenture) ▪ ট্রেজারি বন্ড (Treasury bond) ▪ মর্টগেজ লোন (Mortgage loan)

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

	অর্থ বা মুদ্রা বাজার (Money Market)	পুঁজি বা মূলধন বাজার (Capital Market)
নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান (Regulatory Body)	বাংলাদেশ ব্যাংক	বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (BSEC).
তারল্য(Liquidity)	মুদ্রা বাজারের সিকিউরিটিজগুলোর তারল্য বেশি।	মূলধন বাজারের সিকিউরিটিজগুলোর তারল্য কম।
বিক্রয়ের ধরন (Nature of issue)	এই সিকিউরিটিজগুলো সাধারণত অবহারে বিক্রয় করা হয়।	এই সিকিউরিটিজগুলো লিখিত মূল্যে, প্রিমিয়ামে বা অধিহারে বিক্রয় হয়।

❑ **মুদ্রা বা অর্থ বাজারের হাতিয়ারসমূহ :**

১. **ট্রেজারি বিল (Treasury Bill) :** ভবিষ্যতের কোনো নির্দিষ্ট তারিখে পরিশোধ করার অঙ্গীকার করে সরকার যে স্বল্পমেয়াদি অঙ্গীকারপত্র ইস্যু করে তাকে- ট্রেজারি বিল বলে। ট্রেজারি বিল ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের সুদ বা প্রাপ্তি হলো- অভিহিত মূল্য (Face Value) এবং বিক্রয়মূল্যের পার্থক্য। যেমন: যমুনা ব্যাংক এক বছর মেয়াদি একটা বিল ৯০,০০০ টাকায় ক্রয় করে, এক বছর পর তা ১,০০,০০০ টাকায় পরিশোধিত হলে; যমুনা ব্যাংক আয় পাবে ১০,০০০ টাকা।

২. **বাণিজ্যিক পত্র (Commercial Paper) :** বাণিজ্যিক পত্র হলো - স্বল্পমেয়াদি জামানতবিহীন অঙ্গীকারপত্র। বাণিজ্যিক পত্রের মেয়াদ সাধারণত - ৯০ দিন থেকে ২৭০ দিন। (৩ - ৯ মাস)

৩. **হস্তান্তরযোগ্য আমানত সার্টিফিকেট (Negotiable Certificate of Deposit) :** ব্যাংকের গ্রাহকরা ব্যাংকে যখন একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোনো টাকা জমা বা আমানত রাখে তখন ব্যাংক তাকে একটি সার্টিফিকেট প্রদান করে। এটাই হচ্ছে আমানত সার্টিফিকেট।

৪. **ব্যাংকের স্বীকৃতিপত্র (Banker's Acceptance) :** যে ড্রাফটের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংক নির্দিষ্ট সময়ের পরে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ অন্য পক্ষকে প্রদানের স্বীকৃতি প্রদান করে তাকে 'ব্যাংকের স্বীকৃতিপত্র' বলে। মেয়াদ ৩০ থেকে ১৮০ দিন।

৫. **পুনঃক্রয় চুক্তি (Repurchase Agreement) :** পুনঃক্রয় চুক্তি হলো শর্তসাপেক্ষে একটা স্বল্পমেয়াদি সিকিউরিটি বিক্রয়। শর্তটি এমন থাকে যাতে একটি নির্দিষ্ট সময় পর মূল বিক্রেতা পূর্বনির্ধারিত মূল্যে সিকিউরিটি ফেরত নিবে।

৬. **কল মানি বাজার (Call Money Market) :** কোনো বাণিজ্যিক ব্যাংক বা বিল ব্রোকার ও ডিলাররা স্বল্পমেয়াদি অর্থায়নের ঘাটতি পূরণের জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান (ব্যাংক) থেকে যে হারে ঋণ নেয় তাকে 'কল মানি রেট' বলে।

❑ **মুদ্রাবাজার ও মূলধন বাজারের মধ্যে পার্থক্য:**

পার্থক্যের বিষয়	মুদ্রা বাজার	মূলধন বাজার
১. সংজ্ঞা	আর্থিক বাজারের যে অংশে স্বল্পমেয়াদের জন্য অর্থ ও আর্থিক সম্পদের লেনদেন হয় তাকে মুদ্রাবাজার বলে।	যেখানে দীর্ঘমেয়াদের জন্য আর্থিক সম্পদের লেনদেন হয় তাকে মূলধন বাজার বলে।
২. আকার	মুদ্রাবাজারের আকার অপেক্ষাকৃত ছোট হয়।	মূলধন বাজারের আকার বড় হয়।
৩. নিয়ন্ত্রক	মুদ্রাবাজারের নিয়ন্ত্রক বাংলাদেশ ব্যাংক।	মূলধন বাজারের নিয়ন্ত্রক সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (BSEC).

ইক্যুইটি বাজার ও বন্ড বাজার

❑ **পুঁজি বাজারের মূল উপাদান (Main Element of Capital Market) :**

পুঁজি বাজার ইক্যুইটি সিকিউরিটিজ (যেমন শেয়ার) ও ঋণ সিকিউরিটিজ (যেমন বন্ড) বাজারের সমন্বয়ে গঠিত। নিম্নে এ দু'টি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

১. **ইক্যুইটি বাজার (Equity market) :** যে বাজারে ইক্যুইটি সিকিউরিটিজ, যেমন-সাধারণ শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় হয় তাকে ইক্যুইটি বাজার বলে। এটিকে মালিকানা তহবিলের দীর্ঘমেয়াদি উৎসের বাজার বলা যায়।

২. **বন্ড বাজার (Bond market):** যে বাজারে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ সিকিউরিটিজ, যেমন - বন্ড, ডিবেঞ্চার ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয় হয় তাকে বন্ড বাজার বলে।

❑ **শেয়ার বাজার (Share Market) :**

শেয়ার বাজার একটি সংস্থা যেখানে পাবলিক লি. কোম্পানির - শেয়ার ও ঋণপত্র ক্রয়-বিক্রয় করা হয়। শেয়ার বাজারে লেনদেন করতে পারে না- প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি।

- ব্যবসায় পুঁজির অন্যতম প্রধান উৎস- শেয়ার বাজার।
- জাতীয় অর্থনীতির দর্পণ (Mirror of the Economy) বলা হয় - শেয়ার বাজারকে।
- শেয়ার বাজারে ক্রয়-বিক্রয় করা হয় - শেয়ার, ঋণপত্র, সিকিউরিটিজ ইত্যাদি।
- বিশ্বে প্রথম শেয়ার বাজার প্রতিষ্ঠিত হয়- লন্ডনের সুইটিং এ্যালে তে ১৭৭৩ সালে।
- আমেরিকায় বড় শেয়ার বাজার - ২টি। যথা : New York Stock Exchange and NASDAQ.
- ডলারের হিসেবে বিশ্বের সবচেয়ে বড় শেয়ার বাজার - New York Stock Exchange.
- New York Stock Exchange কে ডাকা হয়- বিগ বোর্ড নামে।
- New York Stock Exchange প্রতিষ্ঠিত হয় - ১৭৯২ সালে।

❑ **শেয়ার বাজারের প্রকারভেদ (Types of Share Market) :**

ক. **প্রাথমিক বাজার (Primary Market) :** কোনো নতুন কোম্পানির শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা হয়- প্রাথমিক শেয়ার বাজারে। এ বাজারে জনগণ কোম্পানির কাছ থেকে সরাসরি আবেদন করে লটারির মাধ্যমে শেয়ার ক্রয় করে।

- লটারির মাধ্যমে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীও শেয়ার ক্রয় করে - বিনিয়োগ করতে পারে।
- ইস্যুকারী কোম্পানি সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কোম্পানির কাছ থেকে অনুমতি পাওয়ার পর পত্রিকায় বিবরণীপত্র প্রকাশ করে জনগণকে - শেয়ার ক্রয়ের আহ্বান জানায়।
- এক্ষেত্রে শেয়ার বা সিকিউরিটি বিক্রয়ের অর্থ ইস্যুকারী কোম্পানি সরাসরি পেয়ে থাকে।

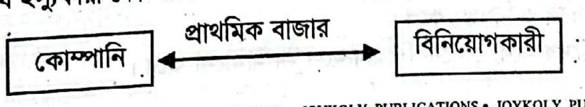

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS
CamScanner

▪ প্রাথমিক বাজারে শেয়ার বিক্রয় পদ্ধতি :
- Firm Commitment Method
- Best Effort Method (BEM)
- Pure Auction Market
- Dealer Market
- Right Share Issue (RSI)
- Private Placement (PP)

খ. মাধ্যমিক বাজার (Secondary Market) : মাধ্যমিক বাজারে পুরাতন কোম্পানির শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা হয়। প্রাথমিকভাবে লটারির মাধ্যমে প্রাপ্ত শেয়ার মালিকানা পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে যে বাজারে তা ক্রয়-বিক্রয় করা হয়, তাকে মাধ্যমিক বাজার বলে।
- বাংলাদেশে দুটি মাধ্যমিক শেয়ার বাজার আছে। যথা: ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড।
- প্রাথমিক বাজারে বিনিয়োগ- কম ঝুঁকিপূর্ণ; মাধ্যমিক বাজারে বিনিয়োগ- অধিক ঝুঁকিপূর্ণ।
- প্রাথমিক বাজারে বিনিয়োগ- কম তারল্যপূর্ণ; মাধ্যমিক বাজারে বিনিয়োগ- অধিক তারল্যপূর্ণ।
- প্রাথমিক বাজারে জালিয়াতির সুযোগ- কম থাকে; মাধ্যমিক বাজারে জালিয়াতির সুযোগ - বেশি থাকে।
- Locked in প্রযোজ্য- প্রাথমিক বাজারে; সেকেন্ডারি বাজারের জন্য Locked in- প্রযোজ্য নয়।

❑ **প্রাথমিক ও সেকেন্ডারি বাজারের মধ্যে পার্থক্য (Primary Market VS Secondery Market) :**

পার্থক্যের ক্ষেত্র	প্রাথমিক বাজার	মাধ্যমিক বাজার
১. সংজ্ঞা	প্রাথমিক বাজার বলতে বুঝায় কোম্পানি যে বাজারে শেয়ার, বন্ড ইত্যাদি বিক্রির প্রথম প্রস্তাব করে।	যে বাজারে প্রাথমিক বাজারে ইস্যুকৃত শেয়ার, বন্ড ইত্যাদি পরবর্তীতে ক্রয় বিক্রয় হয় তাকে সেকেন্ডারি বাজার বলে।
২. মূল্য	শেয়ার ইস্যুর সময় এর মূল্য নির্ধারিত থাকে।	এ বাজারে শেয়ারের মূল্য সর্বদা উঠানামা করে।
৪. ঝুঁকি	প্রাথমিক বাজারে বিনিয়োগ তুলনামূলকভাবে কম ঝুঁকিপূর্ণ।	শেয়ারের বাজার মূল্য সেকেন্ডারি বাজারে উঠানামা করার কারণে এ বাজারে বিনিয়োগ তুলনামূলকভাবে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ।
৫. জালিয়াতি	প্রাথমিক বাজারে জালিয়াতির সুযোগ তুলনামূলকভাবে কম থাকে।	সেকেন্ডারি বাজারে জালিয়াতির সুযোগ বেশি থাকে।
৬. সূচক	প্রাথমিক বাজারে শেয়ারের মূল্য সূচক ব্যবহার করতে হয় না।	সেকেন্ডারি বাজারে শেয়ারের মূল্য সূচক নির্ণয় করতে হয়।

গ. ওটিসি মার্কেট (OTC- Over the Counter exchange) বা Third market : অতালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা হয়। (এই Process কে বলা হয় Private Placement).
- ডিলারের মাধ্যমে এ বাজারে সিকিউরিটিজ ক্রয়-বিক্রয় করা হয়।
- এই বাজারে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় প্রকার বাজারের বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।
- স্টক এক্সচেঞ্জ হতে তালিকাচ্যুত কোম্পানির শেয়ারও এ বাজারে লেনদেন হয়।
- ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে OTC চালু আছে।

পুঁজি বাজার ও মুদ্রা বাজারের নিয়ন্ত্রক সংস্থাসমূহ

❑ **বাংলাদেশ ব্যাংক (Bangladesh Bank- BB) :**
- প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১।
- প্রথম গভর্নর- এ.এন.এম হামিদুল্লাহ।
- বর্তমান গভর্নর- আবদুর রউফ তালুকদার (১২তম)। সাবেক অর্থসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। ১২-০৭-২০২২ তারিখে উক্ত পদে যোগদান করেন।
- ১৯৭২ সালে 'বাংলাদেশ ব্যাংক আদেশ ১৯৭২ এর ১২৭ নম্বর আদেশ বলে বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক 'বাংলাদেশ ব্যাংক' প্রতিষ্ঠিত হয় যাকে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে কার্যকর ধরে নেওয়া হয়।
- মুদ্রা বাজার নিয়ন্ত্রণ করে- বাংলাদেশ ব্যাংক।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কাজসমূহ হলো : মুদ্রার প্রচলন, ঋণ নিয়ন্ত্রণ, বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি।

❑ **বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (Bangladesh Securities and Exchange Commission - BSEC) :**
- Securities and Exchange Commission Act-1993 এর অধীনে ১৯৯৩ সালের ৮ জুন BSEC গঠিত হয়।
- যৌথ মূলধনি কোম্পানিসমূহ দীর্ঘমেয়াদি মূলধন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে শেয়ার, বন্ড, ঋণপত্র ইত্যাদি ইস্যু করে থাকে।
- সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন হলো মূলধন বাজার নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা।
- ১৯৬৯ সালের সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন অধ্যাদেশ বলে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন গঠিত হয়।
- ১৯৬৯ সালের অধ্যাদেশ সংশোধন করে ১৯৯৩ সালের ৮ জুন বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন পাশ করা হয়।
- সর্বশেষ ২০১২ সালের ১০ ডিসেম্বর কমিশন কিছু ধারা সংশোধন করে নতুন নিয়ম-কানুন প্রচলন করে।

❑ **বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (Insurance Development & Regulatory Authority- IDRA) :**
- আইন প্রণীত হয়- ২০১০ সালের ১৮ মার্চ।
- আইন অনুযায়ী চেয়ারম্যান ও চারজন সদস্যদের সমন্বয়ে বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ গঠিত হয়।
- চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ তিন বছরের জন্য নির্বাচিত হন।
- বিমা ও পুনঃবিমা ব্যবসায় সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ নিয়ন্ত্রণ করা এর কাজ।
- বিমা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেমিনার, ওয়ার্কশপ, সভা ইত্যাদি আয়োজন করে।
- বিমা পলিসি গ্রাহকদের স্বার্থ সংরক্ষণ তহবিল গঠন ও নিয়ন্ত্রণ করে।
- বিমাকারী, মধ্যস্থতাকারী ও বিমা মধ্যস্থতাকারীদের মধ্যে কোনো বিরোধ হলে তা মীমাংসা করে।

CamScanner

❑ ক্ষুদ্রঋণ নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (Microcredit Regulatory Authority- MRA) :

- বাংলাদেশে NGO- MFI (Non-Government Organization & Micro Finance Institutions) এর জন্য একটি সহায়ক পরিবেশ তৈরি করে ক্ষুদ্রঋণ খাতের প্রসার ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ক্ষুদ্র আয়তনের প্রতিষ্ঠানে সুষ্ঠুভাবে ঋণদান কার্যাবলি পরিচালনা করার জন্য সরকার ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (Micro Credit Regulatory Authority) প্রতিষ্ঠা করেছে।
- এ সংস্থা ক্ষুদ্র ঋণদান প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন গঠনমূলক পরামর্শ দিয়ে থাকে।
- বাংলাদেশ সরকার ২০০৬ সালের ক্ষুদ্র ঋণ আইন ক্ষমতা বলে ২০১০ সালে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি বিধিমালা প্রণয়ন করে।
- এ সংস্থা ক্ষুদ্র ঋণের ব্যবসায় করার জন্য কোনো প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান করে এবং বিধি অনুযায়ী লাইসেন্সের জন্য নির্দিষ্ট ফি আদায় করে।
- নির্দিষ্ট নিয়মকানুন পালন না করলে – ক্ষুদ্র ঋণ কর্তৃপক্ষ সনদ বাতিল বা স্থগিত করার অধিকার রাখে।

Part 2 At a glance [Most Important Information]

- স্বল্পমেয়াদি সিকিউরিটিজ হলো ট্রেজারি বিল, বাণিজ্যিক পত্র, ব্যাংকের স্বীকৃতিপত্র, হস্তান্তরযোগ্য আমানত সার্টিফিকেট, পুনঃক্রয় চুক্তি ইত্যাদি।
- যে সকল প্রতিষ্ঠান কোনো কোম্পানির শেয়ার ইস্যু ও বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ইস্যু ম্যানেজার ও অবলেখকের ভূমিকা পালন করে, তাদেরকে মার্চেন্ট ব্যাংকার বলে।
- স্টক ব্রোকার -তারা কোনো ঝুঁকি নেয় না।
- স্টক ডিলার -তারা ঝুঁকি নেয়।
- যে সকল প্রতিষ্ঠান ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয়ভাবে সিকিউরিটিজ সংরক্ষণ করে এবং হস্তান্তর করে, তাদের ডিপোজিটারি বলে।
- স্টক এক্সচেঞ্জ নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা হলো বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন।
- মুদ্রাবাজারের নিয়ন্ত্রক বাংলাদেশ ব্যাংক।
- মূলধন বাজারের নিয়ন্ত্রক সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন।
- বন্ড হোল্ডারগণ কোম্পানির পাওনাদার।
- অগ্রাধিকার শেয়ার -এটি ঋণ ও ইকুইটির মিশ্রণ।
- বাণিজ্যিক পত্র হলো - স্বল্পমেয়াদি জামানতবিহীন অঙ্গীকারপত্র।
- ভবিষ্যতের কোনো নির্দিষ্ট তারিখে পরিশোধ করার অঙ্গীকার করে সরকার যে স্বল্পমেয়াদি অঙ্গীকারপত্র ইস্যু করে তাকে- ট্রেজারি বিল বলে।
- পুনঃক্রয় চুক্তি হলো শর্তসাপেক্ষে একটা স্বল্পমেয়াদি সিকিউরিটি বিক্রয়। শর্তটি এমন থাকে যাতে একটি নির্দিষ্ট সময় পর মূল বিক্রেতা পূর্বনির্ধারিত মূল্যে সিকিউরিটি ফেরত নিবে।
- কোনো বাণিজ্যিক ব্যাংক বা বিল ব্রোকার ও ডিলাররা স্বল্পমেয়াদি অর্থায়নের ঘাটতি-পূরণের জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান (ব্যাংক) থেকে যে হারে ঋণ নেয় তাকে 'কল মানি রেট' বলে।
- যে সকল কোম্পানি নিয়মিত বার্ষিক সাধারণ সভার আয়োজন করে এবং ১০% এর অধিক লভ্যাংশ ঘোষণা করে তাকে- 'A' Category কোম্পানি বলে।
- ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে OTC চালু আছে।
- ওটিসি মার্কেটে (OTC- Over the Counter exchange) বা Third market - অতালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা হয়।

Part 3 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. নিচের কোনটি মুদ্রাবাজারে বিক্রয় হয়?
Ⓐ ট্রেজারি বিল Ⓑ ট্রেজারি বন্ড
Ⓒ শেয়ার Ⓓ ডিবেঞ্চার **Ans A**

02. ঝুঁকিবিহীন সিকিউরিটি কোনটি?
Ⓐ ট্রেজারি বিল Ⓑ অগ্রাধিকার শেয়ার
Ⓒ ঋণপত্র Ⓓ বাণিজ্যিকপত্র **Ans A**

03. পুঁজি বাজারের উপাদানবহির্ভূত কোনটি?
Ⓐ ব্যবসায় ঋণ Ⓑ সাধারণ শেয়ার
Ⓒ অগ্রাধিকার শেয়ার Ⓓ ঋণপত্র **Ans A**

04. নিচের কোনটি মুদ্রা বাজারের হাতিয়ার?
Ⓐ বিনিময় বিল Ⓑ ট্রেজারি বন্ড
Ⓒ ডিবেঞ্চার Ⓓ অগ্রাধিকার শেয়ার **Ans A**

05. মূলধন বাজারের হাতিয়ার হচ্ছে-
Ⓐ বাণিজ্যিক কাগজ Ⓑ পুনঃক্রয় চুক্তি
Ⓒ ট্রেজারি বিল Ⓓ ট্রেজারি বন্ড **Ans D**

06. বাংলাদেশের মুদ্রা বাজার কোন প্রতিষ্ঠান দ্বারা সরাসরি নিয়ন্ত্রিত?
Ⓐ বাংলাদেশ ব্যাংক Ⓑ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
Ⓒ বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা Ⓓ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় **Ans A**

07. নিচের কোনটি মালিকানাস্বত্ব?
Ⓐ সাধারণ শেয়ার Ⓑ ট্রেজারি নোট
Ⓒ ঋণপত্র Ⓓ বিনিময় বিল **Ans A**

08. মুদ্রা বাজার নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব কোন প্রতিষ্ঠানের?
Ⓐ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন Ⓑ ঢাকা স্টক মার্কেট
Ⓒ চট্টগ্রাম স্টক মার্কেট Ⓓ বাংলাদেশ ব্যাংক **Ans D**

09. মূলধন বাজার থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে হলে কার অনুমোদন প্রয়োজন?
Ⓐ Bangladesh Securities and exchange commission
Ⓑ Investment corporation
Ⓒ Bangladesh bank Ⓓ DEC **Ans A**

10. BSEC কোন বাজার নিয়ন্ত্রণ করে?
Ⓐ মুদ্রা বাজার Ⓑ স্বর্ণ বাজার
Ⓒ মূলধন বাজার Ⓓ রূপা বাজার **Ans C**

11. সিকিউরিটি ইস্যু ও বিক্রির মোট খরচকে কী বলে?
Ⓐ প্রশাসনিক ব্যয় Ⓑ অবলেখন ব্যয়
Ⓒ আইনগত ব্যয় Ⓓ উত্তরণ ব্যয় **Ans D**

12. বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর কত সালে পুনরায় শেয়ারবাজারের কার্যক্রম শুরু হয়?
Ⓐ ১৯৭২ Ⓑ ১৯৭৪
Ⓒ ১৯৭৬ Ⓓ ১৯৮৩ **Ans C**

13. যে বাজারে শুধু বিনিয়োগকারীদের মধ্যে লেনদেন হয় তাকে কী বলে?
Ⓐ প্রাথমিক বাজার Ⓑ মাধ্যমিক বাজার
Ⓒ একচেটিয়া বাজার Ⓓ অর্থবাজার **Ans B**

14. শেয়ারের দাম বাড়লে বাজার সূচক-
Ⓐ কমে Ⓑ বাড়ে
Ⓒ স্থির থাকে Ⓓ শূন্য হয় **Ans B**

15. মুরাদ সাহেব পদ্মা ব্যাংক লিমিটেডের কিছু শেয়ার কিনলেন। এক বছর পর তিনি শেয়ারগুলো বিক্রি করে দিলেন। তিনি কোন বাজারে লেনদেন সম্পাদন করলেন।
Ⓐ মুদ্রাবাজার Ⓑ মাধ্যমিক বাজার
Ⓒ প্রাথমিক বাজার Ⓓ ঋণ বাজার **Ans B**

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

প্রথম পত্র
অধ্যায় ৩

অর্থের সময়মূল্য

Part 1 গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

অর্থের সময়মূল্য ও মূল্য নির্ধারক উপাদানসমূহ

❑ **অর্থের সময়মূল্য (Time value of Money) :**
সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে অর্থের মূল্যের যে পরিবর্তন (বেড়ে বা কমে যাওয়া) ঘটে তাকেই অর্থের সময়মূল্য বলে।

❑ **অর্থের সময়মূল্য সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ উক্তি (Important quatations about Time value of Money) :**
- সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অর্থের মূল্যের যে পরিবর্তন ঘটে, তাকেই - অর্থের সময়মূল্য বলে।
- বর্তমানে প্রাপ্ত অর্থ ভবিষ্যতে প্রাপ্য অর্থের চেয়ে অধিক মূল্যবান।
- Time value is based on the belief that a dollar today is worth more than a dollar that will be received at some future date ---- L.J. Gitman

❑ **অর্থের সময় পছন্দতত্ত্ব (Time Preferrence Theory) :**
বর্তমানে প্রাপ্ত নগদ অর্থ ভবিষ্যতে প্রাপ্ত একই পরিমাণ নগদ অর্থ থেকে বেশি পছন্দনীয় যা অর্থের সময় পছন্দতত্ত্ব নামে পরিচিত। অর্থাৎ আজকের এক টাকা ভবিষ্যতে এক টাকার থেকে বেশি মূল্যবান এবং পছন্দনীয়।

- **অর্থের সময় পছন্দের কারণসমূহ হলো :**

অনিশ্চয়তা (Uncertainty)	ভবিষ্যৎ সর্বদা অনিশ্চিত। আজকে যে অর্থ পাওয়া যাবে ভবিষ্যতে সে অর্থ নাও পাওয়া যেতে পারে। তাছাড়া ভবিষ্যতে একজন ব্যক্তি জীবিত থাকবে কিনা তাও নিশ্চিত করে বলা যায় না।
ভোগ অগ্রাধিকার (Consumption Preference)	মানুষ ভবিষ্যতের থেকে বর্তমান ভোগকে বেশি প্রাধান্য দেয়।
বিনিয়োগ সুযোগ (Investment Opportunity)	বর্তমান নগদ অর্থের মাধ্যমে বিভিন্ন বিনিয়োগ সুবিধা কাজে লাগানো যায়। যেমন: এখন ১০০০০ টাকা বিনিয়োগ করলে ১০ বছর পরে সুদে- মূলে বৃদ্ধি পাবে, যার মূল্য অবশ্যই ১০০০০ টাকা অপেক্ষা অধিক হবে।
মুদ্রাস্ফীতি (Inflation)	সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অর্থের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পেতে পারে। ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ায় ঝুঁকি এড়ানোর জন্য অধিকাংশ মানুষ বর্তমান নগদ অর্থ প্রাপ্তিকে বেশি গুরুত্ব দেয়।

❑ **অর্থের মূল্য নির্ধারক উপাদান (Determining Factors of Time value of Money) :**

১. সুদ বা বাট্টার হার (Interest or Discount Rate) : সুদের হারে অর্থ প্রবাহ বাট্টা করা হয়। PV নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বাট্টার হারের (r) সঙ্গে PV-এর বিপরীত সম্পর্ক বিদ্যমান এবং FV নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সুদের হারের (r) সঙ্গে FV-এর সমমুখী সম্পর্ক বিদ্যমান।

বাট্টার হার ↑	বর্তমান মূল্য ↓	ঋণাত্মক সম্পর্ক	সুদের হার ↑	ভবিষ্যৎ মূল্য ↑	ধনাত্মক সম্পর্ক
বাট্টার হার ↓	বর্তমান মূল্য ↑		সুদের হার ↓	ভবিষ্যৎ মূল্য ↓	

২. সময় বা মেয়াদ (Time and Maturity) : মেয়াদ বা সময়ের উপর ভিত্তি করে বাট্টা বা সুদের পরিমাণ নির্ধারিত হয়। সময়ের সঙ্গে অর্থের বর্তমান মূল্যের সম্পর্ক বিপরীত বা ঋণাত্মক।

সময় ↑	বর্তমান মূল্য ↓	ঋণাত্মক সম্পর্ক	সময় ↑	ভবিষ্যৎ মূল্য ↑	ধনাত্মক সম্পর্ক
সময় ↓	বর্তমান মূল্য ↑		সময় ↓	ভবিষ্যৎ মূল্য ↓	

৩. সুদের ধরন (Nature of interest) : সরল সুদ হলে অর্থের মূল্য এক রকম হবে আবার চক্রবৃদ্ধি সুদ হলে অর্থের মূল্য অন্য রকম হবে।

৪. মুদ্রাস্ফীতির হার (Inflation rate) : মুদ্রাস্ফীতির হার উঠানামার সঙ্গে সঙ্গে অর্থের ক্রয় ক্ষমতাও উঠানামা করে। সুদের হার নির্ধারণেও মুদ্রাস্ফীতির হার বিবেচনা করা হয়।

৫. ঝুঁকিপূর্ণ প্রতিদান হার (Risky rate of interest) : ঝুঁকিপূর্ণ প্রতিদান হার বিবেচনা করে বাট্টার হার বা সুদের হার নির্ধারণ করা হয়।

৬. চক্রবৃদ্ধির (m) সংখ্যা : চক্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে অর্থ প্রবাহের সংখ্যা বছরে এক বা একাধিক হতে পারে। চক্রবৃদ্ধির সংখ্যার সঙ্গে ভবিষ্যৎ মূল্যের সমমুখী সম্পর্ক আর বর্তমান মূল্যের বিপরীত সম্পর্ক। চক্রবৃদ্ধির সংখ্যা যত বেশি হবে প্রান্তীয় মূল্য বা ভবিষ্যৎ মূল্য তত বেশি হয়। পক্ষান্তরে চক্রবৃদ্ধির সংখ্যা যত বেশি বর্তমান মূল্য তত কম হবে।

চক্রবৃদ্ধির সংখ্যা ↑	বর্তমান মূল্য ↓	ঋণাত্মক সম্পর্ক	চক্রবৃদ্ধির সংখ্যা ↑	ভবিষ্যৎ মূল্য ↑	ধনাত্মক সম্পর্ক
চক্রবৃদ্ধির সংখ্যা ↓	বর্তমান মূল্য ↑		চক্রবৃদ্ধির সংখ্যা ↓	ভবিষ্যৎ মূল্য ↓	

বর্তমান মূল্য ও ভবিষ্যৎ মূল্য

❑ **অর্থের বর্তমান মূল্য (Present Value of Money) :**
বর্তমান মূল্য (Present Value - PV) বলতে বোঝায় ভবিষ্যতে প্রাপ্য অর্থের আজকের মূল্য (PV Represents the value of money at present day, that will be received at a future date). বর্তমান মূল্য সর্বদা ভবিষ্যৎ মূল্য থেকে কম হয়।

❑ **অর্থের ভবিষ্যৎ মূল্য (Future value of Money) :**
আজকের নির্ধারিত টাকা নির্দিষ্ট সুদের হারে কোথাও বিনিয়োগ করলে নির্দিষ্ট সময় পরে প্রদত্ত সুদের হারে তা বেড়ে যে পরিমাণ হবে তাকেই- ভবিষ্যৎ মূল্য বলে (Future value refers to the money value at some future time of present amount of money or series of payment). ভবিষ্যৎ মূল্য ধারণাটি প্রান্তিক মূল্য (Terminal value) নামেও পরিচিত। ভবিষ্যৎ মূল্য বর্তমান মূল্য অপেক্ষা - বেশি হবে।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS
CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

❑ **বর্তমান মূল্য ও ভবিষ্যৎ মূল্যের মধ্যে পার্থক্য (Present Value VS Future value) :**

পার্থক্যের বিষয়	বর্তমান মূল্য	ভবিষ্যৎ মূল্য
১. সংজ্ঞা	ভবিষ্যতে প্রাপ্য টাকার আজকের মূল্যকে বর্তমান মূল্য বলে।	আজকের নির্ধারিত টাকা ভবিষ্যৎ চক্রবৃদ্ধির সুদে যে পরিমাণ হবে তাকে ভবিষ্যৎ মূল্য বলে।
২. পদ্ধতির নাম	বর্তমান মূল্য নির্ণয় করার কৌশলকে বাট্টাকরণ বলে।	ভবিষ্যৎ মূল্য নির্ধারণ করার কৌশলকে চক্রবৃদ্ধিকরণ বলে।
৩. প্রভাব	ভবিষ্যৎ মূল্যের ওপর বাট্টা করে বর্তমান মূল্য নির্ধারণ করা হয় বলে বর্তমান মূল্য, ভবিষ্যৎ মূল্য অপেক্ষা কম হয়।	বর্তমান মূল্যের সাথে সুদ যোগ করে ভবিষ্যৎ মূল্য বের করতে হয় বলে ভবিষ্যৎ মূল্য, বর্তমান মূল্য অপেক্ষা বেশি হয়।

❑ **বাট্টাকরণ (Discounting) :**
ভবিষ্যৎ মূল্য থেকে বর্তমান মূল্য নির্ণয় করার পদ্ধতিকে- বাট্টাকরণ (Discounting) বলে।
বর্তমান মূল্য নির্ণয় করতে ব্যবহৃত হয়- বাট্টাকরণ পদ্ধতি।

❑ **চক্রবৃদ্ধিকরণ (Compounding) :**
অর্থের বর্তমান মূল্য থেকে ভবিষ্যৎ মূল্য নির্ধারণ করার পদ্ধতিকে- চক্রবৃদ্ধিকরণ (Compounding) বলে।
অর্থের ভবিষ্যৎ মূল্য নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত হয়- Compounding পদ্ধতি।

বার্ষিক বৃত্তি

❑ **বার্ষিক বৃত্তি (Annuity):**
বার্ষিক বৃত্তি বলতে ভবিষ্যতে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে সমপরিমাণ অর্থের আন্তঃপ্রবাহ (Cash inflow) ও বহিঃপ্রবাহকে (Cash Outflow) বুঝানো হয়। বার্ষিক বৃত্তির উদাহরণ : DPS account, NGO loan. বার্ষিক বৃত্তির বৈশিষ্ট্য:
▪ সমপরিমাণ অর্থের নগদ প্রবাহ। ▪ সমান সময়ের ব্যবধান। ▪ ক্রমাগত প্রাপ্তি/প্রদান।

❑ **বার্ষিক বৃত্তির প্রকারভেদ (Types of Annuity) :**

১. সাধারণ বার্ষিক বৃত্তি (Ordinary Annuity) :
যে বার্ষিক বৃত্তির টাকা প্রতিটি সময় কালের শেষে প্রদান বা গ্রহণ করা হয় তাকে - সাধারণ বার্ষিক বৃত্তি (Ordinary Annuity) বলে। বন্ধক বা ঋণ সাধারণ বার্ষিক বৃত্তির উদাহরণ।

২. অগ্রিম/ প্রদেয় বার্ষিক বৃত্তি (Annuity Due) :
যে বার্ষিক বৃত্তির টাকা প্রতিটি সময় কালের শুরুতে প্রদান বা গ্রহণ করা হয় তাকে- অগ্রিম বার্ষিক বৃত্তি (Annuity Due) বলে। ভাড়া বা ইজারা অগ্রিম বার্ষিক বৃত্তির উদাহরণ।

৩. বিলম্বিত বার্ষিক বৃত্তি (Deferred Annuity) :
যে বার্ষিক বৃত্তির অর্থ নির্দিষ্ট সময় অন্তর গ্রহণ না করে বিলম্বিতভাবে গ্রহণ করা হয় তাকে- বিলম্বিত বার্ষিক বৃত্তি (Deferred Annuity) বলে। যে বার্ষিক বৃত্তি এখন বা এক বছর পর শুরু না হয়ে বিলম্বে শুরু হয় এবং ভবিষ্যতের একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চলতে থাকে তাই বিলম্বিত বার্ষিক বৃত্তি।

৪. চিরস্থায়ী বার্ষিক বৃত্তি (Perpetuity) :
যে বার্ষিক বৃত্তি অনন্তকাল ধরে চলতে থাকে সে বার্ষিকবৃত্তিকে- চিরস্থায়ী বার্ষিক বৃত্তি বলে। (Perpetuity is an annuity with an infinite life.) চিরস্থায়ী বার্ষিক বৃত্তির মেয়াদ অসীম।

❑ **ঋণ পরিশোধকরণ (Loan Amortization) :**
▪ গৃহীত ঋণ সমান কিস্তিতে পরিশোধ করাকে ঋণ পরিশোধকরণ (Loan Amortization) বলে।
▪ যে তালিকায় প্রতি কিস্তির টাকার পরিমাণ, কিস্তির সংখ্যা, সময়কাল, ঋণের পরিমাণ এবং সুদের পরিমাণ ইত্যাদি পৃথক পৃথকভাবে উপস্থাপন করা হয় তাকে- ঋণ পরিশোধ তালিকা (Loan Amortization Schedule) বলে।

সুদ

❑ **সুদ (Interest) :**
কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা ধার নিলে তার জন্য যে নির্দিষ্ট পরিমাণ চার্জ প্রদান করতে হয় তাকে 'সুদ' (Interest) বলে। এ সুদের পরিমাণ শতকরা হারে প্রকাশিত হলে তাকে 'সুদের হার' (Interest Rate) বলে। সুদ প্রধানত দু প্রকার। যথা : ১. সরল সুদ ও ২. চক্রবৃদ্ধি সুদ।

১. সরল সুদ (Simple Interest) : যদি একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর শুধু মৌলিক বা মূল টাকার ওপর সুদ প্রদান করা হয়, তবে তাকে সরল সুদ বলা হয়। আসলের পরিবর্তন হয় না। সুদের পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকে।

২. চক্রবৃদ্ধি সুদ (Compound Interest) : যদি একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর শুধু মৌলিক বা মূল টাকার ওপর সুদ প্রদান না করে সুদের ওপরও সুদ প্রদান করা হয় তবে তাকে- চক্রবৃদ্ধি সুদ বলা হয়।

▪ **অর্থায়নে তিন ধরনের সুদের হার ব্যবহৃত হয়। যা নিম্নরূপ :**

১. নামিক সুদের হার (Nominal Interest Rate) : ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতা কর্তৃক ধার্যকৃত সুদের হারকে নামিক সুদের হার বলে।

২. মেয়াদি সুদের হার (Term Interest Rate) : এক বছরের কম সময়ের জন্য ধার্যকৃত সুদের হারকে মেয়াদি সুদের হার বলে। মেয়াদি সুদের হার এক বছরের কম সময়ের জন্য যেমন- দৈনিক, মাসিক, ত্রৈ-মাসিক ইত্যাদি সময়ের জন্য হতে পারে।

৩. কার্যকরী সুদের হার (Effective Interest Rate- EIR) : কার্যকরী বার্ষিক সুদের হার হলো যে হারে প্রকৃতপক্ষে সুদ পরিশোধ করা হয় বা পাওয়া যায়। কার্যকরী সুদের হার নামিক সুদের হারের চেয়ে বেশি হয়। বছরে যত বেশি বার সুদ গণনা করা হবে, কার্যকরী সুদের হারও তত বেশি হবে। $EIR = \left(1 + \frac{i}{m}\right)^m - 1$

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

Part 2 At a glance [Most Important Information]

- সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অর্থের মূল্যের যে পরিবর্তন ঘটে, তাকেই - অর্থের সময়মূল্য বলে।
- মানুষ ভবিষ্যতের থেকে বর্তমান ভোগকে বেশি প্রাধান্য দেয়।
- সময় কম হলে → বর্তমান মূল্য বেশি হবে→ঋণাত্মক সম্পর্ক
- সময় কম হলে → ভবিষ্যৎ মূল্য কম হবে → ধনাত্মক সম্পর্ক
- মুদ্রাস্ফীতির ... উঠানামার সঙ্গে সঙ্গে অর্থের ক্রয় ক্ষমতাও উঠানামা করে। সুদের হার নির্ধারণেও মুদ্রাস্ফীতির হার বিবেচনা করা হয়।
- চক্রবৃদ্ধির সংখ্যার সঙ্গে ভবিষ্যৎ মূল্যের সমমুখী সম্পর্ক আর বর্তমান মূল্যের বিপরীত সম্পর্ক।
- চক্রবৃদ্ধির সংখ্যা যত বেশি হবে প্রান্তীয় মূল্য বা ভবিষ্যৎ মূল্য তত বেশি হয়। পক্ষান্তরে চক্রবৃদ্ধির সংখ্যা যত বেশি বর্তমান মূল্য তত কম হবে।
- বর্তমান মূল্য সর্বদা ভবিষ্যৎ মূল্য থেকে কম হয়।
- ভবিষ্যৎ মূল্য বর্তমান মূল্য অপেক্ষা - বেশি হবে।
- বর্তমান মূল্য নির্ণয় করতে ব্যবহৃত হয়- বাট্টাকরণ / Discounting পদ্ধতি।
- অর্থের ভবিষ্যৎ মূল্য নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত হয়- চক্রবৃদ্ধিকরণ/ Compounding পদ্ধতি।
- বার্ষিক বৃত্তি বলতে ভবিষ্যতে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে সমপরিমাণ অর্থের অন্তঃপ্রবাহ (Cash Inflow) ও বহিঃপ্রবাহকে (Cash outflow) বুঝানো হয়।
- যে বার্ষিক বৃত্তির টাকা প্রতিটি সময় কালের শেষে প্রদান বা গ্রহণ করা হয় তাকে - সাধারণ বার্ষিক বৃত্তি (Ordinary Annuity) বলে।
- যে বার্ষিক বৃত্তির টাকা প্রতিটি সময় কালের শুরুতে প্রদান বা গ্রহণ করা হয় তাকে- অগ্রিম বার্ষিক বৃত্তি (Annuity Due) বলে।
- যে বার্ষিক বৃত্তি অনন্তকাল ধরে চলতে থাকে সে বার্ষিকবৃত্তিকে- চিরস্থায়ী বার্ষিক বৃত্তি বলে।
- যে তালিকায় প্রতি কিস্তির টাকার পরিমাণ, কিস্তির সংখ্যা, সময়কাল, ঋণের পরিমাণ এবং সুদের পরিমাণ ইত্যাদি পৃথক পৃথকভাবে উপস্থাপন করা হয় তাকে- ঋণ পরিশোধ তালিকা (Loan Amortization Schedule) বলে।
- কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা ধার নিলে তার জন্য যে নির্দিষ্ট পরিমাণ চার্জ প্রদান করতে হয়, তাকে 'সুদ' (Interest) বলে।
- যদি একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর শুধু মৌলিক বা মূল টাকার ওপর সুদ প্রদান করা হয় তবে তাকে সরল সুদ বলা হয়।
- যদি একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর শুধু মৌলিক বা মূল টাকার ওপর সুদ প্রদান না করে সুদের ওপরও সুদ প্রদান করা হয় তবে তাকে- চক্রবৃদ্ধি সুদ বলা হয়।
- ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতা কর্তৃক ধার্যকৃত সুদের হারকে নামিক সুদের হার বলে।
- এক বছরের কম সময়ের জন্য ধার্যকৃত সুদের হারকে মেয়াদি সুদের হার বলে।
- কার্যকরী বার্ষিক সুদের হার হলো যে হারে প্রকৃতপক্ষে সুদ পরিশোধ করা হয় বা পাওয়া যায়।
- বার্ষিক চক্রবৃদ্ধিকরণের ক্ষেত্রে বিধি-৭২ ব্যবহৃত হয়।
- অর্ধবার্ষিক/ অবিরত চক্রবৃদ্ধিকরণের ক্ষেত্রে বিধি-৬৯ ব্যবহৃত হয়।

Part 3 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. ভবিষ্যতে প্রাপ্ত টাকার এখনকার মূল্যকে কী বলা হয়?
Ⓐ বর্তমান মূল্য Ⓑ ভবিষ্যৎ মূল্য Ⓒ বার্ষিকী Ⓓ চিরস্থায়ী **Ans A**

02. সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে অর্থের মূল্যের পরিবর্তনকে কী বলে?
Ⓐ অর্থের ভবিষ্যৎ মূল্য Ⓑ অর্থের বর্তমান মূল্য Ⓒ অর্থের সময়মূল্য Ⓓ অর্থের অতীত মূল্য **Ans C**

03. অতীত ব্যয়কে কী বলা হয়?
Ⓐ সুনির্দিষ্ট ব্যয় Ⓑ ব্যক্ত ব্যয় Ⓒ অব্যক্ত ব্যয় Ⓓ ঐতিহাসিক ব্যয় **Ans D**

04. "আজকের এক ডলার ভবিষ্যতের এক ডলারের থেকে অধিক মূল্যবান" এ ধারণাকে বলা হয়–
Ⓐ সুযোগ ব্যয় Ⓑ মূলধনের ব্যয় Ⓒ অর্থের সময়মূল্য Ⓓ মুনাফা **Ans C**

05. অর্থের সময় মূল্যের কারণ কী?
Ⓐ সুদের হার Ⓑ আর্থিক নীতি Ⓒ তারল্য Ⓓ মুদ্রাসংক্রান্ত নীতি **Ans A**

06. যখন সময় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অর্থের মূল্যে পরিবর্তন ঘটে তাকে বলে–
Ⓐ Future Value Ⓑ Compounding Ⓒ Time Value of Money Ⓓ Changing Value **Ans C**

07. আজকের ১০০০ টাকার মূল্য ১ বছর পরে ১০০০ টাকা হবে না তার কারণ হলো–
Ⓐ Trade Balance Ⓑ Bank Interest Ⓒ NPV Ⓓ Time Value of Money **Ans D**

08. সকল অর্থায়ন সিদ্ধান্তগুলোর মূল হচ্ছে–
Ⓐ Interest Rate Ⓑ Time Value of Money Ⓒ Cost of Capital Ⓓ Capital Budgeting **Ans B**

09. ব্যবসায়ের সুযোগ ব্যয় নির্ণয়ে কোনটি ব্যবহৃত হয়?
Ⓐ Risk and Return Ⓑ Cost of Capital Ⓒ Equation of Time Value of Money Ⓓ Capital Budgeting **Ans C**

10. প্রকল্প মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ কোনটি?
Ⓐ Opportunity Cost Ⓑ Capital Budgeting Ⓒ Time Value of Money Ⓓ Cost of Funds **Ans C**

11. অর্থের ভবিষ্যৎ মূল্য নির্ণয় করার প্রক্রিয়াকে কী বলে?
Ⓐ বাট্টাকরণ Ⓑ চক্রবৃদ্ধিকরণ Ⓒ বর্তমান মূল্য Ⓓ আর্থিক বৃত্তি **Ans B**

12. বর্তমান মূল্য নির্ণয় করার প্রক্রিয়াকে কী বলে?
Ⓐ চক্রবৃদ্ধি Ⓑ মুদ্রাস্ফীতি Ⓒ বার্ষিক বৃত্তি Ⓓ বাট্টাকরণ **Ans D**

13. ত্রৈমাসিক চক্রবৃদ্ধি গণনার ক্ষেত্রে চক্রবৃদ্ধির সংখ্যা কত?
Ⓐ ১ Ⓑ ২ Ⓒ ৪ Ⓓ ৬ **Ans C**

14. দ্বি-মাসিক চক্রবৃদ্ধিকরণের ক্ষেত্রে 'm' - এর মান কত?
Ⓐ ২ Ⓑ ৬ Ⓒ ১২ Ⓓ ৫২ **Ans B**

15. ভবিষ্যৎ মূল্য নির্ণয় করার পদ্ধতিকে কী বলে?
Ⓐ চক্রবৃদ্ধিকরণ Ⓑ বাট্টাকরণ Ⓒ চক্রবৃদ্ধি সুদ Ⓓ ভবিষ্যৎ মূল্য **Ans A**

16. চক্রবৃদ্ধি ও বাট্টাকরণের মধ্যে সম্পর্ক হচ্ছে-
Ⓐ বিপরীতমুখী Ⓑ সমমুখী Ⓒ সমানুপাতিক Ⓓ নিরপেক্ষ **Ans A**

17. যে কোনো নগদ প্রবাহের বর্তমান মূল্য নির্ণয় করতে কোনটির প্রয়োজন হয়?
Ⓐ নিট মুনাফা Ⓑ বাট্টার হার Ⓒ নিট বর্তমান মূল্য Ⓓ সার্বিক ব্যয় **Ans B**

18. চক্রবৃদ্ধিকরণের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে নিচের কোনটি বৃদ্ধি পায়?
Ⓐ Present value Ⓑ Annuity Ⓒ Future value Ⓓ Increasing profit **Ans C**

19. ভবিষ্যতে প্রাপ্য অর্থের আজকের মূল্যকে বলে–
Ⓐ বর্তমান মূল্য Ⓑ বার্ষিকবৃত্তি Ⓒ ভবিষ্যৎ মূল্য Ⓓ ক্রমবর্ধমান মুনাফা **Ans A**

CamScanner

প্রথম পত্র অধ্যায় ৪

আর্থিক বিশ্লেষণ

Part 1

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

আর্থিক বিশ্লেষণ ও এর মৌলিক ধারণা

আর্থিক বিশ্লেষণ (Financial Analysis) :

প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিশ্লেষণ বলতে একটি আর্থিক বছরে প্রতিষ্ঠানটি যে সকল আর্থিক কর্মকান্ড সম্পাদন করে তার বিশ্লেষণকেই বুঝায়। প্রকৃতপক্ষে আর্থিক বিশ্লেষণ আর্থিক বিবরণীর সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং প্রতিষ্ঠানের সকল আর্থিক বিবরণীর তথ্য ব্যবহারকারীদের নিকট উপযুক্ত করে তোলার জন্য আর্থিক বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে।

আর্থিক বিবরণী (Financial Statement) :

নির্দিষ্ট হিসাব সময়ের পরে ব্যবসায়ের আর্থিক ফলাফল, মালিকানাস্বত্বের অবস্থা, নগদ প্রবাহের আগমন-নির্গমন সংক্রান্ত আর্থিক অবস্থা ও দায়-সম্পদের যথাযথ বিবরণীকে আর্থিক বিবরণী বলা হয়। আর্থিক বিবরণী তৈরি করা হয়-Generally Accepted Accounting Principle (GAAP) অনুসারে। প্রতিটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিকে-চারটি প্রধান আর্থিক বিবরণী তৈরি করতে হয়। যথা :

১. **আয় বিবরণী (Income Statement) :** নির্দিষ্ট হিসাবকালে একটি ব্যবসায়ের কার্যাবলির ফলে মুনাফা বা ক্ষতি যে বিবরণীর সাহায্যে জানা যায় তাকে বলা হয়- আয় বিবরণী। সংক্ষেপে নির্দিষ্ট হিসাবকালের মোট আয় হতে মোট ব্যয় বাদ দিলে যা ব্যালেন্স থাকে তাকে সংশ্লিষ্ট হিসাবকালের নিট লাভ বলা হয়। ঋণাত্মক নিট আয়কে বলে - নিট ক্ষতি।

২. **মালিকানা স্বত্ব বিবরণী (Statement of Owner's Equity) :** ব্যবসায়ের সম্পদের উপর মালিকের দাবি কত, তা যে বিবরণী থেকে পাওয়া যায় তাকে মালিকানা স্বত্ব বিবরণী বলে। প্রারম্ভিক মূলধনের সাথে চলতি বছরে নিট লাভ যোগ করে (নিট ক্ষতি থাকলে বাদ দিয়ে) উদ্বৃত্ত থেকে উত্তোলন বাদ দিয়ে সমাপনী মালিকানা স্বত্ব নির্ণয় করা হয়। সংরক্ষিত আয় (Retained Earnings) হলো- লভ্যাংশের যে অংশ শেয়ারহোল্ডারদের বণ্টন করা হয়নি।

৩. **আর্থিক অবস্থার বিবরণী বা উদ্বৃত্তপত্র (Statement of Financial Position or Balance Sheet) :** ব্যবসায়ের সকল সম্পদ, দায় ও মূলধন নিয়ে তৈরি হয়- আর্থিক অবস্থার বিবরণী।

৪. **নগদ প্রবাহ বিবরণী (Statement of Cash Flow) :** একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নগদ আন্তঃপ্রবাহ ও বহিঃপ্রবাহ দেখানো হয়- নগদ প্রবাহ বিবরণীতে। এই বিবরণীর মাধ্যমে ফার্মের পরিচালন, বিনিয়োগ এবং অর্থায়ন কার্যাবলি হতে নগদ প্রবাহ সম্পর্কে জানা যায়।

আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণের পদ্ধতিসমূহ (Method of Financial Analysis) :

১. **অভ্যন্তরীণ বিশ্লেষণ (Internal Analysis) :** প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব প্রয়োজনে যখন প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ব্যবস্থাপক আর্থিক বিবরণীসমূহের বিশ্লেষণ করেন, তখন তাকে অভ্যন্তরীণ বিশ্লেষণ বলে। আর্থিক বিশ্লেষণ বলতে মূলত অভ্যন্তরীণ বিশ্লেষণকেই বুঝায়।

২. **বাহ্যিক বিশ্লেষণ (External Analysis) :** যে সমস্ত ব্যক্তিবর্গ বা প্রতিষ্ঠান কোনো ফার্মের অভ্যন্তরীণ কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত না থেকেও উক্ত প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণ করেন, তাকে বাহ্যিক বিশ্লেষণ বলে। যে সমস্ত পক্ষ বাহ্যিক বিশ্লেষণ করতে পারে তা হলো : ▪ পাওনাদার ▪ বিনিয়োগকারী ▪ ব্যাংক ▪ বিমা কোম্পানি ▪ গবেষকগণ প্রভৃতি।

৩. **সমান্তরাল/আনুভূমিক বিশ্লেষণ (Horizontal Analysis):** কোম্পানির বিভিন্ন বছরের তথ্যসমূহ পাশাপাশি রেখে যে বিশ্লেষণ করা হয়, তাকেই সমান্তরাল বিশ্লেষণ বলে। আনুভূমিক বিশ্লেষণ হল সময়ভিত্তিক।

৪. **উলম্ব বিশ্লেষণ (Vertical Analysis) :** অন্যান্য আর্থিক বছর বিবেচনায় না এনে শুধু নির্দিষ্ট আর্থিক বছরের উপাত্তসমূহের মধ্যে শতকরা প্রকাশই হল উলম্ব বিশ্লেষণ। Base Amount এর সঙ্গে তুলনা করা হয়- উলম্ব বিশ্লেষণে।

আর্থিক বিশ্লেষণের প্রধান কৌশলসমূহ

আর্থিক বিশ্লেষণের প্রধান কৌশলসমূহ (Main Techniques of Financial Analysis) :

১. **তুলনামূলক আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণ (Comparative Financial Statement Analysis) :**
সাধারণত তুলনামূলক আর্থিক বিবরণীর বিশ্লেষণ হচ্ছে এমন একটি কৌশল যার সাহায্যে কোনো ফার্মের একটি নির্দিষ্ট বছরের সাথে বিগত বছরের আর্থিক বিবরণীর তুলনা করা হয় এবং বিভিন্ন হিসাবের পরিবর্তন চিহ্নিত করা হয়। এক্ষেত্রে পরিবর্তন চিহ্নিত করার পর ঐ পরিবর্তনের কারণ খুঁজে বের করা হয় এবং প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের দুটি গুরুত্বপূর্ণ তুলনামূলক বিবরণী হলো :

ক) তুলনামূলক আয় বিবরণী (Comparative Income Statement) এবং
খ) তুলনামূলক উদ্বৃত্তপত্র (Comparative Balance Sheet)।

২. **সমআকার আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণ (Common Size Financial Statement Analysis) :**
সমআকার আর্থিক বিবরণী হচ্ছে আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণের এমন একটি কৌশল যার মাধ্যমে আর্থিক বিবরণীর প্রত্যেকটি আইটেমকে টাকার অঙ্ক থেকে শতকরায় (Percentages) প্রকাশ করা হয়। যেমন, সমআকার আয় বিবরণীর (Income Statement) ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি ব্যয়ের (Expense) আইটেমকে নিট বিক্রয়ের শতকরা কত ভাগ তা দেখানো হয়। এক্ষেত্রে নিট বিক্রয়কে শতকরা ১০০ ভাগ ধরা হয়। সমজাতীয় দুটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তুলনা করতে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। কারণ একই শিল্পের দুটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে টাকার অঙ্কে তুলনা করা যায় না। সমআকার আর্থিক বিবরণী সাধারণত আয় বিবরণী এবং উদ্বৃত্তপত্রের ক্ষেত্রে তৈরি করা হয়।

CamScanner

৩. অনুপাত বিশ্লেষণ (Ratio Analysis) :

অনুপাতের সাহায্যে আর্থিক বিবরণীর পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ তথা প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত আর্থিক সাফল্যের মাত্রা নিরূপণ করার প্রক্রিয়াই হচ্ছে অনুপাত বিশ্লেষণ। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের আয় বিবরণী (Income Statement), আর্থিক অবস্থার বিবরণী (Statement of Financial Position), সংরক্ষিত আয় বিবরণী (Statement of Retained Earnings), নগদ প্রবাহ বিবরণী (Cash Flow Statement)-এ সকল আর্থিক বিবরণীর অন্তর্ভুক্ত একটি আইটেমের সাথে অপর কোনো আইটেম বা উপাদানের অনুপাত নির্ণয় প্রক্রিয়াকে - অনুপাত বিশ্লেষণ বলে।

৪. নগদ প্রবাহ বিশ্লেষণ (Cash flow Analysis) :

নগদ প্রবাহ বিশ্লেষণ বলতে নগদ প্রবাহ বিবরণী বিভিন্ন খাতের নগদ আন্তঃপ্রবাহ ও বহিঃপ্রবাহের তুলনা এবং নগদ বিবরণীর সাথে অন্যান্য আর্থিক বিবরণীর (যেমন আয় বিবরণী ও উদ্বৃত্তপত্র) মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় এবং মূল্যায়নকে বুঝায়। নগদ প্রবাহ বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি কোম্পানির নগদ প্রবাহ সৃষ্টি করার ক্ষমতা, ঋণ পরিশোধ করার সক্ষমতা, মুনাফা অর্জন করার ক্ষমতা ইত্যাদি সম্পর্কে জানা যায়।

▪ **নগদ প্রবাহের শ্রেণিবিভাগ:**

নগদ প্রবাহ বিবরণীতে নগদ প্রাপ্তি ও প্রদানসমূহকে তিনটি অংশে বিভক্ত করা হয়। যা নিম্নরূপ :

১. পরিচালন কার্যক্রম থেকে নগদ প্রবাহ (Cash flow from Operating Activities) :

নিট লাভ বা লোকসান নির্ণয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লেনদেন ও ঘটনাকে পরিচালনা কার্যক্রম বলে।

২. বিনিয়োগ কার্যক্রম থেকে নগদ প্রবাহ (Cash Flow from Investing Activities) :

দীর্ঘমেয়াদি সম্পত্তির ক্রয়-বিক্রয় কার্যক্রমকে বিনিয়োগ কার্যক্রম বলে।

৩. অর্থায়ন কার্যক্রম থেকে নগদ প্রবাহ (Cash Flow from Financing Activities) :

অর্থায়ন কার্যক্রম বলতে ইক্যুইটি মূলধন ও ঋণের পরিমাণ ইত্যাদি উপাদানের পরিবর্তনের ফলে যে নগদ প্রবাহ ঘটে তা বুঝায়।

অর্থায়ন কার্যক্রম হতে নগদ প্রবাহ (আন্তঃপ্রবাহ ও বহিঃপ্রবাহ) :

▪ **গুরুত্বপূর্ণ অনগদ কার্যক্রম:**

- স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য শেয়ার ইস্যু (Issuance of Common stock to purchase assets).
- বন্ড বা ঋণপত্রকে সাধারণ শেয়ারে রূপান্তর (Conversion of bond into common stock).
- স্থায়ী সম্পদ ক্রয়ের জন্য বন্ড ইস্যু (Issuance of debt to purchase assets).
- পুরানো স্থায়ী সম্পত্তির বিনিময়ে নতুন স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয় (Exchange of plant assets).
- অগ্রাধিকার শেয়ারকে সাধারণ শেয়ারে রূপান্তর (Conversion of preferred to common stock).
- অনগদ সম্পদের বিনিময় (Exchange of non-cash assets).
- ঋণ পরিশোধের জন্য শেয়ার ইস্যু (Issuance of stock to retire a debt).

▪ **ফ্রি নগদ প্রবাহ**

পরিচালন কার্যক্রম থেকে নগদ প্রবাহ দিয়ে, মূলধন জাতীয় ব্যয় মিটানোর পরে, যে অতিরিক্ত অর্থ থাকে, তাকে ফ্রি নগদ প্রবাহ বলা হয়। অর্থাৎ, ব্যবসায়ের সকল পরিচালন খরচাবলি মেটানোর পর এবং স্থায়ী ও চলতি মূলধনে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ করার পর, ব্যবসায়ের ঋণদাতা ও শেয়ারহোল্ডারদের জন্য যা অবশিষ্ট থাকে তাকেই বলা হয় ফার্মের নিকট ফ্রি নগদ প্রবাহ।

৫. সমচ্ছেদ বিশ্লেষণ (Break Even Analysis) :

আর্থিক বিশ্লেষণের অন্যতম একটি পন্থা হলো ব্রেক-ইভেন বিশ্লেষণ। ব্রেক-ইভেন বিন্দু হলো লাভ নয়, ক্ষতিও নয় এমন একটি বিন্দু। যে পরিমাণ উৎপাদন ও বিক্রয়ের শুধু ব্যয়ের সমপরিমাণ অর্থই উঠে আসে তাকে ব্রেক-ইভেন বা সমচ্ছেদ বিন্দু বলে।

▪ সমচ্ছেদ বিন্দুর উপাদান- ৩টি। যথা : ১. বিক্রয় (Sales). ২. স্থায়ী ব্যয় (Fixed Cost). ৩. পরিবর্তনশীল ব্যয় (Variable cost)

▪ **ব্রেক - ইভেন চলকের মান বৃদ্ধি ও পরিচালন ব্রেক - ইভেন বিন্দুর সংবেদনশীলতা :**

চলক	পরিচালন ব্রেক - ইভেন বিন্দু
স্থির পরিচালন ব্যয় (FC) বৃদ্ধি হলে	বৃদ্ধি পাবে
একক প্রতি বিক্রয়মূল্য (P) বৃদ্ধি হলে	হ্রাস পাবে
প্রতি একক পরিবর্তনশীল ব্যয় (VC) বৃদ্ধি হলে	বৃদ্ধি পাবে

▪ **BEP বা সমচ্ছেদ বিন্দুর সাথে বিভিন্ন উপাদানের সম্পর্ক :**

সম্পর্কের প্রভাব	সম্পর্কের ধরন
যদি Fixed Cost বা স্থায়ী খরচ কমে যায় তাহলে Break Even Point (BEP) কমে যায়। অপরদিকে, যদি Fixed Cost বা স্থায়ী খরচ বেড়ে যায় তাহলে Break Even Point (BEP) বেড়ে যায়।	ধনাত্মক সম্পর্ক (Positive)
যদি Variable Cost (VC) বা পরিবর্তনশীল খরচ কমে যায় তাহলে BEP কমে যায়। অপরদিকে, যদি Variable Cost (VC) বা পরিবর্তনশীল খরচ বেড়ে যায় তাহলে BEP বেড়ে যায়।	ধনাত্মক সম্পর্ক (Positive)
যদি Floatation Cost (FC) বা উত্তরণ খরচ কমে যায় তাহলে BEP কমে যায়। অপরদিকে, যদি Floatation Cost (FC) বা উত্তরণ খরচ বেড়ে যায় তাহলে BEP বেড়ে যায়।	ধণাত্মক সম্পর্ক (Positive)
যদি Sales বা বিক্রয় কমে যায় তাহলে BEP বেড়ে যায়। অপরদিকে, যদি Sales বা বিক্রয় বেড়ে যায় তাহলে BEP কমে যায়।	ঋণাত্মক সম্পর্ক (Negative)
যদি Contribution Margin (CM) বা অবদান প্রান্ত কমে যায় তাহলে BEP বেড়ে যায়-অপরদিকে, যদি Contribution Margin (CM) বা অবদান প্রান্ত বেড়ে যায় তাহলে BEP কমে যায়।	ঋণাত্মক সম্পর্ক (Negative)

CamScanner

সমচ্ছেদ বিন্দু বিশ্লেষণের অনুমিত শর্তাবলি :

- স্থায়ী ব্যয় সর্বদা স্থায়ী হিসাবে বিবেচিত হবে।
- একক প্রতি বিক্রয়মূল্য অপরিবর্তিত থাকবে।
- মোট ব্যয়কে দুটি ভাগে ভাগ করা হয় - ক. স্থায়ী ব্যয় (Fixed Cost) এবং খ. পরিবর্তনশীল ব্যয় (Variable Cost).। আধা পরিবর্তনশীল ব্যয় (Semi-Variable Cost), আধা স্থায়ী ব্যয় (Semi-Fixed Cost) অথবা মিশ্র ব্যয় (Mixed Cost) নামে কোনো ব্যয় থাকবে না।
- উৎপাদন ও বিক্রয় পদ্ধতি অপরিবর্তিত থাকবে।
- সাধারণ মূল্য স্তরের কোনো পরিবর্তন হবে না।
- শ্রমিকদের দক্ষতা অপরিবর্তিত থাকবে।
- কোনো নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে না।
- পণ্যের মিশ্রণ অপরিবর্তিত থাকবে।

সমচ্ছেদ বিন্দু নির্ণয়ের সময় উপরোক্ত অনুমিত শর্তাবলি মেনে চলতে হয়। সমচ্ছেদ বিন্দুর মাধ্যমে প্রত্যাশিত মুনাফা নির্ণয় করা যায়।

Part 2 — At a glance [Most Important Information]

- প্রতিষ্ঠানের সকল আর্থিক বিবরণীর তথ্য ব্যবহারকারীদের নিকট উপযুক্ত করে তোলার জন্য আর্থিক বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে।
- ব্যবসায়ের সকল সম্পদ, দায় ও মালিকানা স্বত্ব (সমাপনী) নিয়ে তৈরি হয়- আর্থিক অবস্থার বিবরণী।
- ঋণাত্মক নিট আয়কে বলে - নিট ক্ষতি।
- সংরক্ষিত আয় Equity এর অংশ।
- একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের নগদ আন্তঃপ্রবাহ ও বহিঃপ্রবাহ দেখানো হয়- নগদ প্রবাহ বিবরণীতে।
- আর্থিক বিশ্লেষণ বলতে মূলত অভ্যন্তরীণ বিশ্লেষণকেই বুঝায়।
- যে সমস্ত পক্ষ বাহ্যিক বিশ্লেষণ করতে পারে- ■ পাওনাদার ■ বিনিয়োগকারী ■ ব্যাংক ■ বিমা কোম্পানি ■ গবেষকগণ প্রভৃতি।
- আনুভূমিক বিশ্লেষণ হলো সময়ভিত্তিক।
- Base Amount এর সঙ্গে তুলনা করা হয়- উলম্ব বিশ্লেষণে।
- দীর্ঘমেয়াদি সম্পত্তির ক্রয়-বিক্রয় কার্যক্রমকে বিনিয়োগ কার্যক্রম বলে।
- নিট লাভ বা লোকসান নির্ণয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লেনদেন ও ঘটনাকে পরিচালনা কার্যক্রম বলে।
- অর্থায়ন কার্যক্রম বলতে ইক্যুইটি মূলধন ও ঋণের পরিমাণ ইত্যাদি উপাদানের পরিবর্তনের ফলে যে নগদ প্রবাহ ঘটে তা বুঝায়।
- স্থায়ী ও চলতি মূলধনে বিনিয়োগ করার পর যে অতিরিক্ত অর্থ থাকে তাকে বলা হয় - ফ্রি নগদ প্রবাহ।
- ব্রেক-ইভেন বিন্দু হলো লাভ নয়, ক্ষতিও নয় এমন একটি বিন্দু। যে পরিমাণ উৎপাদন ও বিক্রয়ের ফলে শুধু ব্যয়ের সমপরিমাণ অর্থই উঠে আসে তাকে ব্রেক-ইভেন বা সমচ্ছেদ বিন্দু বলে।
- যদি Fixed Cost বা স্থায়ী খরচ কমে যায় তাহলে Break Even Point (BEP) কমে যায়।
- যদি Sales বা বিক্রয় কমে যায় তাহলে BEP বেড়ে যায়।
- যদি Contribution Margin (CM) বা অবদান প্রান্ত কমে যায় তাহলে BEP বেড়ে যায়

Part 3 — অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. কোনো প্রতিষ্ঠানের আয়–ব্যয়ের মধ্যে গাণিতিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করাকে বলে–
Ⓐ আর্থিক বিশ্লেষণ Ⓑ ব্যয় বিশ্লেষণ Ⓒ সমচ্ছেদ বিন্দু বিশ্লেষণ Ⓓ উপরের কোনোটিই নয় **Ans Ⓐ**

02. আয়-ব্যয় হিসাবের ডেবিট উদ্বৃত্ত দ্বারা কী প্রকাশ পায়?
Ⓐ Gross Profit Ⓑ Gross Loss Ⓒ Net Profit Ⓓ Net Loss **Ans Ⓓ**

03. নিচের কোনটি ব্যালেন্স শিটে যাবে?
Ⓐ সম্পত্তি ও দায়সমূহ Ⓑ আয় ও ব্যয় Ⓒ মুনাফা ও ক্ষতি Ⓓ ব্যয় **Ans Ⓐ**

04. সাধারণত আর্থিক বিবরণী কত সময়ের জন্য প্রস্তুত করা হয়?
Ⓐ 1 year Ⓑ 2 year Ⓒ 3 year Ⓓ 4 year **Ans Ⓐ**

05. যে বিবরণীর মাধ্যমে একটি কোম্পানির নির্দিষ্ট সময়ের আর্থিক ফলাফল প্রকাশ করা হয় তাকে কী বলে?
Ⓐ আয় বিবরণী Ⓑ উদ্বৃত্তপত্র Ⓒ সংরক্ষিত মুনাফা বিবরণী Ⓓ নগদ প্রবাহ বিবরণী **Ans Ⓐ**

06. যে বিবরণীর মাধ্যমে মালিকানা স্বত্বের হ্রাস-বৃদ্ধি দেখানো হয় তাকে কী বলা হয়?
Ⓐ আয় বিবরণী Ⓑ উদ্বৃত্তপত্র Ⓒ নগদ প্রবাহ বিবরণী Ⓓ মালিকানাস্বত্ব বিবরণী **Ans Ⓓ**

07. আর্থিক বিবরণীর বাহ্যিক ব্যবহারকারী কে?
Ⓐ কর্মচারী Ⓑ ব্যবস্থাপক Ⓒ শেয়ারহোল্ডার Ⓓ হিসাব ব্যবস্থাপক **Ans Ⓒ**

08. নিট আয়ের যে অংশ লভ্যাংশ হিসেবে বণ্টন করা হয় না, তাকে বলে–
Ⓐ সংরক্ষিত মুনাফা Ⓑ ব্যয় Ⓒ আয় Ⓓ নগদ প্রবাহ **Ans Ⓐ**

09. পরিচালন সংক্রান্ত নগদ আন্তঃপ্রবাহ কোনটি?
Ⓐ নগদে যন্ত্রপাতি বিক্রয় Ⓑ নগদে পণ্য বিক্রয় Ⓒ নগদে শেয়ার বিক্রয় Ⓓ যন্ত্রপাতির অবচয় **Ans Ⓓ**

10. সমচ্ছেদ বিন্দুতে কী ঘটে?
Ⓐ মুনাফা সর্বোচ্চকরণ Ⓑ বিক্রয় সর্বোচ্চকরণ Ⓒ আয়-ব্যয় সমান হয় Ⓓ ব্যয় সর্বোচ্চকরণ **Ans Ⓒ**

11. নিচের কোনটি নগদ প্রবাহ বিবরণীতে পরিচালন কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত হয়?
Ⓐ অবচয় Ⓑ শেয়ার ইস্যু Ⓒ ঋণপত্র Ⓓ যন্ত্রপাতি ক্রয় **Ans Ⓐ**

12. মোট বিক্রয় ও মোট পরিবর্তনশীল ব্যয়ের পার্থক্যকে কী বলে?
Ⓐ অবদান প্রান্ত Ⓑ নিরাপত্তা প্রান্ত Ⓒ মুনাফা প্রান্ত Ⓓ মোট প্রান্ত **Ans Ⓐ**

13. বিক্রয়ের যে স্তরে লাভ বা ক্ষতি কিছুই হয় না, তাকে কী বলে?
Ⓐ দত্তাংশ অনুপাত Ⓑ মোট ব্যয় অনুপাত Ⓒ সমচ্ছেদ বিন্দু Ⓓ নিরাপত্তা প্রান্ত **Ans Ⓒ**

14. একক প্রতি পরিবর্তনশীল ব্যয় ১২০ টাকা ও বিক্রয়মূল্য ২০০ টাকা এবং মোট স্থির ব্যয় ১,২০,০০০ টাকা হলে সমচ্ছেদ বিক্রয় কত একক হবে?
Ⓐ ৩৭৫ Ⓑ ৬০০ Ⓒ ১০০০ Ⓓ ১৫০০ **Ans Ⓓ**

15. নগদ প্রবাহ বিবরণী তৈরির পদ্ধতি কয়টি?
Ⓐ ১ Ⓑ ২ Ⓒ ৩ Ⓓ ৪ **Ans Ⓑ**

CamScanner

প্রথম পত্র

অধ্যায় ৫

স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি অর্থায়ন

Part 1

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

স্বল্পমেয়াদি অর্থায়ন ও মৌলিক ধারণা

❑ **স্বল্পমেয়াদি অর্থায়ন (Short Term Finance) :**
যে অর্থায়ন এক বছর বা তার চেয়ে কম সময়ের জন্য করা হয় তাকে স্বল্প মেয়াদি অর্থায়ন বলে। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন প্রয়োজন মিটানোর লক্ষ্যে যে চলতি মূলধন ব্যবহৃত হয় তা সংগ্রহ করার জন্য স্বল্পমেয়াদি অর্থায়নের প্রয়োজন হয়।

❑ **স্বল্প মেয়াদি অর্থায়নের বৈশিষ্ট্যসমূহ (Charecterstics of Short Term Finance) :**

ক. সময় (Time) : স্বল্প মেয়াদি অর্থায়নের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো সময় বা কাল। এই অর্থায়নের সময় একবছর বা তার কম সময়।

খ. উদ্দেশ্য (Purpose) : চলতি মূলধন সংগ্রহ করার উদ্দেশে স্বল্প মেয়াদি অর্থায়ন করা হয়।

গ. জামানত (Collateral) : স্বল্প মেয়াদি ঋণ এর ক্ষেত্রে কোনো জামানতের প্রয়োজন হয় না।

ঘ. আনুষ্ঠানিকতা (Formalities) : স্বল্প মেয়াদি অর্থায়নে কোনো আনুষ্ঠানিকতা প্রয়োজন হয় না বলে দ্রুত সংগ্রহ করা যায়।

ঙ. তহবিলের ব্যয় (Cost of Fund) : স্বল্প মেয়াদি অর্থায়নের ব্যয় সাধারণত কম হয়ে থাকে। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যয়মুক্ত হয়।

চ. ঝুঁকি (Risk) : স্বল্প মেয়াদি ঋণের পরিশোধ সময়কাল কম হওয়ার কারণে ঝুঁকির পরিমাণ বেশি থাকে।

ছ. পরিশোধ পদ্ধতি (Repayment) : স্বল্প মেয়াদি ঋণ যেমন সংগ্রহ করা সহজ, তেমনি পরিশোধ করা সহজ।

স্বল্পমেয়াদি মূলধনের উৎস

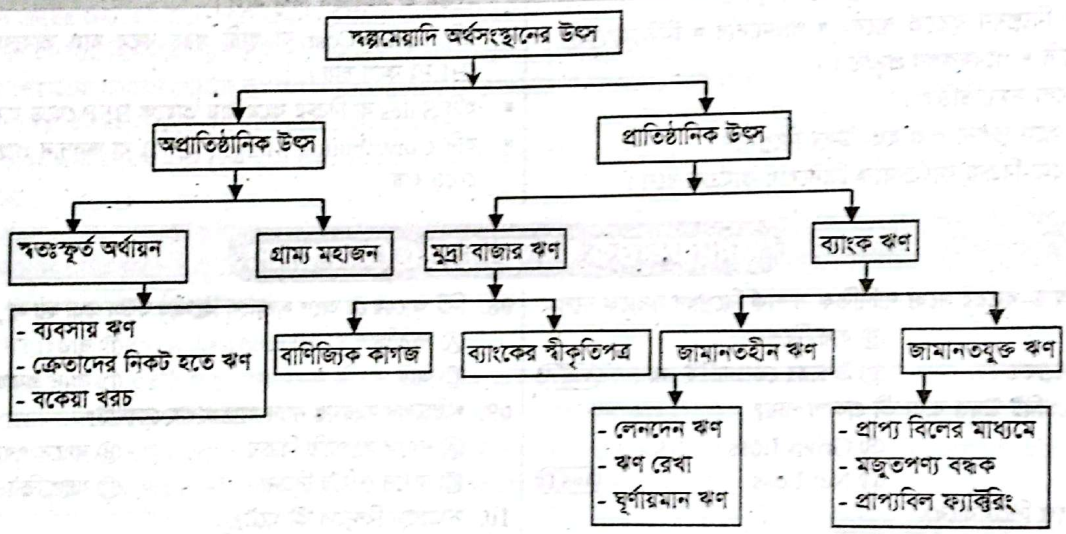

A. অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস (Non Institutional Sources)

❑ **স্বতঃস্ফূর্ত অর্থায়ন (Spontaneous Financing) :** যে অর্থায়ন ব্যবসায়ের দৈনন্দিন কার্যক্রম অর্থাৎ ধারে পণ্য ক্রয়, বকেয়া খরচ ইত্যাদির মাধ্যমে সৃষ্টি হয় তাকে স্বতঃস্ফূর্ত অর্থায়ন বলে। স্বতঃস্ফূর্ত অর্থায়ন ব্যবসায়ের স্বাভাবিক কার্যক্রমের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়। স্বতঃস্ফূর্ত অর্থায়নের উৎসসমূহ হলো :

ক. ব্যবসায় ঋণ (Trade Credit) :
বাকিতে পণ্য ক্রয়ের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়- ব্যবসায় ঋণ। ব্যবসায় ঋণ এমন এক ধরনের ঋণ সুবিধা যার মাধ্যমে মালের বিক্রেতা বাকিতে মাল বিক্রয় করে ক্রেতাকে কোনো নির্দিষ্ট সময়ের পর টাকা পরিশোধের সুবিধা দিয়ে থাকে।

▪ **ব্যবসায় ঋণের প্রকারভেদ (Types of Trade Credit) :** ব্যবসায় ঋণ সাধারণত তিন ধরনের হয়। যা নিম্নরূপ :

i. **খোলা হিসাব (Open Account) :** এ ধরনের ব্যবসায় ঋণের ক্ষেত্রে-বিক্রেতা মাল পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে ক্রেতার নিকট একখানা Invoice পাঠিয়ে দেয় যাতে মালের পরিমাণ, দর ও দাম এবং বিক্রয়ের শর্ত উল্লেখ থাকে। এক্ষেত্রে বাকিতে ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য কোনো দলিলে স্বাক্ষর দরকার হয় না। ক্রেতার সুনাম ও ঋণ পরিশোধের ক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে এ ধরনের ঋণ প্রদান করা হয়।

ii. **দেয় নোট (Notes Payable) :** এক্ষেত্রে ক্রেতাকে বাকিতে মাল ক্রয়ের সৃষ্ট দেনার দলিল হিসাবে বিক্রেতা কর্তৃক প্রেরিত নোটে স্বাক্ষর করে সম্মতি প্রদান করতে হয়।

iii. **ব্যবসায় স্বীকৃতিপত্র (Trade Acceptance) :** এক্ষেত্রেও ক্রেতাকে আনুষ্ঠানিকভাবে বাকিতে মাল ক্রয়ের সৃষ্ট দেনা লিখিতভাবে স্বীকার করতে হয়। এ ব্যবসায় মাল পাঠানোর পূর্বেই বিক্রেতা ক্রেতার নামে একটি দলিল তৈরি করে এবং ক্রেতা সে দলিলে স্বাক্ষর করে পাঠানোর পর বিক্রেতা ক্রেতার নিকট মাল পাঠায়। এ ধরনের লিখিত স্বীকারপত্র না পাওয়া পর্যন্ত বিক্রেতা মাল পাঠায় না।

CamScanner

ঘ. ক্রেতাদের কাছ থেকে অগ্রিম (Advance from Customer):
- ব্যবসায়ের বিভিন্ন ক্রেতাদের কাছ থেকে পণ্য বা সেবা দেওয়ার পূর্বেই অগ্রিম অর্থ পেয়ে থাকে যা স্বল্পমেয়াদি অর্থায়ন হয়ে যায় প্রতিষ্ঠানের জন্য।
- পণ্যের চাহিদা ব্যাপক হলে এ অর্থায়ন করা যায়, যা কিনা প্রতিষ্ঠানের জন্য ব্যয়মুক্ত অর্থায়ন।

ঙ. বকেয়া ব্যয় (Accrual Expense):
- প্রতিষ্ঠানের ব্যয়সমূহ বিলম্বে পরিশোধ করে কিছু সময়ের জন্য অর্থায়ন করা যায়।
- শ্রমিকের মজুরি ও বেতন দৈনিক পরিশোধ না করে মাসিক ভাবে প্রদান করলে কিছু সময়ের জন্য অর্থায়ন হয়ে থাকে।

❑ গ্রাম্য মহাজন (Village Lender):
বহুকাল পূর্ব থেকেই গ্রামের বিত্তশালী ব্যক্তিরা স্বল্পমেয়াদে দরিদ্র ব্যক্তিদের ঋণ প্রদান করে আসছে। এক্ষেত্রে ঋণ পরিশোধের মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে গ্রহীতাকে বড় অংকের সুদ প্রদান করতে হয়। আর সুদাসল প্রদানে ব্যর্থ হলে মহাজনরা ঋণগ্রহীতাদের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি দখল করে নেয়। গ্রাম্য মহাজনরা এ ঋণের উপরে দিনভিত্তিক, সপ্তাহভিত্তিক অথবা মাসভিত্তিক সুদ গণনা করে থাকেন।

২. প্রাতিষ্ঠানিক উৎসসমূহ (Institutional Sources)

❑ মুদ্রাবাজার ঋণ (Money Market Loan):

i. বাণিজ্যিক কাগজ (Commercial Paper):
- বাণিজ্যিক কাগজ হল এক ধরণের হস্তান্তরযোগ্য প্রতিশ্রুতিপত্র যা ইস্যু করে বড় বড় প্রতিষ্ঠান তাদের চলতি মূলধনের প্রয়োজন পূরণ করে থাকে।
- এর মেয়াদকাল সর্বোচ্চ ২৭০ দিন হয়ে থাকে যা নবায়নযোগ্য নয়।

ii. ব্যাংকের স্বীকৃতিপত্র (Banker's Acceptance):
- আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যাংক যে letter of credit বা প্রত্যায়নপত্র ইস্যু করে তাকেই ব্যাংকের স্বীকৃতিপত্র বলে। এর মাধ্যমে বিদেশে রপ্তানিকারককে অর্থপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা দেয়া হয়।
- এর ফলে পণ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিকল্প অর্থায়ন হয়ে থাকে।

❑ ব্যাংক ঋণ (Bank Loan):

(ক) জামানতহীন ব্যাংক ঋণ (Unsecured Bank Loan):

১. লেনদেন ঋণ (Transection loan): যে ঋন বিশেষ উদ্দেশ্য বা কাজের জন্য দরকার হয় তাকে বলে লেনদেন ঋন।

২. ঋণ রেখা (Line of Credit): ঋণ রেখা হলো একটি অনানুষ্ঠানিক চুক্তি যেখানে একটি ব্যাংক তার গ্রাহককে একটি স্বল্পমেয়াদি ঋণ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রদান করতে সম্মত হয়।

৩. ঘূর্ণায়মান ঋণ (Revolving Credit Agreement): ঘূর্ণায়মান ঋণ হলো একটি আনুষ্ঠানিক ঋণচুক্তি যেখানে একটি ব্যাংক তার গ্রাহককে সর্বোচ্চ পরিমাণ ঋণ মঞ্জুর করে গ্রাহক একাধিক সময়ে ধীরে ধীরে ঐ ঋণ উত্তোলন করতে পারবে।
তবে ঋণের যতটুকু অংশ উত্তোলন করা হবে না তার জন্য প্রতিজ্ঞা ফি (Commitment fee) দিতে হবে।

(খ) জামানতযুক্ত স্বল্পমেয়াদি ব্যাংক ঋণ (Secured Short-term Bank Loan):

১. প্রাপ্য বিল জামানত রেখে ব্যাংক ঋণ (Bank Loan by Pledging Accounts Receivable): এখানে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ব্যাংকের নিকট প্রাপ্যবিল জামানত রেখে ব্যাংক ঋণ সংগ্রহ করে থাকে।

২. মজুত পণ্য বন্ধকী ঋণ (Inventory collateral Loan): ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তার বিভিন্ন মজুত পণ্যের দলিল বন্ধক রেখে স্বল্পমেয়াদি ঋণ সংগ্রহ করতে পারে। যেমন Floating lien, Chattel Mortgage, Trust Receipt Loan, Wearhouse Loan ইত্যাদি।

৩. প্রাপ্য বিল ফ্যাক্টরিং (Factoring of Bills Recivable): এখানে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ব্যাংকের নিকট প্রাপ্যবিল ফ্যাক্টর এর নিকট কম দামে বিক্রি করে, তা থেকে প্রাপ্ত অর্থ জামানত রেখে ব্যাংক ঋণ সংগ্রহ করে থাকে।

চলতি সম্পদ ব্যবস্থাপনা

❑ চলতি সম্পদ ব্যবস্থাপনা (Current Asset Management):
চলতি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বলতে কোম্পানির নগদ, মজুতপণ্য ও প্রাপ্য বিল ব্যবস্থাপনাকে বুঝায়। কোম্পানির চলতি ব্যয় যেমন- কাঁচামাল ক্রয়, কর্মচারীদের বেতন, বিদ্যুৎ বিল ইত্যাদি পরিশোধের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ নগদ অর্থ হাতে রাখা প্রয়োজন।

- চলতি সম্পদ ব্যবস্থাপনার বিষয়:

১. নগদ ব্যবস্থাপনা (Cash Management).	৩. প্রাপ্য বিল ব্যবস্থাপনা (Notes Receivable Management).
২. মজুতপণ্য ব্যবস্থাপনা (Inventory Management).	৪. চলতি মূলধন ব্যবস্থাপনা (Working Capital Management).

১. নগদ ব্যবস্থাপনা (Cash Management):
কাম্য পরিমাণ নগদ অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ, সংরক্ষণ, নগদ অর্থের প্রাপ্তি বা আদায় দ্রুতকরণ, নির্দিষ্ট সময়ে পাওনাদারদের পাওনা পরিশোধ করার প্রক্রিয়াকে নগদ ব্যবস্থাপনা বলে।
- দক্ষতার সঙ্গে নগদ অর্থ আদায় এবং পরিশোধ।
- উদ্বৃত্ত নগদ অর্থ স্বল্প সময়ের জন্য বিনিয়োগ।
- নগদ অর্থের প্রয়োজন নির্ধারণ।
- নগদ অর্থ হাতে রাখার উদ্দেশ্য:

১. লেনদেনের উদ্দেশ্যে ২. পূর্ব-সতর্কতামূলক উদ্দেশ্যে ৩. ফটকা লাভের উদ্দেশ্যে

- নগদ ব্যবস্থাপনা চক্র (Cash Management Cycle):

কাঁচামাল বাকিতে ক্রয় করে উৎপাদন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত পণ্য, উৎপাদন, বিক্রয় এবং বিক্রীত অর্থ হতে কাঁচামালের মূল্য পরিশোধ করার সময়কে নগদ চক্র বলে। নগদ পুঁজি হচ্ছে একটি প্রতিষ্ঠানের জীবনীশক্তি।

CamScanner

■ **নগদ রূপান্তর চক্র (Cash Conversion Cycle) :**
ক্রয় থেকে বিক্রয় পর্যন্ত অর্থের চক্রকেই মূলত নগদ রূপান্তর চক্র বলে। অর্থাৎ ক্রয় করে টাকা পরিশোধ (বিনিয়োগ) থেকে শুরু করে বিক্রয় করে সেই টাকা উঠানো করার সময়কেই বলে নগদ রূপান্তর চক্র।

■ **নগদ আবর্তন (Cash Turnover) :**
- নগদ রূপান্তর চক্র যতবার সম্পন্ন হয় তাকে বলা হয় – নগদ আর্বতন (Cash Turnover)।
- নগদ আবর্তন (Cash Turnover) যত বেশি হবে নগদ প্রাপ্তি তত – দ্রুত হবে।
- নগদ আবর্তন (Cash Turnover) যত কম হবে কোম্পানির নগদ অর্থ প্রাপ্তির নিট সময় তত – বেশি হবে।
- ন্যূনতম নগদ অর্থের পরিমাণ নির্ধারণের – দুটি পদ্ধতি রয়েছে। যথা বিক্রয়ের শতকরা হার পদ্ধতি ও নগদ বহিঃপ্রবাহ পদ্ধতি।
- প্রাক্কলিত (Estimated) মোট নগদ বহিঃপ্রবাহকে নগদ আবর্তন দ্বারা ভাগ করে নির্ধারণ করা হয় – ন্যূনতম নগদ অর্থের পরিমাণ।

■ **ন্যূনতম পরিচালন নগদ (Minimum Operating Cash):**
- $\dfrac{\text{মোট নগদ বহিঃপ্রবাহ (Total Cash Outflow)}}{\text{নগদ আবর্তন (Cash Turnover)}}$
- কোম্পানি যত দ্রুত প্রাপ্য বিলগুলো আদায় করতে পারবে নগদ চক্র (Cash Cycle) তত – কমে যাবে।
- কোম্পানি যত দ্রুত প্রাপ্য বিলগুলো আদায় করতে পারবে নগদ আবর্তন (Cash Turnover) তত – বৃদ্ধি পাবে।
- নগদ চক্র ও নগদ আবর্তন এর মধ্যে ঋণাত্মক (Negative) সম্পর্ক বিদ্যমান।

■ **নগদ ব্যবস্থাপনার কৌশলসমূহ:**
- **প্রদেয় বিল দেরি করে পরিশোধ:** কোম্পানি ইচ্ছা করলে প্রদেয় বিলসমূহ দেরিতে পরিশোধ করে নগদ অর্থ ধরে রাখতে পারে। তবে এক্ষেত্রে কোম্পানিকে তার সুনামের কথা চিন্তা করে প্রদেয় বিলসমূহ দেরিতে পরিশোধের কথা চিন্তা করতে হয়।
- **প্রাপ্যবিল সংগ্রহ ত্বরান্বিত করা:** প্রতিষ্ঠান প্রাপ্যবিলের অর্থ সংগ্রহ সময় কমিয়ে নগদ অর্থের প্রয়োজন মেটাতে পারে। এটা সম্ভব হলে প্রতিষ্ঠানকে বেশি পরিমাণ নগদ অর্থ হাতে না রাখলেও চলে।
- **মজুতপণ্যের দক্ষ ব্যবস্থাপনা:** মজুতপণ্যের দক্ষ ব্যবস্থা নিশ্চিতের মাধ্যমে নগদ তহবিলের পরিমাণ কম রেখে দক্ষভাবে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা যায়। মজুতপণ্যের রূপান্তরের সময় কমে আসলে নগদ চক্র ছোট হবে এবং নগদ আবর্তনের সংখ্যা বাড়বে। ফলে নগদানের প্রয়োজন হ্রাস পাবে।

■ **ন্যূনতম নগদ অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ :**
- **বিক্রয়ের শতকরা হার পদ্ধতি (Percentage of Sales Method) :** এ পদ্ধতি অনুযায়ী আগামী বছরে কী পরিমাণ বিক্রয় হবে তার একটি শতকরা হারে ন্যূনতম নগদ অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, এবিসি সু কোম্পানির আগামী বছরে বার্ষিক বিক্রয় ১০ লক্ষ টাকা এবং কোম্পানি ১০% নগদ অর্থ সংরক্ষণ করার পরিকল্পনা করছে। এক্ষেত্রে এবিসি সু কোম্পানির ন্যূনতম নগদ অর্থের পরিমাণ হবে = ১০ লক্ষ টাকা (১০% = ১ লক্ষ টাকা।
- **নগদ বহিঃপ্রবাহ পদ্ধতি (Cash Outlay Method) :** এ পদ্ধতি অনুযায়ী আগামী বছরের বিভিন্ন খাতে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হবে তা নির্ধারণ করা হয়। সাধারণত নগদ বাজেটের মাধ্যমে তা করা হয়ে থাকে। প্রাক্কলিত (Estimated) মোট নগদ বহিঃপ্রবাহকে নগদ আবর্তন দ্বারা ভাগ করে ন্যূনতম নগদ অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়।

■ **কাম্য নগদান নির্ণয়ের মডেল (Model of Determining Optimum Cash Level) :**
কাম্য নগদ অর্থের পরিমাণ বলতে কী পরিমাণ অর্থ হাতে বা ব্যাংকে রাখা উচিত তাকে বুঝায়। নগদ অর্থের ঘাটতি যেমন কাম্য নয়, তেমনি অতিরিক্ত নগদ অর্থ হাতে পড়ে থাকাও লাভজনক নয়। কারণ উদ্বৃত্ত বিনিয়োগ থেকে সুদ বা মুনাফা অর্জন করা যায়।

২. মজুত পণ্য ব্যবস্থাপনা (Inventory Management):

পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন কাঁচামাল। কাঁচামালের সরবরাহ নিশ্চিত না হলে উৎপাদন বন্ধ হওয়ার ঝুঁকি থাকে। সে কারণে মালের একটা মজুত গড়ে তুলতে হয়। এই মাল অবশ্য শুধু কাঁচামাল নয়, আংশিক সমাপ্ত পণ্য, সমাপ্ত পণ্য ইত্যাদিও এর মধ্যে পড়ে। প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন কাজ যাতে অব্যাহত গতিতে চলতে পারে তার জন্যই এই পণ্য মজুত। তাই মজুতপণ্য শুধু ক্রয় করলেই চলবে না, এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা করা দরকার।

■ **মজুত পণ্যের ধরন:**
- **কাঁচামাল (Raw materials) :** পণ্য উৎপাদন করতে যেসব উপাদান ব্যবহার করা হয় তাকে কাঁচামাল বলে। **উদাহরণ :** ইটের জন্য কাদামাটি।
- **আংশিক সম্পন্ন পণ্যের মজুত (Work-in-process inventories) :** উৎপাদনের বিভিন্ন স্তরের প্রস্তুতকৃত পণ্যের মজুত হচ্ছে আংশিক সম্পন্ন পণ্যের মজুত। **উদাহরণ :** ইট প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কাঁচা ইট হলো আংশিক সম্পন্ন পণ্যের মজুত।
- **সমাপ্ত পণ্যের মজুত (Finished product inventories) :** প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্যের মজুত হলো সমাপ্ত পণ্যের মজুত। **উদাহরণ :** ইট প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পাকা ইটের মজুত হলো এ ধরনের মজুত।

■ **মিতব্যয়ী ফরমায়েশ পরিমাণ:**
মিতব্যয়ী ফরমায়েশ পরিমাণ হচ্ছে এমন এক ফরমায়েশ পরিমাণ, যেখানে পণ্যের বহন ও ফরমায়েশ ব্যয় সর্বনিম্ন হয়। মিতব্যয়ী ফরমায়েশ এর অন্তর্ভুক্ত ব্যয়গুলো হলো- ফরমায়েশ প্রদানের ব্যয়, পণ্য গুদামে সংরক্ষণকরণ ব্যয় এবং বহন ব্যয়। কী পরিমাণ পণ্য ফরমায়েশ দিলে এ সকল ব্যয় সবচেয়ে কম হবে, সেই পরিমাণে অর্ডার বা ফরমায়েশ দেওয়াটাই মিতব্যয়ী ফরমায়েশ পরিমাণ।
- **গাণিতিক পদ্ধতি (Equation method) :** গাণিতিক সূত্র প্রয়োগ করে মিতব্যয়ী ফরমায়েশ নির্ণয় করার কৌশলকে গাণিতিক পদ্ধতি বলে।
- **তালিকাবদ্ধ বা ভুল করে শেখা পদ্ধতি (Tabular or Trial and error approach) :** মিতব্যয়ী ফরমায়েশ পরিমাণ তালিকার মাধ্যমে বের করার পদ্ধতিকে তালিকা পদ্ধতি বলে। যদি ফরমায়েশকৃত দ্রব্যের পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধিতে দ্রব্যের মূল্যের পরিবর্তন হয় সেক্ষেত্রে অবশ্যই এ পদ্ধতির মাধ্যমে মিতব্যয়ী ফরমায়েশ পরিমাণ নির্ণয় করতে হবে।
- **লৈখিক পদ্ধতি (Graphic method) :** মিতব্যয়ী ফরমায়েশ পরিমাণকে চিত্রের সাহায্যে নির্ণয় করার পদ্ধতিকে লৈখিক পদ্ধতি বলে।

CamScanner

■ **সর্বোচ্চ মজুত :**
সর্বোচ্চ মজুত বলতে ঐ স্তরকে বোঝায়, যার বাইরে বা অতিরিক্ত পণ্য মজুত করা সম্ভব নয়। সর্বোচ্চ মজুতকরণের ধারণাটি যে বিষয়গুলোর ওপর নির্ভর করে তা হলো :

- সর্বোচ্চ মজুত (Maximum Stock Level) = (পুনঃফরমায়েশ স্তর + পুনঃফরমায়েশ পরিমাণ) − (কোন একক সময়ে সর্বনিম্ন ব্যবহারের পরিমাণ × পণ্যের ডেলিভারি পাওয়ার সর্বনিম্ন সময়)

■ **সর্বনিম্ন মজুত :**
সর্বনিম্ন মজুত হলো ঐ পরিমাণ মজুতের পরিমাণ যার নিচে মজুত থাকলে উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই সর্বনিম্ন মজুত নির্ধারণের জন্য দুটি জিনিস বিবেচনা করতে হয়। তা হলো লিড টাইম বা ফরমায়েশ অনুসারে মাল পাওয়ার সময় এবং মাল ব্যবহারের হার।

■ **মজুত সম্পর্কিত ব্যয়সমূহ :**

- **ফরমায়েশ ব্যয় (Ordering costs) :** ফরমায়েশ ব্যয় বা পণ্যদ্রব্য সংগ্রহ ব্যয় ঐ সব ব্যয় যা মজুত করার জন্য যে পণ্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে তা সংগ্রহ করার জন্য ব্যয় হবে। অর্থাৎ পণ্য ক্রয় করা বাবদ ব্যয়। এই ফরমায়েশ ব্যয়ের মধ্যে পড়ে; পরিবহন ব্যয়, কোটেশন বা দরপত্র চাওয়া ব্যয়, বিজ্ঞাপন, বিজ্ঞপ্তি, প্রচারপত্র ইত্যাদি দেয়ার ব্যয়।
- **মজুত ধারণ বা বহন ব্যয় (Carrying cost) :** মজুত বহন ব্যয় বলতে মজুত ধরে রাখার জন্য যে সকল ব্যয় সম্পাদন করা হয় তার সমষ্টিকে বোঝায়। মজুত ধারণ ব্যয়ের মধ্যে পড়ে মূলধনের ওপর সুদ। বিমা ও কর বাবদ ব্যয়, গুদাম ভাড়া, পণ্য দ্রব্য নষ্ট বা পণ্যগুণ কমে যাওয়া বাবদ ব্যয়, বাতিল বা সেকেলে হয়ে যাওয়ার জন্য ব্যয় ইত্যাদি।

৩. প্রাপ্য বিল ব্যবস্থাপনা (Accounts Receivable Management):

- বাকিতে বিক্রয়ের ফলে প্রাপ্য বিল ও দেনাদার সৃষ্টি হয়।
- বাকিতে বিক্রয়ের পরিমাণ যত বাড়বে প্রাপ্য বিলের পরিমাণও তত বাড়বে।
- চলতি সম্পদের একটি বড় অংশ প্রাপ্য বিলে বিনিয়োজিত থাকে।
- কী পরিমাণ পণ্য ধারে বিক্রয় করা উচিত, কোন ধরনের ক্রেতার নিকট বিক্রয় করা উচিত, মালের মূল্য পরিশোধ ক্রেতাকে কত দিন সময় দেওয়া উচিত, কীভাবে প্রাপ্য বিলগুলো দ্রুত আদায় করা যায় ইত্যাদি প্রাপ্য বিল ব্যবস্থাপনার মূল আলোচ্য বিষয়।

৪. চলতি মূলধন ব্যবস্থাপনা (Working Capital Management):

চলতি মূলধন ব্যবস্থাপনা বলতে চলতি সম্পদ ও চলতি দায়ের ব্যবস্থাপনাকে বুঝায়। একটি কোম্পানির জন্য কী পরিমাণ চলতি সম্পদ প্রয়োজন এবং ঐ চলতি সম্পদের অর্থায়নের উৎস কী হবে তা চলতি মূলধন ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত।

■ **চলতি মূলধন ব্যবস্থাপনার নীতি:**

- **সমন্বয় নীতি (Matching Policy) :** সমন্বয় নীতি বলতে বুঝায় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী সম্পদের অর্থায়নের জন্য দীর্ঘমেয়াদি উৎস এবং পরিবর্তনশীল চলতি সম্পদের অর্থায়নের জন্য স্বল্পমেয়াদি উৎস ব্যবহার করা।
- **রক্ষণশীল নীতি (Conservative Policy) :** এ নীতিতে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের ওপর বেশি নির্ভর করা হয় এবং মূলধনের স্বল্পতা বা ঘাটতি হওয়ার ঝুঁকি কম থাকে। ফলে ব্যবসায়ের তারল্য পর্যাপ্ত থাকে এবং ঝুঁকি হ্রাস পায়। যেসব ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ বেশি ঝুঁকি নিতে সাহস পায় না, সেসব প্রতিষ্ঠান এ ধরনের নীতি অনুসরণ করে।
- **কঠোর বা আগ্রাসী নীতি (Aggressive Policy) :** কঠোর নীতি বলতে বুঝায় পরিবর্তনশীল চলতি মূলধনের সবটুকু এবং স্থায়ী চলতি মূলধনের একটি অংশ স্বল্পমেয়াদি উৎস হতে সংগ্রহ করা উচিত। এ নীতিতে তুলনামূলকভাবে বেশি পরিমাণ অর্থ স্বল্পমেয়াদি উৎস হতে সংগ্রহ করা হয়। সাধারণত স্বল্পমেয়াদি অর্থায়নের কিছু সুবিধার কারণে এ নীতি অনুসরণ করা হয়। স্বল্পমেয়াদি অর্থায়ন ব্যবহারের ফলে খরচ বা ব্যয় কম হয় এবং মুনাফা বৃদ্ধি পায় ঝুঁকিও বৃদ্ধি পায়।

মধ্যমেয়াদি অর্থায়ন

❑ **মধ্যমেয়াদি অর্থায়ন (Medium Term Financing) :**
মধ্যমেয়াদি অর্থায়ন ব্যবস্থা বস্তুতপক্ষে স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের একটি অন্তর্বর্তীকালীন (Interim Substitute) বিকল্প ব্যবস্থা। মেয়াদ সাধারণত এক বছরের চেয়ে বেশি এবং পাঁচ বছরের চেয়ে কম।

❑ **মধ্যমেয়াদি অর্থায়নের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Medium Term Financing) :**

- **মেয়াদকাল (Maturity) :** মধ্যমেয়াদি অর্থায়ন সাধারণত এক বছরের বেশি এবং সর্বাধিক পাঁচ বছরের জন্য করা হয়ে থাকে।
- **ঋণের আকার (Size of Loan) :** মধ্যমেয়াদি অর্থায়নের পরিমাণ সাধারণত কম হয়।
- **মধ্যমেয়াদি মূলধনের ব্যবহারকারী (Users of Term Financing) :** ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানই সাধারণত এই ঋণের মাধ্যমে অর্থায়নের সুযোগ গ্রহণ করে।
- **ঋণের উদ্দেশ্য (Objective of Credit) :** অধিকাংশ ক্ষেত্রে চলতি মূলধনের প্রয়োজন মিটাতে, যন্ত্রপাতি ক্রয় ও ক্ষেত্র বিশেষে দালানকোঠা উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এবং যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপনের জন্য এই ধরনের মধ্যমেয়াদি অর্থায়নের ব্যবহার করা হয়।
- **পরিশোধ পদ্ধতি (Repayment Method) :** অধিকাংশ ক্ষেত্রে মেয়াদি ঋণ কিস্তিতে পরিশোধ করা হয়ে থাকে। আবার অনেক ক্ষেত্রে একত্রে এই ঋণের সকল অর্থ পরিশোধ করা হয়।
- **জামানত ব্যবস্থা (Security Provision) :** অধিকাংশ ক্ষেত্রে যেহেতু এ ধরনের অর্থায়ন প্রধানত স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য ব্যবহার করা হয়, সেহেতু বেশির ভাগ মেয়াদি ঋণ জামানতযুক্ত হয়ে থাকে।

❑ **মধ্যমেয়াদি অর্থায়নের উৎসসমূহ (Sources of Medium Term Financing) :**

- বাণিজ্যিক ব্যাংক (Commercial Bank).
- উন্নয়ন ব্যাংক (Development Bank).
- উন্নয়ন সংস্থাসমূহ (Development Agencies).
- ইসলামী ব্যাংক (Islamic Bank Bangladsh Limited).
- গ্রামীণ ব্যাংক (Grameen Bank).
- বিমা কোম্পানি (Insurance Company).
- ফাইন্যান্স কোম্পানি (Finance Company).
- যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারীগণ
- ইজারা কোম্পানি (Leasing Company).
- পেনশন ও প্রভিডেন্ট তহবিল (Pension and Provident Fund).

CamScanner

Part 2 At a glance [Most Important Information]

- স্বল্পমেয়াদি অর্থায়নের ব্যয় সাধারণত কম হয়ে থাকে।
- স্বল্পমেয়াদি ঋণ এর ক্ষেত্রে কোনো জামানতের প্রয়োজন হয় না।
- চলতি মূলধন সংগ্রহ করার উদ্দেশ্য স্বল্পমেয়াদি অর্থায়ন করা হয়।
- যে অর্থায়ন এক বছর বা তার চেয়ে কম সময়ের জন্য করা হয় তাকে স্বল্পমেয়াদি অর্থায়ন বলে।
- স্বল্পমেয়াদি ঋণের পরিশোধ সময়কাল কম হওয়ার কারণে ঝুঁকির পরিমাণ বেশি থাকে।
- ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তার বিভিন্ন মজুত পণ্যের দলিল বন্ধক রেখে স্বল্পমেয়াদি ঋণ সংগ্রহ করতে পারে।
- ঋণ রেখা হলো একটি অনানুষ্ঠানিক চুক্তি যেখানে একটি ব্যাংক তার গ্রাহককে একটি স্বল্পমেয়াদি ঋণ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রদান করতে সম্মত হয়।
- ঘূর্ণায়মান ঋণ হলো একটি আনুষ্ঠানিক ঋণচুক্তি যেখানে একটি ব্যাংক তার গ্রাহককে সর্বোচ্চ পরিমাণ ঋণমঞ্জুর করে গ্রাহক একাধিক সময়ে ধীরে ধীরে ঐ ঋণ উত্তোলন করতে পারবে।
- যে ঋণের সুদের হার শুরুতে প্রাইম সুদের হার অপেক্ষা বেশি নির্ধারিত হয়ে থাকে এবং মেয়াদপূর্তি পর্যন্ত ঐ হার স্থির ভাবে থাকে তাকে স্থির হার ঋণ বলে।
- বাণিজ্যিক কাগজ হল এক ধরণের হস্তান্তরযোগ্য প্রতিশ্রুতিপত্র যা ইস্যু করে বড় বড় প্রতিষ্ঠান তাদের চলতি মূলধনের প্রয়োজন পুরণ করে থাকে।
- বাকিতে পণ্য ক্রয়ের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়- ব্যবসায় ঋণ।
- যে অর্থায়ন ব্যবসায়ের দৈনন্দিন কার্যক্রম অথাৎ ধারে পণ্য ক্রয়, বকেয়া খরচ ইত্যাদির মাধ্যমে সৃষ্টি হয় তাকে স্বতঃস্ফূর্ত অর্থায়ন বলে।
- চলতি সম্পদ ব্যবস্থাপনা বলতে কোম্পানির নগদ, মজুতপণ্য ও প্রাপ্য বিল ব্যবস্থাপনাকে বুঝায়।
- কাম্য পরিমাণ নগদ অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ, সংরক্ষণ, নগদ অর্থের প্রাপ্তি ও আদায় দ্রুতকরণ, নির্দিষ্ট সময়ে পাওনাদারদের পাওনা পরিশোধ করা প্রক্রিয়াকে নগদান ব্যবস্থাপনা বলে।
- ক্রয় থেকে বিক্রয় পর্যন্ত অর্থের চক্রকেই মূলত নগদ রূপান্তর চক্র বলে।
- নগদ আবর্তন (Cash Turnover) যত কম হবে, কোম্পানির নগদ অর্থ প্রাপ্তির নিট সময় তত – বেশি হবে।
- কোম্পানি যত দ্রুত প্রাপ্য বিলগুলো আদায় করতে পারবে, নগদ চক্র (Cash Cycle) তত – কমে যাবে।
- কোম্পানি যত দ্রুত প্রাপ্য বিলগুলো আদায় করতে পারবে, নগদ আবর্তন (Cash Turnover) তত – বৃদ্ধি পাবে।
- প্রাক্কলিত (Estimated) মোট নগদ বহিঃপ্রবাহকে নগদ আবর্তন দ্বারা ভাগ করে ন্যূনতম নগদ অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়।
- পণ্য উৎপাদন করতে যেসব উপাদান ব্যবহার করা হয় তাকে কাঁচামাল বলে।
- সর্বনিম্ন মজুত হলো ঐ পরিমাণ মজুতের পরিমাণ যার নিচে মজুত থাকলে উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
- সমন্বয় নীতি বলতে বুঝায় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী সম্পদের অর্থায়নের জন্য দীর্ঘমেয়াদি উৎস এবং পরিবর্তনশীল চলতি সম্পদের অর্থায়নের জন্য স্বল্পমেয়াদি উৎস ব্যবহার করা।

Part 3 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. জামানতবিহীন অর্থসংস্থান নিচের কোনটি?
Ⓐ স্বল্পমেয়াদি Ⓑ স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি
Ⓒ দীর্ঘমেয়াদি Ⓓ মধ্যমেয়াদি
Ans: Ⓐ

02. স্বল্পমেয়াদি অর্থায়নের সময়কাল কত?
Ⓐ ১ বছরের বেশি Ⓑ ১ বছরের কম
Ⓒ ১ বছর Ⓓ ২ বছর
Ans: Ⓑ

03. স্বল্পমেয়াদি আর্থিক দলিল কোনটি?
Ⓐ মিউচ্যুয়াল ফান্ড Ⓑ ট্রেজারি বিল
Ⓒ বন্ড Ⓓ ঋণপত্র
Ans: Ⓑ

04. স্বল্পমেয়াদি অর্থায়নের উদ্দেশ্য কোনটি?
Ⓐ ব্যবসায় সম্প্রসারণ Ⓑ যন্ত্রপাতি স্থাপন
Ⓒ চলতি ব্যয় মিটানো Ⓓ ব্যবসায় স্থানান্তর
Ans: Ⓒ

05. এক বছর বা তার কম সময়ের জন্য অর্থায়নকে বলে?
Ⓐ স্বল্পমেয়াদি Ⓑ মধ্যমেয়াদি
Ⓒ দীর্ঘমেয়াদি Ⓓ স্বল্প-মধ্যমেয়াদি
Ans: Ⓐ

06. তারল্য ঝুঁকি সব থেকে বেশি —— এর ক্ষেত্রে।
Ⓐ স্বল্পমেয়াদি Ⓑ মধ্যমেয়াদি
Ⓒ দীর্ঘমেয়াদি Ⓓ স্বল্প-মধ্যমেয়াদি
Ans: Ⓐ

07. স্বল্পমেয়াদি অর্থায়নের অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস কোনটি?
Ⓐ প্রাপ্য বিল বাট্টাকরণ Ⓑ স্বল্পমেয়াদি ব্যাংক ঋণ
Ⓒ বাণিজ্যিক কাগজ Ⓓ ক্রেতা হতে অগ্রিম
Ans: Ⓓ

08. স্বল্পমেয়াদি অর্থায়নের বাহ্যিক উৎস কোনটি?
Ⓐ অবণ্টিত মুনাফা Ⓑ অবচয় তহবিল
Ⓒ বাণিজ্যিক ব্যাংক Ⓓ সঞ্চিতি তহবিল
Ans: Ⓒ

09. নিচের কোনটি স্বতঃস্ফূর্ত অর্থায়নের উৎস নয়?
Ⓐ ব্যবসায় ঋণ Ⓑ ক্রেতাদের নিকট হতে অগ্রিম
Ⓒ বকেয়া খরচ Ⓓ ব্যাংক ঋণ
Ans: Ⓓ

10. বাকিতে পণ্যসামগ্রী ক্রয় করলে কোন ধরনের ঋণের সৃষ্টি হয়?
Ⓐ নগদ ঋণ Ⓑ ব্যাংক ঋণ
Ⓒ ব্যবসায় ঋণ Ⓓ জমাতিরিক্ত ঋণ
Ans: Ⓒ

11. স্বল্পমেয়াদি অর্থায়নের কোন হাতিয়ারটি আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে ব্যবহৃত হয়?
Ⓐ সঞ্চয়পত্র Ⓑ বাণিজ্যিকপত্র Ⓒ ট্রেজারি বিল Ⓓ প্রত্যয়পত্র
Ans: Ⓓ

12. নিচের কোনটি ক্ষেত্রে অঙ্গীকার ফি প্রযোজ্য?
Ⓐ ঋণ রেখা Ⓑ ব্যবসায় ঋণ
Ⓒ লেনদেন ঋণ Ⓓ ঘূর্ণায়মান ঋণ
Ans: Ⓓ

13. কোন ধরনের ঋণের ক্ষেত্রে বন্ধকি পণ্যের দখল ঋণগ্রহীতার নিকট থাকে না?
Ⓐ গুদাম রসিদ ঋণ Ⓑ ট্রাস্ট রসিদ ঋণ
Ⓒ ভাসমান বন্ধক Ⓓ আইন বন্ধক
Ans: Ⓐ

14. নিচের কোনটি স্বল্পমেয়াদি অর্থসংস্থানের উৎস?
Ⓐ ঋণপত্র Ⓑ ব্যবসায় ঋণ Ⓒ শেয়ার Ⓓ বন্ড
Ans: Ⓑ

15. নিচের কোনটি স্বল্পমেয়াদি অর্থায়নের উৎস?
Ⓐ বাণিজ্যিক কাগজ Ⓑ শেয়ার
Ⓒ বন্ড Ⓓ মিউচ্যুয়াল তহবিল
Ans: Ⓐ

16. নিচের কোনটি জামানতবিহীন স্বল্পমেয়াদি অর্থায়নের উৎস?
Ⓐ বাণিজ্যিক পত্র Ⓑ প্রাপ্য বিল
Ⓒ মজুতপণ্য Ⓓ গুদাম রসিদ
Ans: Ⓐ

17. নিচের কোনটি স্বতঃস্ফূর্ত অর্থায়নের উৎস?
Ⓐ ব্যবসায় ঋণ Ⓑ মজুতপণ্য
Ⓒ প্রাপ্য বিল Ⓓ গুদাম রসিদ
Ans: Ⓐ

18. নিচের কোনটি অর্থায়নের বাহ্যিক উৎস?
Ⓐ বাণিজ্যিক কাগজ Ⓑ জমাকৃত তহবিল
Ⓒ সংরক্ষিত আয় Ⓓ মজুতপণ্য
Ans: Ⓐ

19. নিচের কোনটি বিশেষ ঋণ যা বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্য করা হয়?
Ⓐ ঋণ রেখা Ⓑ লেনদেন ঋণ
Ⓒ ঘূর্ণায়মান ঋণ Ⓓ মজুতপণ্য
Ans: Ⓑ

CamScanner

প্রথম পত্র
অধ্যায় ৬

দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন

Part 1

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন ও মৌলিক ধারণা

❑ **দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন (Long Term Financing) :**
পাঁচ বা সাত বছরের বেশি সময়ের জন্য যে অর্থায়ন করা হয় তাকে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন বলে। দীর্ঘকালীন সময়ের জন্য যে তহবিল বা ঋণ সংগ্রহ করা হয় তাকে-দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন বলে। দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের মেয়াদ পাঁচ বছরের বেশি হয়ে থাকে। প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী সম্পত্তি কেনার জন্য দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন করা হয়

❑ **দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের উৎস (Sources of Long Term Financing):**

ক. অভ্যন্তরীণ উৎসসমূহ (Internal Sources)

♦ উদ্যোক্তাদের প্রাথমিক মূলধন (Promoters' Initial Capital)
♦ সংরক্ষিত মুনাফা (Retained Earnings) :
♦ সাধারণ সঞ্চিতি (Genaral reserve)
♦ লভ্যাংশ সমতাকরন তহবিল (Dividend Equalization Fund)
♦ নিমজ্জিত তহবিল (Sinking Fund)
♦ শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ ও কল্যাণ তহবিল (Staffs Compensation and Welfare Fund)
♦ লাভ-লোকসান হিসাবের ক্রেডিট জের (Credit Balance of Profit and Loss Account)

খ. বাহ্যিক উৎসসমূহ (External Sources)

▪ অপ্রাতিষ্ঠানিক উৎস (Non Institutional Source):
♦ সাধারণ শেয়ার মূলধন (Ordinary Share Capital)
♦ অগ্রাধিকার শেয়ার মূলধন (Preferred Share)
♦ বন্ড বা ঋণ পত্র (Bond or Debenture)

▪ প্রাতিষ্ঠানিক উৎস (Institutional Source):
♦ বাণিজ্যিক ব্যাংক (Commercial Bank)
♦ বিনিয়োগ ব্যাংক (Investment Bank)
♦ বিমা কোম্পানি (Insurance cOmpany)
♦ অবলেখক (Underwriter)
♦ উন্নয়ন অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান (Devolopment Finance Institution)
♦ ইজারা কোম্পানি (Leasing Company)
♦ বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ (Specialized Financial Institution):

(i) **বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (BHBFC)**- এটা গৃহ নির্মাণ কার্যক্রমের জন্য ঋণ প্রদান করে।
(ii) **বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (BKB)**-এটা ফসল উৎপাদন, উদ্যান ও বাগান তৈরির কাজ, বনসম্পদ আহরণ ও প্রক্রিয়াকরণ এবং মৎস্য ও পশুপালনে নিয়োজিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে ঋণ সুবিধা প্রদান করে থাকে। এছাড়া এই ব্যাংক কৃষিভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠানকেও ঋণ সুবিধা দেয়।
(iii) **বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (BSCIC)**-বিসিক স্বল্প মূলধনবিশিষ্ট ক্ষুদ্র আকারের শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং পারিবারিক উদ্যোগে পরিচালিত কুটির শিল্প (যেমন- হস্তশিল্প, তাঁতের বস্ত্র, খেলনা ইত্যাদি। প্রতিষ্ঠানগুলোকে ঋণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করে।

❑ **দীর্ঘ মেয়াদী অর্থায়নের প্রধান হাতিয়ারসমূহ (Main Tools of Long Term Financing):**
▪ দীর্ঘ মেয়াদী অর্থায়নের প্রধানত ২ ধরনের হাতিয়ার রয়েছে। যেমনঃ
১. শেয়ার/স্টক (Share/ Stock)
২. বন্ড/ঋণপত্র (Bond/Debenture)

❑ **শেয়ার/স্টক (Share/Stock):**
▪ কোম্পানি সংগঠনের মূলধনকে সমপরিমাণ মূল্যের ক্ষুদ্র এককে ভাগ করা হলে প্রত্যেকটি একককে - শেয়ার বলে। শেয়ার কোম্পানির ওপর শেয়ার ক্রেতার স্বার্থ বা মালিকানাস্বত্বের নির্দেশ করে। শেয়ারের মূল্য ও সংখ্যা নির্দিষ্ট হয়ে থাকে।
▪ যিনি শেয়ার ক্রয় করেন তাকে- শেয়ারহোল্ডার বলে।
▪ শেয়ার বিক্রয় হতে সংগৃহীত অর্থকে কোম্পানির- শেয়ার মূলধন বলে।
▪ শেয়ার ক্রয় করে কোম্পানির মালিকানা লাভ করা যায়। এর শেয়ার হোল্ডাররা লভ্যাংশ পায় সবার শেষে।
▪ শেয়ার থেকে অর্জিত মুনাফাকে লভ্যাংশ বলে।
▪ কোম্পানির প্রতিটি শেয়ারের মূল্য সাধারণত সমান হয়।
▪ শেয়ারের ফেস ভ্যালুকে পার (Par) ভ্যালু বলা হয়।
▪ লিখিত মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্যে শেয়ার ইস্যু করা হলে তাকে- শেয়ার অধিহার বলে।
▪ লিখিত মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে শেয়ার ইস্যু করা হলে তাকে- শেয়ার অবহার বলে।
▪ **সাধারণ শেয়ার (Common Share) :** সাধারণ শেয়ার মালিকদের লভ্যাংশ সবসময় অনিশ্চিত থাকে। সাধারণ শেয়ারে বিনিয়োগের ঝুঁকি সব থেকে বেশি। বিনিয়োগের জন্য সর্বোত্তম শেয়ার হলো সাধারণ শেয়ার কারণ আয়ের হার সবচেয়ে বেশি। সাধারণ শেয়ার মালিকগণের ভোটাধিকার আছে।

CamScanner

- **অগ্রাধিকার শেয়ার (Preference Share) :** অগ্রাধিকার শেয়ারকে **হাইব্রিড/মিশ্র/সংকর শেয়ার/ঋণ ও ইক্যুইটির মিশ্রণ** বলা হয়। কম ঝুঁকির বিনিয়োগকারী এবং বিশেষ বিনিয়োগকারীর জন্য অগ্রাধিকার শেয়ার অধিক উত্তম। অগ্রাধিকার শেয়ার হোল্ডারদের লভ্যাংশ সবসময় নিশ্চিত থাকে। অগ্রাধিকার শেয়ার মালিকগণের ভোটাধিকার নেই।
- **অগ্রাধিকার শেয়ারকে হাইব্রিড বা সংকর জাতীয় সিকিউরিটি বলার কারণ :** অগ্রাধিকার শেয়ারকে হাইব্রিড সিকিউরিটি (Hybrid Security) বলার কারণ হলো, এ ধরনের শেয়ারের মধ্যে সাধারণ শেয়ার ও বন্ড এই উভয় সিকিউরিটিজের বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।

অগ্রাধিকার শেয়ার ও সাধারণ শেয়ারে বৈশিষ্ট্যের মিল হলো :

* অগ্রাধিকার শেয়ার ও সাধারণ শেয়ার উভয়ই কোম্পানির মালিকানা নির্দেশ করে।
* উভয় ক্ষেত্রে কোম্পানি লভ্যাংশ প্রদান না করলে দেউলিয়া হয়ে যায় না।
* কোনো কোনো ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার শেয়ার সাধারণ শেয়ারের মত চিরস্থায়ী মেয়াদি।

অগ্রাধিকার শেয়ারের সাথে বন্ডের বৈশিষ্ট্যের কিছু মিল হলো :

* অগ্রাধিকার শেয়ারের লভ্যাংশের হার নির্দিষ্ট থাকে। পক্ষান্তরে বন্ডের সুদের হার নির্দিষ্ট থাকে।
* কোম্পানির অবশিষ্ট আয়ের (Residual Earning) বন্টনের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার শেয়ারহোল্ডারগণ ও বন্ডহোল্ডারগণ অংশগ্রহণ করতে পারে না।
* বন্ডহোল্ডারগণের মত অগ্রাধিকার শেয়ারমালিকদের সাধারণত কোনো ভোটাধিকার নেই।

- **বিলম্বিত শেয়ার (Deferred Share) :** বিলম্বিত শেয়ার মালিকগণ অগ্রাধিকার ও সাধারণ শেয়ার মালিকদের লভ্যাংশ বন্টন এবং মূলধন ফেরত দেবার পর মূলধন ও লভ্যাংশ পায়। বিলম্বিত শেয়ারকে প্রবর্তকের শেয়ার বলে। এরা সবার শেষে লভ্যাংশ ও মূলধন ফেরত পায়। সাধারণত এরূপ শেয়ার সাধারণে বিক্রয় করা হয় না।
- **অন্যান্য শেয়ার (Others Share):**
  - **i) বোনাস শেয়ার (Bonus Share) :** শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে লভ্যাংশ না দিয়ে লভ্যাংশ হিসেবে শেয়ার বন্টন করা হলে ঐ শেয়ারকে অধিবৃত্তি বা বোনাস শেয়ার বলে। বর্তমান শেয়ার মালিকদের মধ্যে এটি বন্টন করা হয়। এরূপ শেয়ারের জন্য কোনো অর্থ পরিশোধ করতে হয় না। সংরক্ষিত তহবিলে অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য বোনাস শেয়ার ইস্যু করা হয়। এ শেয়ার ইস্যু করলে শেয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি পায় কিন্তু শেয়ার মালিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় না।
  - **ii) অধিকার শেয়ার (Right Share) :** কোনো কোম্পানি অধিকতর মূলধন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে নতুন শেয়ার বিলির সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় তার সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ ক্রয়ের অধিকার আনুপাতিক হারে পুরাতন শেয়ারহোল্ডারদের জন্য সংরক্ষণ করলে তাকে- অধিকারযোগ্য শেয়ার বলে। বর্তমান শেয়ার মালিকদের নিকট নতুন মূল্যে নতুন শেয়ার ইস্যু করা হয়। অধিকার শেয়ার দ্বারা মূলধন বৃদ্ধি পায়। অধিকার শেয়ারকে Right share বলা হয়।
  - **iii) অনাঙ্কিক মূল্যের শেয়ার (No Par Value Share) :** এটি একটি বিশেষ প্রকারের শেয়ার। যে শেয়ারের প্রতি মূল্য নির্দিষ্ট করে লেখা থাকে না তাকে বলা হয় অনাঙ্কিক মূল্যের শেয়ার (No Per Value Share). এ শেয়ারের ক্ষেত্রে শেয়ার ইস্যুর সময় পরিচালকমণ্ডলী কর্তৃক শেয়ার প্রতি মূল্য নির্ধারণ করে শেয়ার ইস্যু করা হয়। বর্তমানে অধিকাংশ American Company এ ধরনের শেয়ার ইস্যুর অনুমোদন নিয়ে গঠন করা হয়ে থাকে। এটি বাংলাদেশে নেই, তবে কানাডা এবং বেলজিয়ামে এটি দেখা যায়।
- **স্টক (Stock) :** পূর্ণ পরিশোধিত শেয়ারের সমষ্টিকে স্টক (Stock) বলা হয়। স্টকের মূল্য ও সংখ্যা নির্দিষ্ট থাকে না। শেয়ারকে স্টকে পরিণত করতে হলে কোম্পানির সাধারণ সভায় বিশেষ প্রস্তাব পাশ করতে হয়। কোম্পানির সাধারণ সভায় বিশেষ প্রস্তাব পাশ করার ১৫ দিনের মধ্যে তা কোম্পানির নিবন্ধককে জানাতে হয়। শেয়ারকে স্টকে রূপান্তর করার কথা কোম্পানি আইনের ৫৪(১) ধারায় বলা হয়েছে।
- **শেয়ার/স্টক খণ্ডন(Share Spilt/Stock Spilt) :** শেয়ার খণ্ডন (Share Spilt/Stock Spilt) হলো একটি শেয়ার বা স্টককে সমমূল্যের অনেকগুলো ছোট ছোট অংশে ভাগ করে ফেলা। এর ফলে কোম্পানির শেয়ারের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, শেয়ার মূল্য হ্রাস পায় এবং মূলধন অপরিবর্তিত থাকে। এর উদ্দেশ্য বিনিয়োগযোগ্যতা বৃদ্ধি। **উদাহরণ :** ২০০ টাকা মূল্যের একটি শেয়ারকে ১০ টাকা মূল্যের ২০ খণ্ডে বিভক্ত করা হলে শেয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে একটির স্থলে ২০টি হবে, শেয়ারের মূল্য ২০০ টাকা থেকে কমে ১০ টাকা হবে এবং শেয়ার মূলধন ২০০ টাকায় অপরিবর্তিত থাকবে। Reverse Spilt এর মাধ্যমে শেয়ারের সংখ্যা হ্রাস পায়, শেয়ার মূল্য বৃদ্ধি পায় এবং মূলধন অপরিবর্তিত থাকে।

❑ প্রতিজ্ঞাপত্র বা ঋণপত্র (Bond or Debenture):

- বন্ড বা ঋণপত্র হচ্ছে এক ধরনের ঋণের দলিল যার মাধ্যমে কোম্পানি জনগণ বা বিভিন্ন ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে দীর্ঘমেয়াদের জন্য ঋণ গ্রহণ করে।
- ঋণপত্রের মধ্যে ঋণগ্রহণকৃত অর্থের পরিমাণ, ঋণ পরিশোধের সময়, সুদের হার ও অন্যান্য ঋণ সংক্রান্ত শর্তাদির উল্লেখ থাকে।
- বন্ড বা ঋণপত্র হচ্ছে ঋণ গ্রহণকারী ও প্রদানকারীর মধ্যে এমন একটি চুক্তিপত্র যার মধ্যে ঋণকৃত অর্থের পরিমাণ, ঋণ পরিশোধের নিশ্চয়তা, সুদের হার, পরিশোধের তারিখ ইত্যাদির উল্লেখ থাকে।
- বন্ড বা ঋণপত্রের সঙ্গে অপর একটি চুক্তিনামা সংযুক্ত থাকে যার মধ্যে ঋণ প্রদান সংক্রান্ত বিভিন্ন শর্তাদির উল্লেখ থাকে এবং এই চুক্তিপত্রটিকে বলা হয় বন্ড ইনডেঞ্চার।
- বন্ড বা ঋণপত্র একটি ঋণের দলিল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বন্ড বা ঋণপত্রের ধারক বা পাওনাদার ঋণপত্র ইস্যুকারীর নিকট হতে নির্দিষ্ট পরিমাণ সুদ পাওয়ার অধিকারী এবং নির্দিষ্ট সময়ান্তে আসল টাকাও ফেরত পায়। এ দলিলের মধ্যে ঋণের সকল শর্ত লিপিবদ্ধ থাকে।

বন্ড

❑ বন্ড (Bond) :

বন্ড হলো দীর্ঘমেয়াদি ঋণের হাতিয়ার যা বিক্রয় করে কোম্পানি তহবিল সংগ্রহ করে। বন্ডহোল্ডাররা কোম্পানির পাওনাদার। এটি ঋণের দলিল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বন্ড বা ঋণপত্রের ধারক বা পাওনাদার ঋণপত্র ইস্যুকারীর নিকট হতে নির্দিষ্ট পরিমাণ সুদ পায়। বন্ডকে স্থায়ী আয় সিকিউরিটি বলা হয়।

❑ বন্ড ইস্যুকারি কর্তৃপক্ষ (Bond Issuing Authority):

১. **সরকার (Government):** সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত দীর্ঘমেয়াদি বন্ডকে ট্রেজারি বন্ড বলে। ট্রেজারি বন্ড দেউলিয়াত্ব ঝুঁকি মুক্ত। উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারের পক্ষে ৫ বছর এবং ১০ বছর মেয়াদি ট্রেজারি বন্ড ইস্যু করে থাকে। ট্রেজারি বন্ডের ইল্ড (প্রাপ্তি) অন্যান্য বন্ডের তুলনায় কম হয়।

২. **কোম্পানি বা কর্পোরেশন (Corporation):** কোম্পানি বা কর্পোরেশন কর্তৃক ইস্যুকৃত দীর্ঘমেয়াদি বন্ডকে কর্পোরেট বন্ড বলা হয়। বেশির ভাগ বৃহৎ কোম্পানি তাদের প্রয়োজনীয় তহবিল বন্ডের মাধ্যমে সংগ্রহ করে থাকে। কর্পোরেট বন্ডকে সিনিয়র সিকিউরিটি বলা হয়। কারণ হলো কোম্পানির বিলোপসাধন ঘটলে অগ্রাধিকার শেয়ারহোল্ডার এবং সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের দাবি পরিশোধের পূর্বে বন্ডহোল্ডারদের দাবি পরিশোধ করতে হয়।

CS CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

৩. **বৈদেশিক সরকার বা কোম্পানি (Foreign Government or Company):** বৈদেশিক সরকার বা কোম্পানি কর্তৃক ইস্যুকৃত বন্ডকে বৈদেশিক বন্ড বলে। বৈদেশিক কর্পোরেট বন্ডে দেউলিয়াত্ব ঝুঁকির সম্ভাবনা থাকে। এছাড়াও মুদ্রা বা বৈদেশিক বিনিময় ঝুঁকিও রয়েছে।

৪. **মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষ (Municipal Authority):** ফেডারেল গভর্নমেন্ট এবং এর এজেন্সিসমূহ ব্যতীত অন্যান্য স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহ (যেমন- এয়ারপোর্ট অথরিটি) কর্তৃক ইস্যুকৃত বন্ডকে মিউনিসিপ্যাল বন্ড বলে। এই বন্ডের ঝুঁকি নির্ভর করে এর বিক্রয়যোগ্যতা (Marketability) এবং ক্রেডিট রেটিং এর ওপর।

❑ বন্ডের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Bond):

বন্ড বা ঋণপত্র হলো দীর্ঘমেয়াদি, স্থায়ী-আয় (fixed income) আর্থিক সিকিউরিটি। বন্ডহোল্ডাররা হচ্ছে ফার্মের পাওনাদার। বন্ডের ওপর লিখিত মূল্যকে অভিহিত মূল্য বলা হয়। নিম্নে বন্ডের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

১. **সুদের হার (Interest Rate) :** সাধারণত বন্ডের লিখিত মূল্যের ওপর নির্দিষ্ট হারে সুদ প্রদান করা হয় এবং একে কুপন রেট (Coupon Rate) বা চুক্তিবদ্ধ সুদের হার বলে। এই কুপন সুদের হারের মাধ্যমে বন্ডের লিখিত মূল্যের ওপর বার্ষিক বা অর্ধবার্ষিক ভিত্তিতে কি পরিমাণ সুদ বন্ডহোল্ডারদেরকে প্রদান করতে হবে তা নির্ণয় করা হয়।

২. **পরিপক্বতা (Maturity) :** বন্ড সাধারণত একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ইস্যু করা হয়। এখানে মেয়াদ বলতে ঐ সময়কে বুঝায় যে পর্যন্ত না ফার্ম বা কোম্পানি বন্ডের সমমূল্য পরিশোধের মাধ্যমে বন্ডসমূহ বন্ডহোল্ডারদের কাছ থেকে ক্রয় করে।

৩. **পরিশোধ (Redemption):** বেশিরভাগ বন্ড হলো পরিশোধযোগ্য। অর্থাৎ আসল নির্দিষ্ট সময় পরে আসল অর্থ পরিশোধের মাধ্যমে ফেরত গ্রহণ করে থাকে। মেয়াদ শেষে সমূহকে দু'ভাবে পরিশোধ করা যায়। যথা- (১) নিমজ্জিত তহবিল (Sinking Fund) বা (২) কল প্রভিশন এর মাধ্যমে।

- **নিমজ্জিত তহবিল (Sinking Fund):** নিমজ্জিত তহবিল সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো সময়মত ঋণ পরিশোধ করা। সাধারণত দীর্ঘমেয়াদি কোন ঋণ পরিশোধ করা, প্রয়োজনীয় কোন সম্পদ কেনা কিংবা বিদ্যমান সম্পদের অবচয়জনিত ক্ষয়ের জন্য তার প্রতিস্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রতিবছর মুনাফা থেকে একটি নির্দিষ্ট অংশ আলাদা করে রেখে তৈরি করা তহবিলকে নিমজ্জিত তহবিল বা প্রতিপূরক তহবিল বলে।
- **পুনঃক্রয় বা কল প্রভিশন (Buy Back (Call) Provision) :** কল প্রভিশন বলতে মেয়াদপূর্তির বা পরিপক্ব তারিখের পূর্বেই কোম্পানি কর্তৃক বন্ড ক্রয় করাকে বুঝায়। যে দামে বন্ডের মূল্য পরিশোধ করা হয় তাকে তলব মূল্য (Call Price) বলে। তলব মূল্য বন্ডের সমমূল্য (Par Value) হতে বেশি হতে পারে। তলব মূল্য এবং সমমূল্যের পার্থক্যকে কল প্রিমিয়াম বলা হয়।

৪. **একক মূল্য (Denomination):** প্রতিটি বন্ডের লিখিত মূল্যকে একক মূল্য বলা হয়।

৫. **ইনডেঞ্চার (Indenture) :** বন্ডহোল্ডার এবং ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বন্ডহোল্ডারের অধিকার এবং বন্ড ইস্যুকারীর দায়-দায়িত্ব সম্পর্কিত লিখিত বৈধ দলিলকে বন্ড ইনডেঞ্চার বলে ।

৬. **জামানত (Security) :** ঋণপত্র জামানতযুক্ত ও জামানতহীন উভয় ধরনের হতে পারে। জামানত যুক্ত ঋণপত্রের ক্ষেত্রে কোম্পানির নির্দিষ্ট কোন সম্পত্তিকে জামানত হিসেবে রাখা হয়। কোম্পানি দেউলিয়া হলে, উক্ত জামানত বিক্রয় করে প্রথমে বন্ডের মালিকদের পাওনা পরিশোধ করতে হয়।

৭. **বন্ড হতে প্রাপ্তি (ইল্ড) (Yield):** বন্ড বা ঋণপত্রের ইল্ড এর বাজারে মূল্যের সাথে সম্পর্কিত। ফলে এটা কুপন সুদ হার হতে ভিন্ন হতে পারে। ইল্ড দুই ধরনের হয়ে থাকে। যেমন- চলতি ইল্ড (Current Yield) এবং মূলধনী লাভ ইল্ড (Capital Gain Yield)। মনে করুন কোন একটি বন্ডের কুপন রেট ১৪%, সমমূল্য (Par Value) হলো ১,০০০ টাকা এবং বর্তমান বাজার মূল্য ৭৫০ টাকা। তাহলে,

$$\text{চলতি ইল্ড (Current Yield)} = \frac{\text{বার্ষিক সুদের পরিমাণ}}{\text{বন্ডের বর্তমান বাজার মূল্য}} = \frac{১৪০}{৭৫০} = ০.১৮৭ = ১৮.৭০\%$$

একটি বন্ড ১,০০০ টাকা মূল্যে ক্রয় করে, পরবর্তীতে ১,০৫০ টাকায় বিক্রি করলে, মূলধনী লাভ হবে ৫০ টাকা। তাহলে,

$$\text{মূলধনী লাভ ইল্ড (Current Gain Yield)} = \frac{\text{সমাপনী মূল্য–প্রারম্ভিক মূল্য}}{\text{প্রারম্ভিক মূল্য}} = \frac{১০৫০-১০০০}{১০০০} = \frac{৫০}{১০০০} = ৫\%$$

৮. **সম্পত্তি ও আয়ের ওপর দাবি (Claim):** কোম্পানির বন্ডহোল্ডারগণ শেয়ার মালিকদের চেয়ে আগে আয়ের ওপর দাবি করতে পারে। অগ্রাধিকার শেয়ার এবং সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের লভ্যাংশ প্রদানের পূর্বেই বন্ডহোল্ডারদের সুদ পরিশোধ করতে হয়। কোম্পানির বিলোপসাধন হলে বন্ডহোল্ডাররা শেয়ার মালিকদের চেয়ে আগে সম্পত্তির ওপর দাবি করতে পারে।

❑ বন্ড বা ঋণপত্রের প্রকারভেদ (Classification of Bond or Debenture)

(১) ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষের ভিত্তিতে:

(ক) **ট্রেজারি বন্ড (Tresurry Bond):** সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত বন্ডকে ট্রেজারি বন্ড বলে।
(খ) **মিউনিসিপ্যাল বন্ড (Municipal Bond):** সরকারি অনুমোদন সাপেক্ষে মিউনিসিপ্যাল কর্তৃপক্ষ এ ধরনের বন্ড ইস্যু করে।
(গ) **কর্পোরেট বন্ড (Corporate Bond):** বিভিন্ন যৌথ মূলধনী কোম্পানি এ ধরনের বন্ড ইস্যু করে।
(ঘ) **বৈদেশিক বন্ড (Foreign Bond):** বিদেশি সরকার বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইস্যুকৃত বন্ড বৈদেশিক বন্ড হিসেবে পরিচিত।

(২) জামানতের ওপর ভিত্তি করে বন্ডের শ্রেণিবিভাগ:

A. **জামানতবিহীন বন্ড (Unsecured Bond):** জামানত ছাড়া যখন বন্ড ইস্যু করা হয় তখন তাকে জামানতবিহীন বন্ড বলে। জামানতবিহীন বন্ডকে ঋণপত্র বা ডিবেঞ্চার বলা হয়। শুধুমাত্র বৃহৎ এবং আর্থিকভাবে সচ্ছল কোম্পানি যাদের ক্রেডিট রেটিং অনেক ভাল, ঋণপত্র বা ডিবেঞ্চার ইস্যু করতে পারে। জামানতবিহীন বন্ডসমূহ নিম্নরূপ:

(ক) **ঋণপত্র (Debenture):** দীর্ঘমেয়াদি জামানতবিহীন ঋণের হাতিয়ার বা দলিলকে ঋণপত্র বলে। শুধুমাত্র বৃহৎ এবং আর্থিকভাবে সচ্ছল কোম্পানি যাদের ক্রেডিট রেটিং অনেক ভালো, ঋণপত্র ইস্যু করতে পারে।

(খ) **আয় বন্ড (Income Bond):** যে বন্ডের সুদ পরিশোধ নির্ভর করে বন্ড ইস্যুকারী কোম্পানির আয়ের ওপর তাকে আয় বন্ড বলে। এ ধরনের বন্ড সাধারণ বা প্রচলিত বন্ডের মতই। কিন্তু এক্ষেত্রে সুদ পরিশোধ নির্ভর করে ঋণগ্রহীতা কোম্পানির আয়ের ওপর। যদি কোম্পানির আয় পর্যাপ্ত পরিমাণে হয় তাহলে বন্ডের ওপর সুদ প্রদান করা হয়।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

(গ) অধীন ঋণপত্র (Subordinated Debenture): কোম্পানির ঋণপত্রসমূহের মধ্যে যদি এমন ধরনের কিছু ঋণপত্র থাকে যেগুলোর দাবি কোম্পানির বিলোপসাধন ঘটলে অন্যান্য নিশ্চয়তাবিহীন ঋণপত্রের দাবি পরিশোধের পর মেটানো হয়, তবে সে ধরনের ঋণপত্রকে অধীন ঋণপত্র বলে। পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত অধীন ঋণপত্র পরিশোধ করা হয় না।

B. জামানতযুক্ত বন্ড (Secured Bond): যে সকল ঋণপত্রের বিপরীতে জামানত প্রদান করতে হয়, তাদের জামানতযুক্ত বন্ড বলে। মর্টগেজ বন্ড জামানতযুক্ত বন্ড। জামানতযুক্ত বন্ডগুলো নিম্নরূপ:

(ক) মর্টগেজ বন্ড (Mortgage Bond):
- সাধারণত স্থায়ী সম্পত্তি জামানত রেখে যে সকল ঋণপত্র ইস্যু করা হয় তাদেরকে মর্টগেজ বন্ড বলে।
- এখানে জামানতকৃত সম্পদের বাজার মূল্য বন্ডের অন্তর্নিহিত মূল্যের অপেক্ষা বেশি হতে হয়।
- ঋণপত্র ইস্যুকারী যদি কোন শর্ত পালনে ব্যর্থ হয় তবে ট্রাস্টি ঋণদাতার পক্ষে জামানত সম্পত্তি বিক্রয়ের মাধ্যমে ঋণদাতার পাওনা পরিশোধ করার ব্যবস্থা করে।

(খ) ইক্যুইপমেন্ট ট্রাস্ট সার্টিফিকেট (Equipment Trust Certificate):
- এক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতির বিপরীতে ঋণ দেয়া হয়। যন্ত্রপাতির স্থায়িত্বকালের ওপর ভিত্তি করে ঋণের মেয়াদ নির্ধারিত হয়।
- মূলত যন্ত্রপাতি কেনার জন্যই এই ঋণের ব্যবস্থা করা হয়।
- ঋণগ্রহীতা যতদিন টাকা পরিশোধ না করবে, জামানতকৃত দ্রব্যের মালিকানা ততদিন ট্রাস্টির কাছে থাকবে।
- টাকা পরিশোধের পর ক্রয়কৃত দ্রব্য যা জামানত রাখা হয়েছিল তার মালিকানা ঋণ গ্রহীতার কাছে চলে আসবে।

(গ) চ্যাটেল মর্টগেজ (Chattle Mortgage):
- এই ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যক্তিগত ব্যবহার্য সম্পত্তি জামানত রেখে ঋণ নেয়া হয়।

(৩) মালিকানার ভিত্তিতে বন্ড (Bond in terms of Ownership):

(ক) নিবন্ধিত বন্ড (Registered Bond):
- এই সকল বন্ডের ধারকের নাম কোম্পানি নিবন্ধন বহিতে নিবন্ধিত থাকে। ফলে বন্ডগুলো হস্তান্তরযোগ্য নয়।
- নির্দিষ্ট সময়ান্তে মালিকের ঠিকানায় সুদের টাকা পাঠিয়ে দেয়া হয়।

(খ) বাহক বন্ড (Bearer Bond):
- এই ধরনের বন্ড হস্তান্তরযোগ্য। কারণ এর ধারক কোম্পানির নিকট নিবন্ধিত থাকে না।
- বন্ডটি যখন যার কাছে থাকবে সে তখন তার ধারক থাকবে এবং সেই সুদ ভোগ করবে।
- এই বন্ডের সঙ্গে সুদের কথা উল্লেখ করে নির্দিষ্ট তারিখসমূহে জন্য কুপন লাগানো থাকে, ধারক কোম্পানিতে কুপন জমা দিয়ে সুদের টাকা তুলতে পারেন।

(৪) অন্যান্য বন্ড :

(ক) জিরো কুপন বন্ড (Zero Coupon Bond):
- এই ধরনের ঋণপত্র ধারককে কোনো প্রকার সুদ প্রদান করা হয় না। এগুলো বাট্টায় বিক্রয় করা হয় এবং মেয়াদ পূর্তিতে বন্ডের সমুদয় মূল্য ফেরত দেয়া হয়।
- ক্রয়মূল্য ও ঋণপত্রের অন্তর্নিহিত মূল্যের (Face Value) পার্থক্যই হলো ঋণপত্র ধারকের আয়।

(খ) স্থায়ী ও পরিবর্তনশীল সুদযুক্ত বন্ড (Fixed and Variable Interest Bearing Bond):
- যে সকল বন্ডের ধারক নির্দিষ্ট সময়ান্তে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সুদ পান তাকে বলে স্থায়ী সুদযুক্ত বন্ড।
- কিন্তু বন্ডগ্রহীতা যদি নির্দিষ্ট সময় পর পর ভিন্ন ভিন্ন হারে পান তবে তাকে পরিবর্তনশীল সুদযুক্ত বন্ড বলে।

(গ) তলবযোগ্য বন্ড (Callable Bond):
- এই ধরনের ঋণপত্র ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠান যে কোন সময় বা একটি নির্দিষ্ট সময় পর ধারকের নিকট হতে বন্ডটি পুনঃক্রয় করতে পারেন।

(ঘ) পুট বন্ড (Put Bond):
- এই ধরনের ঋণপত্রের ধারক ঋণগ্রহীতাকে ঋণপত্র পুনঃক্রয়ের জন্য (একটি নির্দিষ্ট দামে) চাপ প্রয়োগ করতে পারে অর্থাৎ পুট বৈশিষ্ট্যটি Call বৈশিষ্ট্যের ঠিক বিপরীত।

(ঙ) পরিবর্তনযোগ্য বন্ড (Convertible Bond):
- এই জাতীয় বন্ড পরিপক্কতার পূর্বে ঋণদাতার ইচ্ছার ওপর ভিত্তি করে সাধারণ শেয়ারে রূপান্তরিত করা যায়।

Part 2 At a glance [Most Important Information]

- পাঁচ বা সাত বছরের বেশি সময়ের জন্য যে অর্থায়ন করা হয় তাকে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন বলে।
- কোম্পানি সংগঠনের মূলধনকে সমপরিমাণ মূল্যের ক্ষুদ্র এককে ভাগ করা হলে প্রত্যেকটি একককে - শেয়ার বলে।
- কোম্পানির প্রতিটি শেয়ারের মূল্য সমান হয়।
- সাধারণ শেয়ার মালিকদের লভ্যাংশ সবসময় অনিশ্চিত থাকে।
- অগ্রাধিকার শেয়ারকে হাইব্রিড/মিশ্র/সংকর শেয়ার/ঋণ ও ইক্যুইটির মিশ্রণ বলা হয়।
- অগ্রাধিকার শেয়ারহোল্ডারগণের ভোটাধিকার নেই।
- বন্ডহোল্ডারগণের মত অগ্রাধিকার শেয়ারমালিকদের সাধারণত কোন ভোটাধিকার নেই।
- শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে লভ্যাংশ না দিয়ে লভ্যাংশ হিসেবে শেয়ার বন্টন করা হলে ঐ শেয়ারকে অধিবৃত্তি বা বোনাস শেয়ার বলে।
- পূর্ণ পরিশোধিত শেয়ারের সমষ্টিকে স্টক (Stock) বলা হয়।
- যে শেয়ারের শেয়ার প্রতি মূল্য নির্দিষ্ট করে লেখা থাকে না তাকে বলা হয় অনাঙ্কিক মূল্যের শেয়ার (No Per Value Share).
- শেয়ার মালিকানার মুখ্য প্রামাণ্য দলিল হলো শেয়ার সার্টিফিকেট
- বন্ড বা ঋণপত্র হচ্ছে এক ধরনের ঋণের দলিল যার মাধ্যমে কোম্পানি জনগণ ও বিভিন্ন ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে দীর্ঘমেয়াদের জন্য ঋণ গ্রহণ করে।
- বন্ড হলো দীর্ঘমেয়াদি ঋণের হাতিয়ার যা বিক্রয় করে কোম্পানি তহবিল সংগ্রহ করে।
- সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত দীর্ঘমেয়াদি বন্ডকে ট্রেজারি বন্ড বলে।
- কর্পোরেট বন্ডকে সিনিয়র সিকিউরিটি বলা হয়।
- বৈদেশিক কর্পোরেট বন্ডে দেউলিয়াত্ব ঝুঁকির সম্ভাবনা থাকে।
- বেশিরভাগ বন্ড হলো পরিশোধযোগ্য।
- প্রতিটি বন্ডের লিখিত মূল্যকে একক মূল্য বলা হয়।
- নিমজ্জিত তহবিল সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো সময়মত ঋণ পরিশোধ করা

CS CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

Part 3 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

1. দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের উৎস কোনটি?
Ⓐ ট্রেজারি বিল Ⓑ ট্রেজারি বন্ড
Ⓒ বাণিজ্যিক ব্যাংক Ⓓ বাণিজ্যিক কাগজ **Ans Ⓑ**

2. ঋণপত্র কোন বাজারে বিক্রয় করা হয়?
Ⓐ মুদ্রা বাজার Ⓑ খুচরা বাজার
Ⓒ পাইকারি বাজার Ⓓ বন্ড বাজার **Ans Ⓓ**

3. নিচের কোনটিকে সংকর জাতীয় সিকিউরিটি বলা হয়?
Ⓐ বোনাস শেয়ার Ⓑ অগ্রাধিকার শেয়ার
Ⓒ সাধারণ শেয়ার Ⓓ রাইট শেয়ার **Ans Ⓑ**

4. স্থির আর্থিক প্রতিদানযুক্ত আর্থিক হাতিয়ার নয় কোনটি?
Ⓐ সাধারণ শেয়ার Ⓑ কুপন বন্ড
Ⓒ চিরস্থায়ী বন্ড Ⓓ জিরো কুপন বন্ড **Ans Ⓐ**

5. নিচের কোনটি অভ্যন্তরীণ অর্থসংস্থানের উৎস?
Ⓐ সাধারণ সঞ্চিতি Ⓑ বাণিজ্যিক ব্যাংক
Ⓒ বিমা কোম্পানি Ⓓ বিনিয়োগ ব্যাংক **Ans Ⓐ**

6. অর্থসংস্থানের বাহ্যিক উৎস কোনটি?
Ⓐ উদ্যোক্তাদের মূলধন Ⓑ অবচয়
Ⓒ আর্থিক প্রতিষ্ঠান Ⓓ সংরক্ষিত আয় **Ans Ⓒ**

7. নিচের কোন ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন ব্যবহার করা হয়?
Ⓐ যন্ত্রপাতি মেরামত Ⓑ কাঁচামাল ক্রয়
Ⓒ মজুরি প্রদান Ⓓ সম্পত্তি প্রতিস্থাপন **Ans Ⓓ**

8. সংরক্ষিত মুনাফা সাধারণত কোন কাজে ব্যবহার করা হয়?
Ⓐ দায় পরিশোধে Ⓑ লভ্যাংশ প্রদানে
Ⓒ কর্মীদের বেতন প্রদানে Ⓓ প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণের কাজে **Ans Ⓓ**

9. নিচের কোন উৎসটির মূলধন ব্যয় সবচেয়ে কম?
Ⓐ সাধারণ শেয়ার Ⓑ অগ্রাধিকার শেয়ার
Ⓒ ঋণপত্র Ⓓ সংরক্ষিত আয় **Ans Ⓒ**

10. ফার্মে স্থায়ী সম্পত্তি অর্জন ও বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে সংগৃহীত অর্থায়ন হয়ে থাকে-
Ⓐ স্বল্পমেয়াদি উৎস হতে Ⓑ মধ্যমেয়াদি উৎস হতে
Ⓒ দীর্ঘমেয়াদি উৎস হতে Ⓓ চলতি মূলধন হতে **Ans Ⓒ**

11. দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের হাতিয়ার কোনটি?
Ⓐ বাণিজ্যিক পত্র Ⓑ স্টক ও বন্ড
Ⓒ প্রত্যয়পত্র Ⓓ সংরক্ষিত মুনাফা **Ans Ⓑ**

12. অগ্রাধিকার শেয়ার মালিকরা লভ্যাংশ পেয়ে থাকে-
Ⓐ নির্দিষ্ট হারে Ⓑ অনির্দিষ্ট হারে
Ⓒ ঋণের আগে Ⓓ সাধারণ শেয়ারের পরে **Ans Ⓐ**

13. একটা প্রতিষ্ঠান যখন তার অর্জিত মুনাফার সম্পূর্ণ বণ্টন না করে কিছু অংশ প্রতিষ্ঠানে রেখে দেয়, তখন তাকে কী বলে?
Ⓐ অবণ্টিত আয় Ⓑ সংরক্ষিত আয়
Ⓒ জমাকৃত আয় Ⓓ নিজস্ব আয় **Ans Ⓑ**

14. ব্যবসায়ের স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয় ও বিনিয়োগের জন্য সংগ্রহ করা হয় –
Ⓐ স্বল্পমেয়াদি অর্থায়ন Ⓑ মধ্যমেয়াদি অর্থায়ন
Ⓒ চলতি সম্পদ অর্থায়ন Ⓓ দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন **Ans Ⓓ**

15. দীর্ঘমেয়াদি ঋণের সুবিধা কোনটি?
Ⓐ নবায়নযোগ্য Ⓑ নমনীয়তা
Ⓒ কর সুবিধা Ⓓ দ্রুত প্রক্রিয়া **Ans Ⓒ**

16. নিচের কোন প্রতিষ্ঠান অবলেখকের কাজ করে?
Ⓐ বাণিজ্যিক ব্যাংক Ⓑ বিনিয়োগ ব্যাংক
Ⓒ বিমা কোম্পানি Ⓓ ইজারা কোম্পানি **Ans Ⓑ**

17. নিচের কোনটি অর্থায়নের প্রাতিষ্ঠানিক উৎস?
Ⓐ বাণিজ্যিক ব্যাংক Ⓑ শেয়ার
Ⓒ স্থানীয় মহাজন Ⓓ বন্ড **Ans Ⓐ**

18. নিচের কোনটি অর্থায়নের বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান?
Ⓐ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক Ⓑ জনতা ব্যাংক
Ⓒ সোনালী ব্যাংক Ⓓ ঢাকা ব্যাংক **Ans Ⓐ**

19. যে বন্ডের ওপর সুদ প্রদান করা হয় না, তাকে কী বলে?
Ⓐ কুপন বন্ড Ⓑ জিরো কুপন বন্ড
Ⓒ জাঙ্ক বন্ড Ⓓ ট্রেজারি বন্ড **Ans Ⓑ**

20. নিচের কোনটি ঝুঁকিমুক্ত আর্থিক সম্পদ?
Ⓐ সাধারণ শেয়ার Ⓑ অগ্রাধিকার শেয়ার
Ⓒ ট্রেজারি বন্ড Ⓓ ডিবেঞ্চার **Ans Ⓒ**

21. ঋণগ্রহীতা কোন বন্ড পুনঃক্রয় করে বন্ডের অবসায়ন ঘটাতে পারে?
Ⓐ ইনকাম বন্ড Ⓑ কল বন্ড
Ⓒ নিবন্ধিত বন্ড Ⓓ পুট বন্ড **Ans Ⓑ**

22. ট্রেজারি বন্ড ইস্যুকারী কে?
Ⓐ সিটি কর্পোরেশন Ⓑ সরকার
Ⓒ বাণিজ্যিক ব্যাংক Ⓓ কোম্পানি **Ans Ⓑ**

23. নিচের কোনটি সব থেকে ঝুঁকিপূর্ণ বন্ড?
Ⓐ জাঙ্ক বন্ড Ⓑ শূন্য কুপন বন্ড
Ⓒ পুট বন্ড Ⓓ ফেরতযোগ্য বন্ড **Ans Ⓐ**

24. নিচের কোনটি বন্ড ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষ নয়?
Ⓐ সরকার Ⓑ যৌথমূলধনী কোম্পানি
Ⓒ অংশীদারি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান Ⓓ সিটি কর্পোরেশন **Ans Ⓒ**

25. কোন বন্ডের ক্ষেত্রে ঋণদাতার নাম ও ঠিকানা ইত্যাদি লিখিত থাকে?
Ⓐ বাহক বন্ড Ⓑ ইনকাম বন্ড
Ⓒ নিবন্ধিত বন্ড Ⓓ জিরো কুপন বন্ড **Ans Ⓒ**

26. কোম্পানির কর্তৃক ইস্যুকৃত বন্ডকে কী বলা হয়?
Ⓐ মিউনিসিপ্যাল বন্ড Ⓑ কর্পোরেট বন্ড
Ⓒ ট্রেজারি বন্ড Ⓓ রূপান্তরযোগ্য বন্ড **Ans Ⓑ**

27. বাংলাদেশ ব্যাংক কার পক্ষে ট্রেজারি বন্ড ইস্যু করে?
Ⓐ বাণিজ্যিক ব্যাংক Ⓑ সরকার
Ⓒ বিদেশি কোম্পানি Ⓓ সিটি কর্পোরেশন **Ans Ⓑ**

28. সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত বন্ডকে কী বলা হয়?
Ⓐ মিউনিসিপ্যাল বন্ড Ⓑ ট্রেজারি বন্ড
Ⓒ কর্পোরেট বন্ড Ⓓ জাঙ্ক বন্ড **Ans Ⓑ**

29. জিরো কুপন বন্ড বিক্রি করা হয়-
Ⓐ অভিহিত মূল্য Ⓑ অবহারে
Ⓒ অধিহারে Ⓓ বাজার মূল্যে **Ans Ⓑ**

30. নিচের কোনটিকে ডিপ ডিসকাউন্ট বন্ড বলা হয়?
Ⓐ চিরস্থায়ী বন্ড Ⓑ জাঙ্ক বন্ড
Ⓒ আয় বন্ড Ⓓ শূন্য কুপন বন্ড **Ans Ⓓ**

31. সুদের হার ও বন্ডের মূল্যের মধ্যে কোন ধরনের সম্পর্ক বিদ্যমান?
Ⓐ সমানুপাতিক Ⓑ নিরপেক্ষ
Ⓒ ঋণাত্মক Ⓓ ধনাত্মক **Ans Ⓒ**

32. বন্ডের প্রয়োজনীয় আয়ের হার বৃদ্ধি পেলে নিচের কোনটি হ্রাস পাবে?
Ⓐ অন্তর্নিহিত মূল্য Ⓑ বার্ষিক সুদের পরিমাণ
Ⓒ অভিহিত মূল্য Ⓓ মেয়াদপূর্তির মূল্য **Ans Ⓐ**

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

প্রথম পত্র
অধ্যায় ৭

মূলধন ব্যয়

Part 1

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

মূলধন ব্যয়ের মৌলিক ধারণা

❑ **মূলধন ব্যয় (Cost of Capital) :**
দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে মূলধন সংগ্রহ করার জন্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যে অর্থ ব্যয় করে তাকে 'মূলধন ব্যয়' (Cost of Capital) বলে। মূলধন ব্যয় বলতে একটি কোম্পানির তহবিলসমূহের (ঋণ ও ইক্যুইটি) ব্যয়কে বুঝায়।

❑ **মূলধন ব্যয়ের কতিপয় ধারণা (Some Concept Cost of Capital) :**

ঐতিহাসিক ব্যয় (Historical Cost)	অতীতের সকল প্রকার ব্যয়কে ঐতিহাসিক ব্যয় বলে।
ভবিষ্যৎ ব্যয় (Future Cost)	ভবিষ্যৎ ব্যয় মূলত পূর্বানুমানকৃত ব্যয়।
সুনির্দিষ্ট ব্যয় (Specific Cost)	সাধারণ শেয়ার, অগ্রাধিকার শেয়ার, দীর্ঘমেয়াদি ঋণ এবং সংরক্ষিত আয়ের যোগসূত্রে মূলধন কাঠামো গঠিত হয়। এই চারটি উপাদানের ব্যয় আলাদা বিনিয়োগ প্রকল্প সুনির্দিষ্ট ব্যয় বলে।
ব্যক্ত ব্যয় (Explicit Cost)	প্রত্যক্ষভাবে যে ব্যয় পরিশোধ করতে হয় তাকে ব্যক্ত ব্যয় বলে।
অব্যক্ত বা অন্তর্নিহিত ব্যয় (Implicit Cost)	অব্যক্ত ব্যয় হলো বিকল্প প্রকল্প থেকে প্রত্যাশিত লাভের হার যা বর্তমান প্রকল্পে বিনিয়োগের জন্য ত্যাগ করা হলো। একে সুযোগ ব্যয় তত্ত্বও বলা হয়ে থাকে।
মূলধনের গড় ব্যয় (Average Cost of Capital)	মূলধনের বিভিন্ন অংশের ব্যয়ের সাধারণ গড়কে সাধারণভাবে মূলধনের গড় ব্যয় বলা হয়।
গুরুত্ব প্রদত্ত গড় মূলধন ব্যয় (Weighted Average Cost of Capital)	মূলধন কাঠামোর প্রতিটি উৎসের কর পরবর্তী ব্যয়কে উহার অনুপাত দ্বারা গুণ করে, গুণফলকে যোগ করে, যে মূলধন ব্যয় নির্ণয় করা হয় তাকে গুরুত্ব প্রদত্ত গড় মূলধন ব্যয় বলে।
অভিহিত মূল্য (Face Value)	ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠান দ্বারা নির্ধারিত সাধারণ শেয়ার, অগ্রাধিকার শেয়ার, ঋণপত্রের নামিক মূল্য বা লিখিত মূল্যকে অভিহিত মূল্য বলে।
প্রিমিয়াম (Premium)	সাধারণ শেয়ার, অগ্রাধিকার শেয়ার, ঋণপত্র লিখিত মূল্য অপেক্ষা যতটা অধিক মূল্যে বিক্রয় করা হয় তাকে প্রিমিয়াম বলে। সাধারণ শেয়ার, অগ্রাধিকার শেয়ার বা ঋণপত্রের মূল্যকে অধিহার দ্বারা গুণ করে প্রিমিয়ামের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়।
বাট্টা (Discount)	সাধারণ শেয়ার, অগ্রাধিকার শেয়ার, ঋণপত্র লিখিত মূল্য অপেক্ষা যতটা কম মূল্যে বিক্রয় করা হয়, তাকে বাট্টা বলে।
উত্তরণ খরচ বা ভাসমান খরচ (Flotation cost)	শেয়ার বা ঋণপত্র বাজারে বিক্রয় করতে গেলে কিছু খরচ হয়। যেমন : নোটিং চার্জ, স্ট্যাম্প ডিউটি, ইস্যু ব্যয়, ক্রেডিট রেটিং এজেন্ট চার্জ ইত্যাদি। এ ধরনের খরচগুলোকে বিক্রয় সংক্রান্ত খরচ বা ভাসমান খরচ বা উত্তরণ খরচ বলে।
সুযোগ ব্যয় (Opportunity Cost)	গৃহীত বিনিয়োগের পরিবর্তে সর্বোত্তম বিকল্প (যেটি গৃহীত হয়নি) বিনিয়োগের মাধ্যমে যে পরিমাণ উপার্জন করা যেতো তাই গৃহীত বিনিয়োগের সুযোগ ব্যয় (Opportunity Cost)।
ঝুঁকিমুক্ত আয়ের হার (Risk Free Rate of Return : R_f)	সাধারণত ট্রেজারি সিকিউরিটির আয়ের হারকে ঝুঁকিমুক্ত আয়ের হার বলে।
বাজার ঝুঁকি অধিহার (Market Risk Premium : $R_m - R_f$)	বাজার আয় হতে ঝুঁকিমুক্ত আয় বাদ দেওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে তাকে বাজার ঝুঁকি অধিহার বলে।
বিটা (Beta)	বিটা হচ্ছে অপরিহার্য ঝুঁকি (Systematic Risk) পরিমাপের পদ্ধতি এবং বিটার সর্বোচ্চ মান - ১।
দীর্ঘমেয়াদি ঋণের ব্যয় (Cost of Long Term Debt)	ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সাধারণত ঋণ মূলধন বাবদ যে পরিমাণ সুদ পরিশোধ করে, তা করপূর্ব মুনাফা থেকে বাদ দিয়ে প্রতিষ্ঠানের করযোগ্য মুনাফা নির্ধারণ করা হয়। ফলে কোম্পানিকে কম কর দিতে হয়। তাই ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে গৃহীত ঋণ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য সুবিধা নিয়ে আসে। এ সুবিধা বিবেচনা করে করপূর্ব ঋণ মূলধন ব্যয়কে সমন্বয় করার প্রয়োজন হয়। কর পরবর্তী ঋণ মূলধন খরচ = করপূর্ব ঋণ মূলধন ব্যয় × (১ – কর হার)।

❑ **মূলধন ব্যয় নির্ণয় এর কারণ (Reasons behind Determining Cost of Capital) :**
উত্তর : বিভিন্ন কারণে মূলধন ব্যয় নির্ণয় করা গুরুত্বপূর্ণ। যেমন :
- সম্পদ সর্বাধিকরণে।
- মূলধনের উৎস নির্ধারণে।
- বিনিয়োগ প্রকল্প মূল্যায়নে।
- কোম্পানির সম্পদ পরিমাপে।
- কাম্য মূলধন কাঠামো নির্ধারণে।

❑ **মূলধন ব্যয়ের উৎসসমূহ (Sources of Cost of Capital) :**
প্রতিষ্ঠানের প্রধান মূলধন ব্যয়সমূহের উৎসগুলো হলো :
- সাধারণ শেয়ার মূলধন খরচ (Cost of Ordinary Share).
- সংরক্ষিত আয়ের খরচ (Cost of Retained Earnings).
- ঋণ মূলধন খরচ (Cost of Debt).
- অগ্রাধিকার শেয়ার মূলধন খরচ (Cost of Preferred Stock).

CamScanner

মূলধনের বিভিন্ন উৎসের খরচ

সাধারণ শেয়ার মূলধন খরচ (Cost of Common Stock Capital)

(i) মূলধন সম্পত্তি মূল্যায়ন মডেল (Capital Asset Pricing Model-CAPM) :

- সাধারণ শেয়ারের মূলধন ব্যয় নির্ণয়ের অন্যতম একটি পদ্ধতি হলো সিএপিএম বা মূলধন সম্পত্তি মূল্যায়ন মডেল।
- এ মডেলটি মূলত আয়ের হার, ঝুঁকিহীন সুদের হার এবং ঝুঁকির প্রিমিয়ামের সাথে সম্পৃক্ত।
- তাই ঝুঁকি পরিমাপের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সিএপিএম পদ্ধতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
- সিএপিএম বা মূলধন সম্পত্তি মূল্যায়ন মডেলের মূল বক্তব্য হলো- কোনো সিকিউরিটির রিটার্নের হার সাধারণত ঝুঁকিহীন সুদের হার এবং ঝুঁকির প্রিমিয়ামের সমান হবে।

অর্থাৎ, $E(R) = R_f + \beta(R_m + R_f)$

এখানে, $E(R)$ = প্রত্যাশিত আয়ের হার

R_f = ঝুঁকিমুক্ত বিনিয়োগে প্রয়োজনীয় আয়ের হার

β = বিটা সহগ

R_m = মার্কেট রিটার্ন

$(R_m - R_f)$ = ঝুঁকি প্রিমিয়াম

বিটা সহগ (Beta Co-efficient)

β-এর মান	ব্যাখ্যা
$\beta < 0$	বাজার পোর্টফোলিওর $\beta = 1$। কোম্পানি $\beta < 0$ হওয়ার অর্থ হলো কোম্পানির ঝুঁকি ও বাজার ঝুঁকির সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী। অর্থাৎ বাজারে গড় শেয়ারের দাম বৃদ্ধি পেলে $\beta < 0$ কোম্পানির শেয়ারের দামও হ্রাস পাবে।
$\beta = 0$	বাজারে পোর্টফোলিওর $\beta = 1$। কোম্পানি $\beta = 0$ হওয়ার অর্থ হলো কোম্পানির ঝুঁকি ও বাজার ঝুঁকির মধ্যে কোন সম্পর্ক নাই। অর্থাৎ বাজারে গড় শেয়ারের দাম হ্রাস বৃদ্ধির দ্বারা কোম্পানির শেয়ারের দাম প্রভাবিত হয় না। ট্রেজারি বিলের ঝুঁকি দ্বারা প্রভাবিত না হওয়ায় ট্রেজারি বিলের $\beta = 0$।

β (Non-diversifiable Risk) দ্বারা সেই ঝুঁকিকে নির্দেশ করা হয় সে ঝুঁকি বৈচিত্র্যয়নের মাধ্যমে পরিহার করা সম্ভব নয়।

(ii) শূন্য লভ্যাংশ প্রবৃদ্ধি মডেল (Zero Growth Model) :

- যখন কোনো কোম্পানির কোন প্রবৃদ্ধি ঘটে না অর্থাৎ প্রতি বছর একই হারে/ পরিমাণে আয় করে/ লভ্যাংশ প্রদান করে অর্থাৎ এরূপ কোম্পানিকে শূন্য কোম্পানি বলা হয়।
- আর এ কোম্পানির ব্যয় নির্ণয়ের ব্যবহৃত প্রক্রিয়াকে শূন্য লভ্যাংশ প্রবৃদ্ধি মডেল বলে।
- এ মডেল অনুযায়ী অতীত/বর্তমান শেয়ার প্রতি লভ্যাংশ এবং ভবিষ্যৎ শেয়ার প্রতি লভ্যাংশ ভবিষ্যৎ একই হয় অর্থাৎ প্রত্যাশিত শেয়ার প্রতি লভ্যাংশ (D_1) = শেয়ার প্রতি বর্তমান লভ্যাংশ (D_o) হয়।
- সুতরাং এ মডেল অনুযায়ী সাধারণ শেয়ারের ব্যয় (K_e) হলো- $K_e = \frac{D_1}{P_0} \times 100$ অথবা, $K_e = \frac{D_0}{P_0} \times 100$ এখানে, $D_1 = D_0 \times (1 + g)$

(iii) স্থির প্রবৃদ্ধি মডেল (Constant Growth Model) :

- এই মডেল কতিপয় অনুমিত শর্তাবলির ওপর নির্ভরশীল। যেমন- কোম্পানির লভ্যাংশ প্রতি বছর বৃদ্ধি পাবে এবং এই বৃদ্ধির হার প্রতি বছর একই পরিমাণ থাকবে। কোন বছরই কোম্পানির লভ্যাংশ খুব বেশি বা খুব কম হবে না।
- সূত্রের মাধ্যমে এই মডেলটি নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করা যায়- $K_e = \frac{D_1}{(P_0 - F)} + g$

যেখানে, K_e= নতুন ইস্যুকৃত ইক্যুইটি শেয়ারের প্রত্যাশিত আয়ের হার

D_1 = পরবর্তী বছর প্রত্যাশিত লভ্যাংশের পরিমাণ (১ বছরান্তে প্রত্যাশিত লভ্যাংশ)

P_0 = শেয়ার ইস্যু মূল্য বা শেয়ারের চলতি বাজারমূল্য

F = শেয়ার বিক্রয়জনিত খরচ/উত্তরণ ব্যয়

g = লভ্যাংশ বৃদ্ধির নির্দিষ্ট হার

এখানে উল্লেখ্য, যেহেতু লভ্যাংশ নির্দিষ্ট g হারে বৃদ্ধি পায়, এ জন্য বর্তমান বছরে প্রদত্ত লভ্যাংশ D_0 হলে পরবর্তী বছর প্রত্যাশিত লভ্যাংশের পরিমাণ D_1 নিম্নলিখিতভাবে বের করা যায়:

$D_1 = D_0(1 + g)$

যেখানে, D_0 = সর্বশেষ প্রদত্ত লভ্যাংশের পরিমাণ বা বর্তমান বছরের লভ্যাংশ

D_1 = পরবর্তী বছর প্রত্যাশিত লভ্যাংশের পরিমাণ

g = লভ্যাংশ বৃদ্ধির নির্দিষ্ট হার

সুতরাং, $K_e = \frac{D_1}{(P_0 - F)} + g = \frac{D_0(1 + g)}{(P_0 - F)} + g$

CamScanner

❑ সংরক্ষিত মুনাফা/তহবিলের ব্যয় (Cost of Retained Earnings):

- কোম্পানির বণ্টন যোগ্য মুনাফার সম্পূর্ণ অংশ শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে বণ্টন না করে কিছু অংশ বা একটি নির্দিষ্ট অংশ প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষণ করা হয়।
- সংরক্ষিত মুনাফার উপর শেয়ারহোল্ডারদের কোন অর্থ প্রদান করতে হয় না।
- এজন্য আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে সংরক্ষিত মুনাফার কোনো মূলধন ব্যয় নেই। কিন্তু মুনাফা শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে বণ্টন করে দিলে তারা এ অর্থ অন্য কোথাও বিনিয়োগ করে অতিরিক্ত অর্থ উপার্জন করতে পারতো, অর্থাৎ সংরক্ষিত মুনাফার সুযোগ ব্যয় রয়েছে।
- আবার অতিরিক্ত আয় থেকে শেয়ার হোল্ডারদের ব্যক্তিগত কর প্রদান করতে হতো। সুতরাং প্রত্যাশিত আয় থেকে ব্যক্তিগত কর বাদ দিয়ে সংরক্ষিত মুনাফার ব্যয় নির্ণয় করতে হয়।
- নিম্নলিখিত সূত্র ব্যবহার করে সংরক্ষিত মুনাফার ব্যয় বের করা যায়:

$K_r = k_e (1 - T_p)$

এখানে $k_e = \frac{D_1}{P_0} + g$, K_r = সংরক্ষিত তহবিলের ব্যয় (Cost of Retained Earnings)

K_e = সাধারণ শেয়ারের ব্যয় (Cost of Common Stock)

T_p = ব্যক্তিগত কর হার (Personal Tax Rate)

D_1 = প্রত্যাশিত লভ্যাংশ (Expected Dividend)

g = প্রবৃদ্ধির হার (Growth Rate)

এখানে উল্লেখ্য যে ব্যক্তিগত কর না থাকলে $K_r = K_e$

❑ ঋণ মূলধন খরচ (Cost of Debt Capital):

(i) অপরিশোধযোগ্য ঋণ মূলধন খরচ (Cost of Perpetual Debt Capital):

- যে সকল বন্ডের মেয়াদ অসীম তাকে চিরস্থায়ী বা অপরিশোধ্য বন্ড বলে।
- চিরস্থায়ী বন্ডের সুদ এবং বন্ড বিক্রি থেকে প্রাপ্ত অর্থের অনুপাত নির্ণয় করলে চিরস্থায়ী বন্ডের ব্যয় পাওয়া যায়।

এখানে, I = বার্ষিক সুদের পরিমাণ = লিখিত মূল্য × কুপন সুদের হার

NSV = বন্ডের নিট বিক্রয় মূল্য

T = কর হার

(ii) পরিশোধযোগ্য ঋণ মূলধন খরচ (Cost of Redeemable Debt Capital):

- পরিশোধযোগ্য ঋণের ক্ষেত্রে ঋণের খরচ নির্ণয় করার জন্য ঋণ থেকে প্রাপ্তব্য সুদ, ঋণের বর্তমান মূল্য ও মেয়াদশেষে যে মূল্য পরিশোধ করা হবে এ সকল বিষয় বিবেচনা করে ঋণের খরচ বের করা হয়।
- সেক্ষেত্রে ঋণের মূলধন খরচ ঐ হার যে হারে ঋণের বর্তমান বাজারমূল্য ও ভবিষ্যতে প্রাপ্তব্য সুদ ও পরিশোধ মূল্যের বর্তমান মূল্য সমান হবে। এক্ষেত্রেও আমরা YTM পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারি এবং নিম্নোক্ত সূত্র ব্যবহার করতে পারি।

যেখানে, NSV= ঋণপত্রের বর্তমান বাজার মূল্য

I_t = (কর সমন্বিত) প্রতি সময়ে প্রদেয় সুদের পরিমাণ, [সুদ × (১ – কর হার]

RV = মেয়াদশেষে পরিশোধযোগ্য অর্থ

K_d = ঋণপত্রের খরচ।

❑ অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয় (Cost of Preferred Stock)

(i) অপরিশোধযোগ্য অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয় নির্ণয় (Cost Determination of Perpetual Preferred Share):

- যে অগ্রাধিকার শেয়ারের নির্দিষ্ট কোন পরিশোধের সময় বা মেয়াদ উল্লেখ থাকে না তাকে অপরিশোধযোগ্য অগ্রাধিকার শেয়ার বলে।
- এ প্রকার শেয়ারের ব্যয় নিট বিক্রয় মূল্যের ওপর নির্ণয় করা হয়।
- নিট বিক্রয়মূল্য হচ্ছে উত্তরণ ব্যয় বাদ দেওয়ার পর অবশিষ্ট মূল্য। অপরিশোধযোগ্য অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয় নির্ণয়ের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত সূত্রটি ব্যবহৃত হয়।

$$\text{অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয়, } K_p = \frac{\text{প্রত্যাশিত লভ্যাংশ } (D_P)}{\text{শেয়ারের নিট বিক্রয়মূল্য (NSV)}} \times ১০০$$

(ii) পরিশোধযোগ্য অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয় (Cost Determination of Payable Preferred Share):

- কোন কোম্পানি চাইলে নির্দিষ্ট মেয়াদের অগ্রাধিকার শেয়ার ইস্যু করতে পারে।
- অপরিশোধযোগ্য অগ্রাধিকার শেয়ারের ন্যায় এ শেয়ারের উপর প্রতি বছর নির্দিষ্ট হারে লভ্যাংশ প্রদান করতে হয় এবং মেয়াদ পূর্তিতে শেয়ারের মূল্য পরিশোধিত হয়।
- পরিশোধযোগ্য অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয় নির্ণয়ে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়:

$$\text{অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয়, } K_p = \frac{D_p + \frac{MV - NSV}{n}}{\frac{MV + NSV}{2}}$$

এখানে, K_p = পরিশোধিত অগ্রাধিকার শেয়ারের ব্যয়

D_p = অগ্রাধিকার শেয়ার প্রতি লভ্যাংশ

MV = মেয়াদ শেষে অগ্রাধিকার শেয়ারের পরিশোধিত বা নামিক মূল্য

NSV = অগ্রাধিকার শেয়ার হতে প্রাপ্ত অর্থ

n = অগ্রাধিকার শেয়ারের মেয়াদ

CamScanner

Part 2 At a glance [Most Important Information]

- মূলধন ব্যয় বলতে একটি কোম্পানির তহবিলসমূহের (ঋণ ও ইক্যুইটি) ব্যয়কে বুঝায়।
- প্রত্যক্ষভাবে যে ব্যয় পরিশোধ করতে হয় তাকে ব্যক্ত ব্যয় বলে।
- অব্যক্ত ব্যয় হলো বিকল্প প্রকল্প থেকে প্রত্যাশিত লাভের হার যা বর্তমান প্রকল্পে বিনিয়োগের জন্য ত্যাগ করা হলো। একে সুযোগ ব্যয় তত্ত্বও বলা হয়ে থাকে।
- মূলধনের বিভিন্ন অংশের ব্যয়ের সাধারণ গড়কে সাধারণভাবে মূলধনের গড় ব্যয় বলা হয়।
- সাধারণ শেয়ার, অগ্রাধিকার শেয়ার, ঋণপত্র লিখিত মূল্য অপেক্ষা যতটা কম মূল্যে বিক্রয় করা হয়, তাকে বাট্টা বলে।
- ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠান দ্বারা নির্ধারিত সাধারণ শেয়ার, অগ্রাধিকার শেয়ার, ঋণপত্রের নামিক মূল্য বা লিখিত মূল্যকে অভিহিত মূল্য বলে।
- যদি $K_m > R_f$ হয় তাহলে শেয়ারহোল্ডারগণ রিটার্ন বেশি পাবে।
- যদি $K_m < R_f$ হয় তাহলে শেয়ারহোল্ডারগণ রিটার্ন কম পাবে।
- যখন কোনো কোম্পানির কোনো প্রবৃদ্ধি ঘটে না অর্থাৎ প্রতি বছর একই হারে/পরিমাণে আয় করে/লভ্যাংশ প্রদান করে তখন এরূপ কোম্পানিকে শূন্য প্রবৃদ্ধি কোম্পানি বলা হয়।
- কোম্পানির বণ্টন যোগ্য মুনাফার সম্পূর্ণ অংশ শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে বণ্টন না করে প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষণ করা হয়।
- যখন কোনো কোম্পানির কার্যক্রম বৃদ্ধি পেতে থাকে, তখন শুধু সংরক্ষিত আয় দ্বারা এর অর্থায়ন সম্ভব হয় না; নতুন শেয়ার বিক্রয়ের মাধ্যমে সাধারণ শেয়ার মূলধন সংগ্রহ করতে হয়।
- সংরক্ষিত মুনাফার ওপর শেয়ারহোল্ডারদের কোনো অর্থ প্রদান করতে হয় না।
- যে সকল বন্ডের মেয়াদ অসীম তাকে চিরস্থায়ী বা অপরিশোধ্য বন্ড বলে।
- কোন কোম্পানি চাইলে নির্দিষ্ট মেয়াদের অগ্রাধিকার শেয়ার ইস্যু করতে পারে।

Part 3 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. সুযোগ ব্যয় জড়িত কোন মূলধনের সাথে?
Ⓐ সাধারণ শেয়ার মূলধন Ⓑ অগ্রাধিকার শেয়ার মূলধন Ⓒ ঋণ মূলধন Ⓓ সংরক্ষিত মূলধন **Ans D**

02. ঋণের ব্যয় পরিবর্তন হয় কোনটির কারণে?
Ⓐ কর হার Ⓑ লভ্যাংশ Ⓒ জামানত Ⓓ মুদ্রাস্ফীতি **Ans A**

03. সিকিউরিটি বিক্রয়জনিত ব্যয়কে বলা হয়-
Ⓐ প্রশাসনিক ব্যয় Ⓑ উত্তরণ ব্যয় Ⓒ স্থির ব্যয় Ⓓ অবলেখন ব্যয় **Ans B**

04. কোনো কোম্পানির সর্বনিম্ন প্রত্যাশিত আয়ের হারকে কী বলে?
Ⓐ উত্তরণ ব্যয় Ⓑ কার্যকরী সুদের হার Ⓒ মূলধন ব্যয় Ⓓ নামিক সুদের হার **Ans C**

05. মুনাফার একটি অংশ শেয়ারহোল্ডারদের মধ্যে বণ্টন না করে প্রতিষ্ঠানে জমা রাখা হলে তাকে বলা হয়-
Ⓐ লভ্যাংশ Ⓑ নিট মুনাফা Ⓒ শেয়ার প্রতি আয় Ⓓ সংরক্ষিত মুনাফা **Ans D**

06. নিচের কোন উৎস থেকে মূলধন সংগ্রহ করলে কর অবকাশ পাওয়া যায়?
Ⓐ ঋণপত্র Ⓑ অগ্রাধিকার স্টক Ⓒ সাধারণ স্টক Ⓓ মিউচ্যুয়াল তহবিল **Ans A**

07. অভিহিত মূল্যের অধিক মূল্যে শেয়ার ইস্যু করাকে বলে-
Ⓐ প্রিমিয়াম Ⓑ শেয়ার বাট্টা Ⓒ বাট্টাকরণ Ⓓ চক্রবৃদ্ধিকরণ **Ans A**

08. ভাসমান খরচ কী মূলধন ব্যয়কে প্রভাবিত করে?
Ⓐ Effected Ⓑ Fixed Ⓒ Not effected Ⓓ Determine **Ans A**

09. অভিহিত মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে শেয়ার ইস্যুকে বলা হয়-
Ⓐ প্রিমিয়াম Ⓑ শেয়ার বাট্টা Ⓒ বাট্টাকরণ Ⓓ চক্রবৃদ্ধিকরণ **Ans B**

10. মূলধন ব্যয় বলতে কী বোঝায়?
Ⓐ সংগৃহীত তহবিল থেকে নিট আয় Ⓑ সংগৃহীত তহবিল থেকে আয় Ⓒ সংগৃহীত তহবিলের ব্যয় পরিমাপ Ⓓ সংগৃহীত তহবিলের ব্যয় **Ans D**

11. ইক্যুইটি বিনিয়োগকারীদের প্রত্যাশিত সর্বনিম্ন আয়ের হারকে বলা হয়-
Ⓐ মূলধন ব্যয় Ⓑ মূলধন ইক্যুইটির ব্যয় Ⓒ আন্তঃআয় হার Ⓓ সংরক্ষিত আয়ের ব্যয় **Ans A**

12. সব ধরনের বিগত খরচ কে বলা হয়—
Ⓐ ঐতিহাসিক ব্যয় Ⓑ নির্দিষ্ট ব্যয় Ⓒ ভবিষ্যৎ ব্যয় Ⓓ স্পষ্ট ব্যয় **Ans A**

13. মূলধন ব্যয়ের নির্ণায়ক কোনটি?
Ⓐ গুরুত্ব প্রদত্ত গড় মূলধন ব্যয় Ⓑ ঋণকৃত মূলধনের ব্যয় Ⓒ সাধারণ শেয়ার মূলধনের ব্যয় Ⓓ সংরক্ষিত মুনাফার ব্যয় **Ans A**

14. মূলধন ব্যয় নির্ণয় ব্যবসায়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কেন?
Ⓐ মোট মূলধন নির্ণয়ের জন্য Ⓑ মোট মুনাফা নির্ণয়ের জন্য Ⓒ অর্থায়নের সঠিক উৎস নির্ণয়ের জন্য Ⓓ অবচয় নির্ণয়ের জন্য **Ans D**

15. কোনো প্রকল্পের আয়ের হার মূলধন ব্যয়ের হার অপেক্ষা কম হলে কী হবে?
Ⓐ উচ্চ আয় Ⓑ সমান পরিমাণ আয় ও ব্যয় Ⓒ ব্যাপক আর্থিক ক্ষতি Ⓓ কম মুনাফা **Ans C**

16. কোনো প্রকল্পের আয়ের হার মূলধন ব্যয়ের হার বেশি হলে কী ঘটবে?
Ⓐ ব্যাপক আর্থিক ক্ষতি Ⓑ ব্যবসায়ে ব্যর্থ Ⓒ আর্থিক স্বচ্ছলতা Ⓓ ক্ষতি **Ans C**

17. একটি কোম্পানি ১৮% মূলধন ব্যয়ের প্রকল্পে বিনিয়োগ করে ১০% হারে আয় করলে কী ঘটবে?
Ⓐ সমান পরিমাণ আয়-ব্যয় Ⓑ ১৮% হারে মুনাফা Ⓒ ১০% হারে মুনাফা Ⓓ ৮% হারে ক্ষতি **Ans D**

18. কোম্পানির মোট মূলধন হলো—
Ⓐ মালিকানাস্বত্ব মূলধন Ⓑ ঋণকৃত মূলধন Ⓒ মালিকানাস্বত্ব ও ঋণকৃত তহবিলের সমষ্টি Ⓓ মালিকানাস্বত্ব তহবিল থেকে ঋণকৃত তহবিলের বিয়োগ **Ans C**

19. করপরবর্তী মূলধন ব্যয়-
Ⓐ Interest Rate × (1 – Tax Rate)
Ⓑ Dividend Rate × (1 – Tax Rate)
Ⓒ Interest Rate × (Tax Rate – 1)
Ⓓ Dividend Rate × (Tax Rate – 1) **Ans A**

20. কোম্পানির নিট মুনাফা যে অংশ লভ্যাংশ হিসেবে বণ্টন করা হয় না তাকে বলে-
Ⓐ গড় মূলধন Ⓑ সংরক্ষিত আয় Ⓒ ঋণকৃত মূলধন Ⓓ শেয়ার লভ্যাংশ **Ans B**

21. How is the cost of desired capital rationing? (কাম্য মূলধন মিশ্রণে মূলধন ব্যয় কীরূপ হয়?)
Ⓐ শূন্য হয় Ⓑ সর্বনিম্ন হয় Ⓒ সর্বোচ্চ হয় Ⓓ অপরিবর্তিত থাকে Ⓔ ১০% হয় **Ans B**

22. CAPM অনুযায়ী প্রত্যাশিত আয়ের হার নির্ণয়ের সূত্র কোনটি?
Ⓐ E(R) = Rf + (Rm – Rf)B Ⓑ E(R) = Rm + (Rf – Rm)B Ⓒ E(R) = Rf – (Rf + Rm)B Ⓓ E(R) = Rf + (Rf + Rm)B **Ans A**

23. কোন ধরনের মূলধন ব্যয় নির্ণয়ে ব্যক্তিগত কর বিবেচনা করা হয়?
Ⓐ সাধারণ শেয়ার Ⓑ সংরক্ষিত আয় Ⓒ অগ্রাধিকার শেয়ার Ⓓ ঋণপত্র **Ans B**

CamScanner

প্রথম পত্র
অধ্যায় ৮

মূলধন বাজেটিং ও বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত

Part 1

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

মূলধন বাজেটিং এর মৌলিক ধারণা

☐ **মূলধন বাজেটিং (Capital Budgetting) :**
একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘমেয়াদি মূলধন বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াকে মূলধন বাজেটিং বলে। মূলধন বাজেটিং এর অন্যতম কাজ হলো- বিভিন্ন বিকল্প প্রকল্প হতে সর্বোত্তম প্রকল্প নির্বাচন। তাই Capital budgeting is also known as "Investment" appraisal. নতুন বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত বা সম্পত্তি ক্রয়, বর্তমান সম্পত্তি পুনঃস্থাপন বা পরিবর্তন ও সম্পত্তি সম্প্রসারণ বা আধুনিকায়ন হলো মূলধন বাজেটিং এর তিনটি ক্ষেত্র।

☐ **মূলধন বাজেটিং এর প্রধান অসুবিধাসমূহ (Disadvantage of Capital Budgetting) :**
- অনিশ্চিত উৎসসমূহ
- চাহিদার পরিবর্তন
- উৎপাদন ব্যয়ের পরিবর্তন
- মূলধন ব্যয়ের পরিবর্তন

☐ **প্রকল্প (Project) :**
কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক একটি সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সুনির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ও লোকবল নিয়োগের মাধ্যমে একটি বিশেষ অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য অর্জনের বিশদ পরিকল্পনাকে- প্রকল্প বলে। ধনাত্মক নিট বর্তমান মূল্য বিশিষ্ট প্রকল্পগুলো গ্রহণ করা হয়। প্রকল্প মূলত দুই ধরনের। যথা : ক. স্বাধীন প্রকল্প এবং খ. পরস্পর বর্জনশীল প্রকল্প।

ক. স্বাধীন প্রকল্প (Independent Project)	কোনো একটি প্রকল্প গ্রহণ বা বর্জন করার সাথে যদি অন্য আরেকটি প্রকল্প গ্রহণ বা বর্জন সরাসরি সম্পর্কযুক্ত না থাকে তাহলে প্রকল্প দুটিকে পরস্পর- স্বাধীন প্রকল্প বলে।
খ. বর্জনশীল প্রকল্প (Mutually Exclusive Project)	কোনো একটি প্রকল্প গ্রহণ বা বর্জনের সাথে যদি অপর কোনো একটি প্রকল্প গ্রহণ বা বর্জন সরাসরি সংযুক্ত থাকে, অর্থাৎ একটি প্রকল্প গ্রহণ করলে যদি অপর প্রকল্পটি বাতিল বলে গণ্য হয় তাহলে প্রকল্প দুটিকে পরস্পর বর্জনশীল প্রকল্প বলে।

☐ **মূলধন বাজেটিং সিদ্ধান্ত (Capital Budgetting Decision) :**

১. গ্রহণ-বর্জন সিদ্ধান্ত (Accept-Reject Decision)	এ ধরনের সিদ্ধান্তে মূলত যেকোনো একটি বিনিয়োগ প্রকল্প সম্পর্কে পর্যালোচনা করার পর হয় তা গ্রহণ করা হবে, নতুবা তা বর্জন করা হবে। এটি মূলধন বাজেটিং-এর মৌলিক বা মূল সিদ্ধান্ত। সাধারণত যে সকল প্রকল্পের ভবিষ্যৎ প্রাপ্তির হার বিনিয়োগকারীর মূলধন ব্যয় অপেক্ষা বেশি থাকে সেগুলো গ্রহণ করা হয় এবং বাকিগুলো বর্জন করা হয়।
২. পরস্পর প্রতিযোগিতামূলক প্রকল্প সিদ্ধান্ত (Mutually Exclusive Project Decision)	এই ধরনের সিদ্ধান্তে প্রস্তাবিত প্রকল্পগুলো একে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতা করে থাকে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে যদি একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়, তবে বাকি প্রকল্পগুলোকে বর্জন করা হয়। মূলধন বাজেটিং-এর মাধ্যমে বিভিন্ন বিকল্প প্রকল্পগুলোকে মূল্যায়ন করে বিনিয়োগের জন্য মাত্র একটি প্রকল্পকে নির্বাচন করা হয় এবং বাকিগুলো পরিত্যক্ত হয়।
৩. মূলধন রেশনিং সিদ্ধান্ত (Capital Rationing Decision)	সাধারণভাবেই যেকোনো ফার্মের মূলধন বাজেট নির্দিষ্ট পরিমাণে সীমিত থাকে। তহবিল অফুরন্ত হলে ফার্ম তার গ্রহণযোগ্য সকল প্রকল্পে বিনিয়োগ করতে পারত। কিন্তু বাস্তবে তহবিলের সীমাবদ্ধতার জন্যই ফার্মকে নির্বাচনমুখী হতে হয়। ফার্ম তার সীমিত সম্পদ নির্দিষ্ট গ্রহণযোগ্য প্রকল্পসমূহের মধ্যে বণ্টন করে বা রেশনিং করে থাকে।

মূলধন বাজেটিং এর কৌশলসমূহ

☐ **মূলধন বাজেটিং এর কৌশল (Techniques for Capital Budgetting) :**
বিনিয়োগ প্রকল্প মূল্যায়নের পদ্ধতিগুলোকে মূলত দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা হয়েছে।

সনাতন পদ্ধতি (Traditional Method)	▪ গড় মুনাফার হার পদ্ধতি (Average Rate of Return- ARR Method). ▪ মূলধন ফেরত সময় পদ্ধতি (Pay Back Period -PBP Method).
বাট্টাকৃত নগদ প্রবাহ পদ্ধতি (Discounted Cash flow Method)	▪ নিট বর্তমান মূল্য পদ্ধতি (Net Present Value Method-NPV Method). ▪ অভ্যন্তরীণ মুনাফার হার পদ্ধতি (Internal Rate of Return - IRR Method). ▪ মুনাফার্জন ক্ষমতার সূচক পদ্ধতি (Probability Index Method).

♦ **সনাতন পদ্ধতি (Traditional Method) :**

০১. গড় উপার্জন হার পদ্ধতি/গড় মুনাফার হার পদ্ধতি (Average Rate of Return- ARR Method) : কোনো প্রকল্পের গড় কর পরবর্তী নিট মুনাফাকে গড় বিনিয়োগ দ্বারা ভাগ করলে যে হার পাওয়া যায় তাকে- গড় মুনাফার হার বলে।

গড় মুনাফার হার পদ্ধতির সুবিধা	গড় মুনাফার হার পদ্ধতির অসুবিধা
১. এর দ্বারা লাভের হার সহজে নির্ণয় করা যায়।	১. এ পদ্ধতিতে অর্থের সময়মূল্য বিবেচনা করা হয় না।
২. এটি বোধগম্য ও এর ব্যবহার তুলনামূলক সহজ।	২. গড় মুনাফার হার পদ্ধতি নগদ প্রবাহের পরিবর্তে নিট মুনাফা ব্যবহার করে কিন্তু নিট মুনাফার কিছু সীমাবদ্ধতা আছে বলে অনেকে পদ্ধতিটিকে নির্ভরযোগ্য মনে করেন না।
৩. এ পদ্ধতির মাধ্যমে প্রকল্প বিশ্লেষণ করা তুলনামূলক সহজ।	৩. এটি প্রকল্পের বিনিয়োগের পরিমাণ বিবেচনা করে না।
৪. এ পদ্ধতির মাধ্যমে বিনিয়োগকৃত প্রকল্পের আয়ের হারের সাথে অন্যান্য বিনিয়োগ প্রকল্পের সম্ভাব্য আয়ের হার তুলনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ে থাকে।	৪. এটি প্রকল্পের আয়ুষ্কালকে বিবেচনা করে না।

CamScanner

Decision Making of ARR:

- এক্ষেত্রে যে সকল প্রকল্পের ARR আর্থিক ব্যবস্থাপক কর্তৃক পূর্বনির্ধারিত সর্বনিম্ন প্রত্যাশিত আয় অপেক্ষা বেশি হবে, ঐ সকল প্রকল্পই গ্রহণ করা হবে। অন্যগুলো বাতিল করা হবে।
- এ পদ্ধতিতে সাধারণত একাধিক প্রকল্পের মধ্যে সবচেয়ে লাভজনক অর্থাৎ যে প্রকল্পের ARR সবচেয়ে বেশি তাকেই প্রথম গ্রহণ করা হয়।

০২. মূলধন ফেরত সময় পদ্ধতি (Pay Back Period- PBP Method) : ব্যবসায় বা প্রকল্পে বিনিয়োগকৃত টাকা কত দিনে ফেরত আসবে তা নির্দেশ করে- পে-ব্যাক সময় পদ্ধতি।

পে-ব্যাক সময় পদ্ধতির সুবিধা	পে-ব্যাক সময় পদ্ধতির অসুবিধা
১. সহজে বুঝা যায়, গণনা করা যায় এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়- পে-ব্যাক সময় পদ্ধতিতে।	১. এ পদ্ধতিতে বিনিয়োগকৃত সম্পত্তির ভগ্নাবশেষ মূল্য বিচার করা হয় না।
২. তারল্যকে গুরুত্ব দেওয়া হয়- পে-ব্যাক সময় পদ্ধতিতে।	২. পে-ব্যাক কালের বাইরের নগদ প্রবাহ গণনা করে না।
৩. স্বল্পমেয়াদে একটি ফার্মের কার্যদক্ষতা পরিমাপের ক্ষেত্রে অধিকতর উপযুক্ত- পে-ব্যাক সময় পদ্ধতি।	৩. পে-ব্যাক পদ্ধতিতে অর্থের সময়মূল্য, মূলধন ব্যয়, প্রকল্পের ভগ্নাবশেষ মূল্য- বিবেচনা করা হয় না।
৪. এই পদ্ধতিতে প্রকল্প গ্রহণ করা হলে অতি অল্প সময়ে বিনিয়োগকৃত অর্থ ফেরত পাওয়া যায়।	৪. এই পদ্ধতিতে বিনিয়োগকৃত অর্থ পুনরুদ্ধারের ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু প্রকল্পের উপার্জন ক্ষমতার ওপর তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয় না।
৫. ছোট বিনিয়োগকারীদের জন্য এই পদ্ধতি অনেক সুবিধাজনক।	৫. এটা ফার্মের উদ্দেশ্যের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ।
৬. এ পদ্ধতিতে কত দ্রুত অর্থ ফেরত পাওয়া যায় তা নির্ণয় করা হয়, ফলে দীর্ঘমেয়াদি ঝুঁকি পরিহার করা যায়।	৬. এটা নগদ প্রবাহের সময়কাল বিবেচনা করে না।

Decision making of PBP:

- যদি কোন প্রকল্পের Pay Back Period আর্থিক ব্যবস্থাপক কর্তৃক পূর্ব নির্ধারিত সর্বোচ্চ Pay Back Period থেকে কম হয়, তবেই শুধু প্রকল্পটি গ্রহণ করা হবে। অন্যথায় সেটি বর্জিত হবে।
- যে প্রকল্পের Pay Back Period সবচেয়ে কম হবে, সেটি প্রথম নির্বাচন করা হয় এবং এরপর সময়ের ক্রমানুসারে বাকিগুলো গ্রহণ করা হয়।

♦ বাট্টাকৃত নগদ প্রবাহ পদ্ধতি (Discounted Cash flow Method)

০১. নিট বর্তমান মূল্য পদ্ধতি (Net Present Value Method- NPV Method) : কোনো প্রকল্পের ভবিষ্যৎ নগদ প্রবাহকে একটি নির্দিষ্ট হারে বাট্টা করে, উক্ত নগদ প্রবাহকে বর্তমান মূল্যে রূপান্তরিত করার পর মোট বর্তমান মূল্য থেকে প্রকল্পের প্রারম্ভিক খরচ বাদ দিলে যে বর্তমান মূল্য থাকে তাকে নিট বর্তমান মূল্য বলে। এই পদ্ধতি মূলধন বাজেটিং-এর সবচেয়ে জনপ্রিয় ও গ্রহণযোগ্য ও সর্বাধিক ব্যবহৃত কৌশল। এটি মূলধন বাজেটিং এর সব থেকে গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি।

নিট বর্তমান মূল্য পদ্ধতির সুবিধাসমূহ	নিট বর্তমান মূল্য পদ্ধতির অসুবিধাসমূহ
১. পরস্পর বর্জনশীল প্রকল্পের ক্ষেত্রে খুবই সহায়ক। ২. অর্থের সময় মূল্যকে বিবেচনা করে। ৩. সমস্ত নগদ প্রবাহ বিবেচনা করা হয়। ৪. এ পদ্ধতিতে সম্পত্তির ভগ্নাবশেষ মূল্যকে বিবেচনা করা হয় ফলে প্রতিষ্ঠানের সকল নগদের আন্তঃপ্রবাহ বিবেচনা করা হয়। ৫. বাট্টার হার পরিবর্তিত হলেও এ পদ্ধতিতে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।	১. এ পদ্ধতির ব্যবহার কৌশল কিছুটা জটিল বিধায় সাধারণ লোক বুঝাতে পারে না। ২. এ পদ্ধতিতে যে ভবিষ্যৎ বাট্টার হার নির্ণয় করা হয় তা খুবই জটিল, পরিবর্তনশীল এবং অনিশ্চিতও বটে। ৩. যদি প্রকল্পগুলোর আয়ুষ্কাল, বিনিয়োগের পরিমাণ অসমান হয়, তবে এ পদ্ধতি সর্বক্ষেত্রে যথাযথ ফলাফল প্রদান করতে পারে না।

Decision Making of NPV:

- এ পদ্ধতি অনুযায়ী যে কোন প্রকল্পের নিট বর্তমান মূল্য ধণাত্বক হলে, তা গ্রহণ করা হবে এবং ঋণাত্বক হলে প্রকল্পটি বর্জন করা হবে।
- আবার পরস্পর প্রতিযোগিতামূলক প্রকল্পের ক্ষেত্রে যে প্রকল্পের নীট বর্তমান মূল্য ধনাত্বক সর্বোচ্চ, সেটি গ্রহণ করে বাকি সবগুলো বর্জন করতে হবে।

০২. অভ্যন্তরীণ আয়ের হার পদ্ধতি (Internal Rate of Return- IRR Method) : অভ্যন্তরীণ আয়ের হার পদ্ধতিতে ভবিষ্যৎ প্রত্যাশিত নগদ প্রবাহকে বাট্টাকৃত করলে নগদ প্রবাহসমূহের বর্তমান মূল্য প্রকল্পের প্রারম্ভিক ব্যয়ের সমান হবে। এ পদ্ধতিতে সকল নগদ আন্তঃপ্রবাহ ও বহিঃপ্রবাহের বর্তমান মূল্য সমান হবে। এ পদ্ধতিতে নিট বর্তমান মূল্য (NPV) শূন্য হয়। IRR এর ক্ষেত্রে Trial and Error পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।

আন্তঃআয় হারের সুবিধাসমূহ	আন্তঃআয় হারের অসুবিধাসমূহ
১. এ পদ্ধতিতে নিট বর্তমান মূল্যের ন্যায় বাট্টার হার নির্ধারণের প্রয়োজন হয় না।	১. সাধারণত অসম নগদ প্রবাহের ক্ষেত্রে অনেক সময় আন্তঃআয় হার ঋণাত্মক হয় অথবা একাধিক আন্তঃআয় হার (Multiple IRR) প্রদান করে। ফলে সঠিক ফলাফল জানতে না পারার কারণে সঠিকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না।
২. IRR শতকরা হারে প্রকাশিত হয় বলে এ পদ্ধতির মাধ্যমে সহজেই বিভিন্ন প্রকল্পের মধ্যে তুলনা করা যায়।	২. আন্তঃআয় হার পদ্ধতিতে অনুমান করা হয় যে, প্রকল্পের নগদ আন্তঃপ্রবাহ আন্তঃআয় হারে পুনঃবিনিয়োগ করা হবে। বাস্তবে এটি সম্ভব নাও হতে পারে।
৩. এ পদ্ধতিতে কোনো প্রকল্পের সম্পূর্ণ মেয়াদের নগদ প্রবাহকে বিবেচনা করা হয়।	৩. অস্থিতিশীল অর্থনীতিতে এই পদ্ধতির ব্যবহার অধিক ঝুঁকিপূর্ণ।
৪. এ পদ্ধতিতে অর্থের সময় মূল্যকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়।	৪. আন্তঃআয় হার নির্ণয় বেশ জটিল ও ঝামেলাপূর্ণ।
৫. ভগ্নাবশেষ মূল্য এবং কার্যকর মূলধনকে এ পদ্ধতিতে বিবেচনা করা হয়।	৫. Trial এবং Error এর মাধ্যমে বার বার বাট্টা করে আন্তঃআয় হার নির্ণয় করা হয় বিধায় এটি নির্ণয় বেশ সময়সাপেক্ষ।

Decision Making of IRR:

- IRR পদ্ধতি অনুযায়ী যে সকল প্রকল্পের IRR প্রকল্পগুলোর মূলধন ব্যয়ের (Cost of Capital) চেয়ে বেশি, সেগুলোকে গ্রহণ করা যাবে এবং যেগুলোর IRR মূলধন ব্যয়ের (K) চেয়ে কম, সেগুলোকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে।

CamScanner

- পরস্পর প্রতিযোগিতামূলক প্রকল্পসমূহের ক্ষেত্রে, যে প্রকল্পের IRR সর্বাধিক সেটি গ্রহণ করে বাকি সব বর্জন করতে হবে।

০৩. মুনাফার্জন ক্ষমতার সূচক পদ্ধতি (Probability Index Method- PI Method) : একটি প্রকল্পের নিট নগদ আন্তঃপ্রবাহের বর্তমান মূল্য এবং নগদ বহিঃপ্রবাহের বর্তমান মূল্যের অনুপাতকে- মুনাফার্জন ক্ষমতার সূচক পদ্ধতি বলে। মুনাফার্জন ক্ষমতার সূচক পদ্ধতিকে সুবিধা-ব্যয় অনুপাতও বলা হয়। মোট মুনাফার্জন ক্ষমতা সূচক থেকে ১ বাদ দিলে নিট মুনাফার্জন ক্ষমতা সূচক পাওয়া যায়।

Decision making of PI:

- এই পদ্ধতি অনুযায়ী কোন প্রকল্পের PI যদি ১-এর সমান কিংবা বেশি হয়, তবেই তা গ্রহণ করা যাবে।
- আর PI-এর মান ১-এর কম হলে তা অবশ্যই বর্জন করতে হবে।
- পরস্পর প্রতিযোগিতামূলক প্রকল্পের ক্ষেত্রে যে প্রকল্পের PI সর্বাধিক সেই প্রকল্পটি গ্রহণ করে বাকি সবগুলো বর্জন করতে হবে।

Part 2 At a glance [Most Important Information]

- একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘমেয়াদি মূলধন বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াকে মূলধন বাজেটিং বলে।
- কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক একটি সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সুনির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ও লোকবল নিয়োগের মাধ্যমে একটি বিশেষ অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য অর্জনের বিশদ পরিকল্পনাকে- প্রকল্প বলে।
- কোনো একটি প্রকল্প গ্রহণ বা বর্জনের সাথে যদি অপর কোনো একটি প্রকল্প গ্রহণ বা বর্জন সরাসরি সংযুক্ত থাকে, অর্থাৎ একটি প্রকল্প গ্রহণ করলে যদি অপর প্রকল্পটি বাতিল বলে গণ্য হয় তাহলে প্রকল্প দুটিকে পরস্পর বর্জনশীল প্রকল্প বলে।
- ফার্ম তার সীমিত সম্পদ নির্দিষ্ট গ্রহণযোগ্য প্রকল্পসমূহের মধ্যে বণ্টন করে বা রেশনিং করে থাকে।
- কোনো প্রকল্পের গড় কর পরবর্তী নিট মুনাফাকে গড় বিনিয়োগ দ্বারা ভাগ করলে যে হার পাওয়া যায় তাকে- গড় মুনাফার হার বলে।
- যে প্রকল্পের পে-ব্যাক সময় যত কম, সে প্রকল্পটি তত গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হয়।
- কোনো প্রকল্পের ভবিষ্যৎ নগদ প্রবাহকে একটি নির্দিষ্ট হারে বাট্টা করে, উক্ত নগদ প্রবাহকে বর্তমান মূল্যে রূপান্তরিত করার পর মোট বর্তমান মূল্য থেকে প্রকল্পের প্রারম্ভিক খরচ বাদ দিলে যে বর্তমান মূল্য থাকে তাকে নিট বর্তমান মূল্য বলে।
- অভ্যন্তরীণ আয়ের হার পদ্ধতিতে ভবিষ্যৎ প্রত্যাশিত নগদ প্রবাহকে বাট্টাকৃত করলে নগদ প্রবাহসমূহের বর্তমান মূল্য প্রকল্পের প্রারম্ভিক ব্যয়ের সমান হবে।
- একটি প্রকল্পের নিট নগদ আন্তঃপ্রবাহের বর্তমান মূল্য এবং নগদ বহিঃপ্রবাহের বর্তমান মূল্যের অনুপাতকে- মুনাফার্জন ক্ষমতার সূচক পদ্ধতি বলে।

Part 3 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তিতে লাভজনক প্রকল্পে বিনিয়োগ সিদ্ধান্তকে বলা হয়–
Ⓐ অর্থের সময়মূল্য Ⓑ মূলধন ব্যয়
Ⓒ মূলধন বাজেটিং Ⓓ বিনিয়োগের ভবিষ্যৎ মূল্য **Ans C**

02. কোনো প্রকল্প গ্রহণ করা হলে অন্য প্রকল্পগুলো অবশ্যই বাতিল করতে হবে। তখন ঐ প্রকল্পকে কী বলে?
Ⓐ স্বাধীন প্রকল্প Ⓑ পরস্পর বর্জনশীল প্রকল্প
Ⓒ নির্ভরশীল প্রকল্প Ⓓ বহুমুখীকরণ প্রকল্প **Ans B**

03. স্থায়ী সম্পত্তিতে মূলধন বিনিয়োগের প্রক্রিয়াকে কী বলা হয়?
Ⓐ অর্থের সময়মূল্য Ⓑ মূলধন ব্যয়
Ⓒ মূলধন বাজেটিং Ⓓ লভ্যাংশ নীতি **Ans C**

04. মূলধন বাজেটিং-এর প্রথম ধাপ কোনটি?
Ⓐ প্রকল্প নির্বাচন Ⓑ প্রকল্প মূল্যায়ন
Ⓒ প্রকল্প বাস্তবায়ন Ⓓ প্রকল্প প্রণয়ন **Ans D**

05. বাট্টাকৃত পদ্ধতিতে নিচের কোনটি প্রকল্প মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ কৌশল?
Ⓐ সুযোগ ব্যয় Ⓑ মূলধন বাজেটিং
Ⓒ অর্থের সময়মূল্য Ⓓ তহবিলের ব্যয় **Ans B**

06. মূলধন বাজেটিং-এর সর্বশেষ ধাপ কোনটি?
Ⓐ প্রকল্প পুনঃমূল্যায়ন Ⓑ প্রকল্প নির্বাচন
Ⓒ বিনিয়োগ পরিকল্পনা Ⓓ প্রকল্প বাস্তবায়ন **Ans A**

07. নিচের কোন কার্য মূলধন বাজেটিং নয়?
Ⓐ কারবারের জন্য পণ্য ক্রয় Ⓑ সম্পত্তি পুনঃস্থাপন
Ⓒ সম্পত্তি আধুনিকায়ন Ⓓ ব্যবসায় সম্প্রসারণ **Ans A**

08. কোনো প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ সিদ্ধান্তকে কী বলে?
Ⓐ মূলধন কাঠামো Ⓑ মূলধন বাজেটিং
Ⓒ আর্থিক কাঠামো Ⓓ লভ্যাংশ সিদ্ধান্ত **Ans B**

09. নিচের কোনটি মূলধন বাজেটিং সিদ্ধান্ত?
Ⓐ মজুত পণ্য ক্রয় Ⓑ সরঞ্জাম ক্রয়
Ⓒ কাঁচামাল ক্রয় Ⓓ জ্বালানি ক্রয় **Ans B**

10. কোনটি মূলধন বাজেটিং প্রণয়নের প্রথম পদক্ষেপ?
Ⓐ ফলোআপ Ⓑ প্রকল্প মূল্যায়ন
Ⓒ প্রকল্প নির্বাচন Ⓓ প্রকল্প উদ্ভাবন **Ans D**

11. যে ক্ষেত্রে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হলে অপর প্রকল্পটি অবশ্যই বাতিল করতে হবে তাকে কী বলে?
Ⓐ স্বাধীন প্রকল্প Ⓑ পরিপূরক প্রকল্প
Ⓒ পরস্পর বর্জনশীল প্রকল্প Ⓓ নির্ভরশীল প্রকল্প **Ans C**

12. আরিফ ও তারিফ দুই বন্ধু মিলে একটি মৎস্য খামার প্রকল্প করার চিন্তা-ভাবনা করছেন। মূলধন বাজেটিং এর সাহায্যে নিচের কোন সিদ্ধান্ত নিবেন?
Ⓐ খামারের জন্য জমি ক্রয় Ⓑ মাছের পোনা ক্রয়
Ⓒ মাছের খাদ্য ক্রয় Ⓓ খামার রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় **Ans A**

13. কোন ক্ষেত্রে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে ঝুঁকির তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে?
Ⓐ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে Ⓑ পরিকল্পনা প্রণয়নে
Ⓒ পরিচালনার ক্ষেত্রে Ⓓ মূলধন সংগ্রহে **Ans A**

14. নিচের কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য মূলধন বাজেটিং-এর কৌশল প্রয়োগ করা হয়?
Ⓐ স্থায়ী সম্পত্তি ক্রয় Ⓑ চলতি সম্পত্তি ক্রয়
Ⓒ দীর্ঘমেয়াদি ঋণ গ্রহণ Ⓓ স্বল্পমেয়াদি ঋণ গ্রহণ **Ans A**

15. দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়ন পরিকল্পনাকে কী বলে?
Ⓐ মূলধন বাজেটিং Ⓑ অপারেটিং বাজেটিং
Ⓒ নগদ বাজেটিং Ⓓ দীর্ঘমেয়াদি বাজেটিং **Ans A**

16. নিচের কোনটি মূলধন বাজেটিং?
Ⓐ স্থায়ী সম্পদে বিনিয়োগ Ⓑ চলতি সম্পদে বিনিয়োগ
Ⓒ নিট চলতি সম্পদে বিনিয়োগ Ⓓ কাঁচামালে বিনিয়োগ **Ans A**

17. মূলধন বাজেটিং এর প্রথম পদক্ষেপ কোনটি?
Ⓐ প্রকল্প নির্দিষ্টকরণ Ⓑ প্রকল্প মূল্যায়ন
Ⓒ প্রকল্প নির্বাচন Ⓓ অনুসরণ **Ans A**

CamScanner

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

প্রথম পত্র অধ্যায় ৯

ঝুঁকি এবং মুনাফার হার

Part 1

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলি

ঝুঁকি ও ঝুঁকির প্রকারভেদ

আয় (Return) :

মুনাফা অর্জনের আশায় যেকোনো প্রকল্পে অর্থ খাটানোকেই বিনিয়োগ (Investment) বলে। কোনো বিনিয়োগ হতে নির্দিষ্ট সময়ে প্রাপ্ত আয়ের অভিজ্ঞতাকে মুনাফা (Profit/ Return) বলে। আয় (Return) হলো ভবিষ্যৎ ঝুঁকি গ্রহণের পুরস্কার। বিনিয়োগকারীর মূল উদ্দেশ্য হলো, বিনিয়োগকৃত সম্পদ হতে প্রত্যাশিত আয় সর্বাধিকরণ করা। আয়ের হার বের করার সূত্র:

$$\text{আয়ের হার} = \frac{D_1 + (P_1 - P_0)}{P_0} \times 100$$ [P_1 = সমাপনী মূল্য, P_0 = প্রারম্ভিক মূল্য, D_1 = লভ্যাংশ]

ঝুঁকি (Risk) :

বিনিয়োগ হতে প্রত্যাশিত মুনাফার হার অপেক্ষা প্রকৃত মুনাফার হার ভিন্ন হওয়ার সম্ভাবনাকে ব্যবসায় অর্থায়নে ঝুঁকি (Risk) বলা হয়। বিনিয়োগ হতে প্রকৃত প্রাপ্তি পূর্বাভাস থেকে কম হওয়ার সম্ভাবনাই ঝুঁকি (Risk)। বিনিয়োগ হতে প্রত্যাশিত আয়ের পরিবর্তনশীলতাকেই (Variability) বলা হয় – ঝুঁকি। কোনো বিনিয়োগের আয় যত নিশ্চিত হবে তার – পরিবর্তনশীলতা এবং ঝুঁকি তত কম হবে। ঝুঁকি ও মুনাফা ধনাত্মকভাবে সম্পর্কিত। অর্থাৎ, ঝুঁকি বেশি হলে মুনাফা বেশি হয়, ঝুঁকি কম হলে মুনাফা কম হয়।

অনিশ্চয়তা (Uncertainity)

ভবিষ্যতে কোনো ঘটনা ঘটার বা না ঘটার সম্ভাবনাকে অনিশ্চয়তা বলে। ভবিষ্যতের কোনো কিছু সম্পর্কে বর্তমানে কোনো জ্ঞান না থাকা বা থাকলে তা অর্থবহ না হলে, তাকে অনিশ্চয়তা (Uncertainity) বলে। ঝুঁকি বলতে অনিশ্চয়তার সেই অংশকে বুঝায় যার সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান আছে এবং যা বিশ্লেষণ সম্ভব।

ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার মধ্যে পার্থক্য (Risk VS Uncertainity)

ঝুঁকি (Risk)	অনিশ্চয়তা (Uncertainity)
▪ ঝুঁকি মোটামুটিভাবে- পরিমাপযোগ্য।	▪ অনিশ্চয়তা অপরিমাপযোগ্য।
▪ ঝুঁকি পরিহারযোগ্য।	▪ অনিশ্চয়তা অপরিহারযোগ্য।
▪ ঝুঁকিকে গাণিতিক ধারায় পরিবর্তিত করা যায়।	▪ অনিশ্চয়তাকে গাণিতিক ধারায় পরিবর্তিত করা যায় না।
▪ ঝুঁকির জন্য বিমা গ্রহণ করা যায়।	▪ অনিশ্চয়তার জন্য বিমা গ্রহণ করা যায় না।
▪ বৈচিত্র্যায়নের মাধ্যমে ঝুঁকি এড়ানো সম্ভব।	▪ বৈচিত্র্যায়নের মাধ্যমে অনিশ্চয়তা এড়ানো সম্ভব না।

পোর্টফোলিও (Portfolio) :

একাধিক সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করাকে পোর্টফোলিও বা পত্রকোষ বিনিয়োগ বলে। পোর্টফোলিও বা পত্রকোষতত্ত্ব (Modern Portfolio Theory) এর জনক- হ্যারি মারকুইজ (Harry Markowitz). একজন বিনিয়োগকারী যখন কোনো একটি নির্দিষ্ট সম্পদে সকল অর্থ বিনিয়োগ না করে একাধিক সম্পদে বিনিয়োগ করে, তখন তাকে পোর্টফোলিও বিনিয়োগ বলে। একাধিক সম্পদের সমষ্টিকে পোর্টফোলিও বলা হয়।

ঝুঁকির প্রকারভেদ (Types of risk) :

▪ এক বা একাধিক কোম্পানিতে বিনিয়োগের দৃষ্টিকোণ থেকে :

১. একক সম্পত্তিতে বিনিয়োগ (Single Unit Investment)	২. পোর্টফোলিও বা পত্রকোষ বিনিয়োগ (Portfolio Investment)
▪ কোনো বিনিয়োগকারী যখন একটি মাত্র কোম্পানিতে বা সম্পদে বিনিয়োগ করে তখন যে ঝুঁকি বহন করতে হয় তাকে বলা হয় একক ঝুঁকি।	▪ কোনো বিনিয়োগকারী যখন একাধিক কোম্পানিতে বা সম্পদে বিনিয়োগ করে তখন তাকে বলা হয় পোর্টফোলিও বা পত্রকোষ বিনিয়োগ (Portfolio Investment)। ▪ যদি কোনো রেখা সকল দক্ষ পোর্টফোলিও (Efficient Portfolio) - কে সংযুক্ত করে তাহলে ঐ রেখাকে বলা হবে – দক্ষ সীমান্ত রেখা বা Efficient Frontier।

▪ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের দৃষ্টিকোণ থেকে ঝুঁকি:

ব্যবসায়িক ঝুঁকি (Business Risk)	আর্থিক ঝুঁকি (Financial Risk)
▪ কোম্পানির অপর্যাপ্ত মুনাফা ও নগদ প্রবাহের কারণে পরিচালন ব্যয় পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনাকে, ব্যবসায়িক ঝুঁকি বলা হয়।	▪ অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার কারণে মূলধনের ক্ষতির সম্ভাবনা হলো- আর্থিক ঝুঁকি (Financial Risk)।
▪ ব্যবসায়িক ঝুঁকি কেবল বিনিয়োগ নীতি দ্বারা নির্ধারিত হয়।	▪ আর্থিক ঝুঁকি প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগ নীতি ও মূলধন কাঠামো এ উভয়ের দ্বারা নির্ধারিত হয়।
▪ ব্যবসায়িক ঝুঁকি প্রতিষ্ঠানের মালিক ও কর্মচারীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।	▪ আর্থিক ঝুঁকি প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগকারী কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত।
▪ ব্যবসায়িক ঝুঁকি - বিমাযোগ্য।	▪ আর্থিক ঝুঁকি- বিমাযোগ্য নয়।
▪ ব্যবসায় ঝুঁকি মুনাফার উপর সরাসরি প্রভাব ফেলে।	▪ আর্থিক লিভারেজের মাধ্যমে পরিমাপ করা হয়- আর্থিক ঝুঁকি।
▪ পরিচালন লিভারেজ দ্বারা ব্যবসায় ঝুঁকি নিরূপণ করা যায়।	▪ আর্থিক ঝুঁকি (Financial Risk) ব্যবসায়ের মূলধন কাঠামোর সঙ্গে সম্পৃক্ত। ▪ আর্থিক লিভারেজ দ্বারা এ ঝুঁকি নিরূপণ করা যায়।

JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS • JOYKOLY PUBLICATIONS

CamScanner

▪ **নিয়ন্ত্রণের দৃষ্টিকোণ থেকে:**

কোম্পানি/পরিহারযোগ্য ঝুঁকি (Company/Unsystematic Risk)	বাজার/অপরিহারযোগ্য ঝুঁকি (Market/Systematic Risk)
▪ যে ঝুঁকি কোনো নির্দিষ্ট কোম্পানির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত তাকে- কোম্পানি ঝুঁকি (Company Risk) বলে। ▪ কোম্পানি ঝুঁকি নির্দিষ্ট কোম্পানিকে প্রভাবিত করে। ▪ কোম্পানির ঝুঁকির উৎপত্তি ব্যষ্টিক অর্থনীতির উপাদান হতে। ▪ কোম্পানি ঝুঁকি পরিহারযোগ্য। ▪ কোম্পানি ঝুঁকি কোম্পানি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। ▪ কোম্পানি ঝুঁকি হলো কোম্পানির নিজস্ব সমস্যা। ▪ অদক্ষ ব্যবস্থাপনা, শ্রমিক ধর্মঘট ইত্যাদি কোম্পানি ঝুঁকির উৎস। ▪ যেহেতু বাজার ঝুঁকি পরিহার করা যায় না তাই বিনিয়োগকারীরা এই ঝুঁকির জন্য একটা ন্যূনতম আয় প্রত্যাশা করে থাকে। ▪ আনসিস্টেমেটিক ঝুঁকি বা কোম্পানি ঝুঁকি বা নির্দিষ্ট ঝুঁকি বা পরিহারযোগ্য ঝুঁকি/অবশিষ্ট ঝুঁকি (Unsystematic Risk/Company Risk/Specific Risk/Diversifiable Risk/Residual Risk) ▪ নির্দিষ্ট কোনো কোম্পানি থেকে আসে ▪ বিনিয়োগকারী চাইলে বিভিন্ন কৌশল গ্রহণের মাধ্যমে এই ঝুঁকিকে পরিহার করতে পারে ▪ পোর্টফোলিও তৈরি করে বা একাধিক কোম্পানিতে বিনিয়োগ করে এই ঝুঁকি দূর করা যায়।	▪ কোনো একটি নির্দিষ্ট শেয়ার/সম্পদের মূল্যের দৈনন্দিন তারতম্যের সম্ভাবনাকে, বাজার ঝুঁকি (Market Risk) বলে। ▪ বাজার ঝুঁকি সকল কোম্পানিকে প্রভাবিত করে। ▪ বাজার ঝুঁকির উৎপত্তি সামষ্টিক অর্থনীতির উপাদান হতে। ▪ বাজার ঝুঁকি, অপরিহারযোগ্য। ▪ বাজার ঝুঁকি কোম্পানি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। ▪ বাজার ঝুঁকির উৎসসমূহ হলো: সরকার পরিবর্তন, সরকারি নীতির পরিবর্তন, রাজস্ব নীতির পরিবর্তন, জাতীয় অর্থনীতির পরিবর্তন, বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার পরিবর্তন, মুদ্রাস্ফীতি, কর হার বৃদ্ধি ইত্যাদি। ▪ যেহেতু বাজার ঝুঁকি পরিহার করা যায় তাই বিনিয়োগকারীরা এটার জন্য কোনো অতিরিক্ত আয় আশা করে না। ▪ সিস্টেমেটিক ঝুঁকি বা বাজার ঝুঁকি বা আবণ্টনযোগ্য (অপরিহারযোগ্য) ঝুঁকি (Systematic Risk/Market Risk / Undiversifiable Risk) ইত্যাদি নামে ডাকা হয়। ▪ দেশের সামগ্রিক অর্থনীতি থেকে আসে ▪ নির্দিষ্ট কোনো কোম্পানি দ্বারা প্রভাবিত নয় ▪ পোর্টফোলিও তৈরি করে বা একাধিক কোম্পানিতে বিনিয়োগ করে দূর করা যায় না। ▪ সিস্টেমেটিক ঝুঁকিকে বিটা (Beta) ঝুঁকিও বলে ▪ এই ঝুঁকি প্রায় সকল ফার্মকেই প্রভাবিত করে

▪ **বিনিয়োগকারীর দৃষ্টিকোণ থেকে:**

সুদের হার ঝুঁকি (Interest Rate Risk)	তারল্য ঝুঁকি (Liquidity Risk)
▪ ভবিষ্যতে সুদের হার পরিবর্তনের ঝুঁকিকে বলা হয়- সুদের হার ঝুঁকি (Interest Rate Risk)। ▪ সুদের হার এবং বন্ডের বাজার মূল্যের মধ্যে সম্পর্ক বিপরীত (ঋণাত্মক)। ▪ অর্থাৎ বাজারে সুদের হার বেড়ে গেলে বন্ডের মূল্য কমে যাবে, বাজারে সুদের হার কমে গেলে বন্ডের মূল্য বেড়ে যাবে। ▪ ভবিষ্যতে সুদের হার বৃদ্ধি পেলে বিনিয়োগের/সম্পত্তির মূল্য (বন্ডের মূল্য) হ্রাস পাবে। ▪ বিনিয়োগকারীর সম্পত্তির এরূপ মূল্য হ্রাস পাওয়ার ঝুঁকিকেই বলা হয় – সুদের হার ঝুঁকি (Interest rate risk)।	▪ বিনিয়োগকৃত সিকিউরিটিসমূহ দ্রুত নগদ অর্থে রূপান্তর না করতে পারার ঝুঁকিকে বলা হয় – তারল্য ঝুঁকি (Liquidity Risk)। ▪ মনে করি, একজন বিনিয়োগকারী Joykoly Publications Ltd. -এর ১০০টি শেয়ার ক্রয় করলো। উক্ত বিনিয়োগকারী যদি খুব সহজেই অন্য বিনিয়োগকারীদের নিকট এই শেয়ারগুলো বিক্রয় করতে পারেন (ক্রেতার সংখ্যা বেশি, বাজার আনুষ্ঠানিকতা কম হওয়ার কারণে), তাহলে এই বিনিয়োগের তারল্য ঝুঁকি কম। ▪ কিন্তু বিনিয়োগকারী যদি খুব সহজেই অন্য বিনিয়োগকারীদের নিকট এই শেয়ারগুলো বিক্রয় করতে না পারে (ক্রেতার সংখ্যা কম, বাজার আনুষ্ঠানিকতা বেশি হওয়ার কারণে), তাহলে এই বিনিয়োগের তারল্য ঝুঁকি বেশি।

ঝুঁকি পরিমাপের পদ্ধতি

▪ **পরিসর (Range) :**

ঝুঁকি পরিমাপের একটি সহজ-সরল পদ্ধতি হলো পরিসর। সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন প্রত্যাশিত ফলাফল বা আয়ের পার্থক্যই হলো পরিসর। কোনো একটি সম্পত্তির সর্বোচ্চ প্রত্যাশিত ফলাফল হতে সর্বনিম্ন প্রত্যাশিত ফলাফল বাদ দিলে পরিসর পাওয়া যায়।

▪ **আদর্শ বিচ্যুতি (Standard Deviation) :**

আদর্শ বিচ্যুতি হচ্ছে ঝুঁকি পরিমাপের এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে অতীতে অর্জিত আয় থেকে গড় আয় হারের পার্থক্যের বর্গের সমষ্টিকে বছরের সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা হয় এবং ভাগফলকে বর্গমূল করা হয়। আদর্শ বিচ্যুতি ব্যবহার করে অতীতে অর্জিত আয়ের বিচ্যুতি/ব্যবধান থেকে যেমন ঝুঁকি পরিমাপ করা যায় তেমনি ভবিষ্যতে প্রত্যাশিত আয়ের ঝুঁকিও পরিমাপ করা যায়। এটি একটি পরিসংখ্যানিক পদ্ধতি। আদর্শ বিচ্যুতিকে সিগমা (σ) চিহ্ন দ্বারা নির্দেশ করা হয়।

▪ **সম্ভাবনা বিন্যাস (Probability Distribution) :** ভবিষ্যতে সম্ভাব্য আয় এবং এর সম্ভাবনাকে যখন তালিকা বা রেখা চিত্রের সাহায্যে প্রকাশ করা হয় তখন তাকে সম্ভাবনা বিন্যাস বা (Probability Distribution) বলে। সম্ভাবনা বিন্যাসকে দুভাবে (রৈখিক এবং গাণিতিকভাবে) প্রকাশ করা যায়। চলকের সংখ্যা অনুযায়ী সম্ভাবনা বিন্যাসকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়, যথা :

(ক) **বিচ্ছিন্ন সম্ভাবনা বিন্যাস (Discrete Probability Distribution) :** বিচ্ছিন্ন সম্ভাবনা বিন্যাসের ক্ষেত্রে চলকের সংখ্যা সসীম হয় এবং সাধারণত বার চার্ট (Bar Chart) এর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়ে থাকে।

(খ) **অবিচ্ছিন্ন সম্ভাবনা বিন্যাস (Continuous Probability Distribution) :** অবিচ্ছিন্ন সম্ভাবনা বিন্যাসের ক্ষেত্রে চলকের সংখ্যা অসীম হয় এবং Normal Curve এর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়ে থাকে।

▪ **বিভেদাঙ্ক (Coefficient of Variance) :** কোনো নিবেশনের পরিমিত ব্যবধান ও গাণিতিক গড়ের অনুপাতকে শতকরায় প্রকাশ করলে যে মান পাওয়া যায় তাকে বিভেদাঙ্ক বলে। পারস্পরিক তুলনা করতে বিভেদাঙ্ক ব্যবহার করা হয়। যে প্রতিষ্ঠানের বিভেদাঙ্ক বেশি তার ঝুঁকি বেশি, আর যে প্রতিষ্ঠানের বিভেদাঙ্ক কম তার ঝুঁকি কম।

CamScanner

Part 2 At a glance [Most Important Information]

- বিনিয়োগ প্রক্রিয়ায় আয়কে – সর্বপ্রধান উপাদান হিসেবে গণ্য করা হয়।
- বিভিন্ন আর্থিক সম্পদ বিনিয়োগ করতে বিনিয়োগকারীকে উৎসাহিত করে – আয় (Return)।
- সাধারণত আয়ের – দুটি উপাদান থাকে। যেমন : ক. উপার্জন (Yield) খ. মূলধনি লাভ-ক্ষতি (Capital Gain/Loss)
- বিনিয়োগে আয়ের প্রধান উপাদান হলো– উপার্জন (Yield)।
- ঝুঁকির পরিমাণ বাড়লে আয় বাড়বে এবং ঝুঁকির পরিমাণ কমলে – আয় কমবে।
- মুনাফার হার বাড়লে বিনিয়োগকারীরা – বিনিয়োগ করতে উৎসাহী হয়।
- বিনিয়োগ ও মুনাফার হারের মধ্যে সম্পর্ক – ধনাত্মক। মুনাফার হার বাড়লে বিনিয়োগকারীরা অধিক পরিমাণে বিনিয়োগে উৎসাহী হয়।
- একটি বিনিয়োগের আর্থিক সাফল্য প্রকাশের সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে ঐ বিনিয়োগ থেকে – মুনাফা বা মুনাফার হার নির্ণয় করা।
- ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। পরিসংখ্যানিক পদ্ধতি ব্যবহার করে ঝুঁকি পরিমাপ করা যায় কিন্তু – অনিশ্চয়তা পরিমাপ করা যায় না।
- প্রতিষ্ঠান যে সকল পক্ষের নিকট দায়বদ্ধ থাকে কোনো কারণে ঐ সকল দায় বৃদ্ধিজনিত ঝুঁকিকে – দায় ঝুঁকি (Liability Risk) বলে।
- শ্রমিক, কর্মচারী বা কর্মকর্তার নিকট কোনো প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হলে তাকে – ব্যক্তিগত ঝুঁকি (Personal Risk) বলে।
- কোনো দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ হলে, সেই দেশের কোম্পানিগুলোর – সিকিউরিটির আয়ের পরিমাণ কমে যায়।
- কোনো সম্পদ নগদ টাকায় রূপান্তর করতে না পারার যে সম্ভাবনা তাই হচ্ছে – তারল্য ঝুঁকি (Liquidity Risk)।
- সুদের হার পরিবর্তনের কারণে বিনিয়োগের মূল্য কমার আশঙ্কাই হলো – সুদের হার ঝুঁকি (Interest Rate Risk)।
- কোনো বিনিয়োগের আয় যত নিশ্চিত হবে, তার পরিবর্তনশীলতা এবং ঝুঁকি তত কম হবে।
- যে সকল প্রতিষ্ঠানের স্থির পরিচালন ব্যয় বেশি তাদের ব্যবসায়িক ঝুঁকি বেশি হয়।
- যে সকল প্রতিষ্ঠানের স্থির আর্থিক ব্যয় (যেমন ঋণের সুদ) বেশি তাদের আর্থিক ঝুঁকি বেশি থাকে।
- আর্থিক লিভারেজের মাধ্যমে পরিমাপ করা হয় আর্থিক ঝুঁকি।
- মোট ঝুঁকি = কোম্পানি ঝুঁকি + বাজার ঝুঁকি
- সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন প্রত্যাশিত ফলাফল বা আয়ের পার্থক্যই হলো পরিসর।
- ভবিষ্যতে সম্ভাব্য আয় এবং এর সম্ভাবনাকে যখন তালিকা বা রেখা চিত্রের সাহায্যে প্রকাশ করা হয় তখন তাকে সম্ভাবনা বিন্যাস বা (Probability Distribution) বলে।
- কোনো নিবেশনের পরিমিত ব্যবধান ও গাণিতিক গড়ের অনুপাতকে শতকরায় প্রকাশ করলে যে মান পাওয়া যায় তাকে বিভেদাঙ্ক বলে।

Part 3 অধ্যায়ভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্নোত্তর

01. বন্ড বা ডিবেঞ্চার ক্রয় করলে কোন ধরনের ঝুঁকির সম্মুখীন হতে হয়?
Ⓐ তারল্য Ⓑ সুদের হার Ⓒ ব্যবসায়িক ঝুঁকি Ⓓ আর্থিক ঝুঁকি Ans Ⓑ

02. দেশের রাজনৈতিক অবস্থা পরিবর্তনের ফলে কোন ধরনের ঝুঁকি সৃষ্টি হয়?
Ⓐ বাজার ঝুঁকি Ⓑ মানবিক ঝুঁকি Ⓒ ব্যবসায়িক ঝুঁকি Ⓓ আর্থিক ঝুঁকি Ans Ⓐ

03. কোনো প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক ধর্মঘটের ফলে কোন ধরনের ঝুঁকির সৃষ্টি হয়?
Ⓐ আর্থিক ঝুঁকি Ⓑ বাজার ঝুঁকি Ⓒ কোম্পানি ঝুঁকি Ⓓ মোট ঝুঁকি Ans Ⓒ

04. অনিশ্চয়তা থেকে কীসের সৃষ্টি হয়?
Ⓐ ক্ষতির Ⓑ ব্যয়ের Ⓒ ঝুঁকির Ⓓ বিচ্যুতির Ans Ⓒ

05. আর্থিক ঝুঁকির উৎস কোনটি?
Ⓐ ঋণ মূলধন Ⓑ শেয়ার মূলধন Ⓒ অর্থনৈতিক মন্দা Ⓓ উৎপাদন ব্যবস্থাপনা Ans Ⓐ

06. কাঁচামালের মূল্য কমতে ও বাড়তে ব্যবসায়ে নিচের কোন ঝুঁকি সৃষ্টি হয়?
Ⓐ ব্যবসায় ঝুঁকি Ⓑ আর্থিক ঝুঁকি Ⓒ তারল্য ঝুঁকি Ⓓ বাজার ঝুঁকি Ans Ⓐ

07. কোন ধরনের ঝুঁকির ওপর কোম্পানির ব্যবস্থাপনার কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না?
Ⓐ কোম্পানি ঝুঁকি Ⓑ বাজার ঝুঁকি Ⓒ তারল্য ঝুঁকি Ⓓ ক্রয় ক্ষমতা ঝুঁকি Ans Ⓑ

08. নিচের কোন সূত্রটি সঠিক?
Ⓐ $E(R) = R_f + (R_m - R_f)\beta$ Ⓑ $E(R) = R_r + (R_m + R_1)\beta$ Ⓒ $E(R) = R_m + (R_f - R_m)\beta$ Ⓓ $E(R) = R_m + (R_f + R_m)\beta$ Ans Ⓐ

09. মূলধন কাঠামোতে ঋণকৃত মূলধন থাকলে কোন ঝুঁকির সৃষ্টি হয়?
Ⓐ ব্যবসায়িক ঝুঁকি Ⓑ বাজার ঝুঁকি Ⓒ আর্থিক ঝুঁকি Ⓓ খাঁটি ঝুঁকি Ans Ⓒ

10. কোনটি বিমাযোগ্য ঝুঁকি?
Ⓐ ফটকা ঝুঁকি Ⓑ মানবিক ঝুঁকি Ⓒ আর্থিক ঝুঁকি Ⓓ ব্যবসায়িক ঝুঁকি Ans Ⓓ

11. বিভিন্ন প্রকল্পে ঝুঁকি নিরূপণ ও নির্ধারণে ব্যবহার করা হয়–
Ⓐ উৎপাদন ব্যয় Ⓑ মূলধন Ⓒ মুনাফা Ⓓ অবচয় Ans Ⓒ

12. বাজার ঝুঁকির আদর্শ মান কত?
Ⓐ ০ Ⓑ ০.১০ Ⓒ ১.০ Ⓓ ১.৫ Ans Ⓒ

13. অর্থনৈতিক মন্দার কারণে যে ঝুঁকি সৃষ্টি হয় তাকে কী বলে?
Ⓐ আর্থিক ঝুঁকি Ⓑ তারল্য ঝুঁকি Ⓒ ব্যবসায় ঝুঁকি Ⓓ বাজার ঝুঁকি Ans Ⓓ

14. প্রত্যাশিত আয়ের তারতম্য হলো-
Ⓐ ঝুঁকি Ⓑ ক্ষতি Ⓒ বিনিয়োগ Ⓓ মুনাফা Ans Ⓐ

15. অর্থনৈতিক মন্দার কারণে যে ঝুঁকি সৃষ্টি হয় তাকে কী বলে?
Ⓐ আর্থিক ঝুঁকি Ⓑ তারল্য ঝুঁকি Ⓒ বাজার ঝুঁকি Ⓓ ব্যবসায় ঝুঁকি Ans Ⓒ

16. অনিশ্চয়তা থেকে কীসের সৃষ্টি হয়?
Ⓐ ক্ষতির Ⓑ ব্যয়ের Ⓒ ঝুঁকির Ⓓ বিচ্যুতির Ans Ⓒ

17. একটি প্রকল্পে বিনিয়োগ না করে একাধিক প্রকল্পে বিনিয়োগ করাকে কী বলে?
Ⓐ ঝুঁকি ও মুনাফা সমন্বয়করণ নীতি Ⓑ তারল্য ও মুনাফা অর্জন ক্ষমতার নীতি Ⓒ উপযুক্ততার নীতি Ⓓ পোর্টফোলিও বা বৈচিত্র্যায়ন নীতি Ans Ⓓ

18. ঋণ পরিশোধের অক্ষমতা থেকে কোন ঝুঁকির সৃষ্টি হয়?
Ⓐ সুদ হার Ⓑ আর্থিক Ⓒ তারল্য Ⓓ ব্যবসায়িক Ans Ⓑ

19. পোর্টফোলিও তত্ত্বের উন্নয়নে কার অবদান সর্বাধিক?
Ⓐ Black & Scholes Ⓑ Harry Markowitz Ⓒ Merton H. Miller Ⓓ Modigliani Ans Ⓑ

20. আর্থিক ঝুঁকির উৎস কোনটি?
Ⓐ ঋণ মূলধন Ⓑ শেয়ার মূলধন Ⓒ অর্থনৈতিক মন্দা Ⓓ উৎপাদন ব্যবস্থা Ans Ⓐ

21. কোন ঝুঁকি হ্রাস করা যায় না?
Ⓐ কোম্পানি ঝুঁকি Ⓑ বাজার ঝুঁকি Ⓒ তারল্য ঝুঁকি Ⓓ আর্থিক ঝুঁকি Ans Ⓑ

22. কাঁচামালের মূল্য হ্রাস-বৃদ্ধিতে ব্যবসায়ে নিচের কোন ঝুঁকি সৃষ্টি হয়?
Ⓐ ব্যবসায় ঝুঁকি Ⓑ আর্থিক ঝুঁকি Ⓒ তারল্য ঝুঁকি Ⓓ বাজার ঝুঁকি Ans Ⓐ

CamScanner